প্রভু যীশুর পরাক্রমশালী নাম

আশিস রাইচুর

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY

Produced and distributed by All Peoples Church & World Outreach, Bangalore, INDIA.
First Edition: Digital Release April 2020
Translated into Bengali: June 2021

Contact Information:
All Peoples Church & World Outreach,
319, 2nd Floor, 7th Main, HRBR Layout,
2nd Block, Kalyan Nagar, Bangalore 560 043
Karnataka, INDIA

Phone: +91-80-25452617
Email: bookrequest@apcwo.org
Website: apcwo.org

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are taken from the Bengali Revised Old Version Updated (ROVU), Bangladesh Bible Society.

Biblical definitions, Hebrew and Greek words and their meanings are drawn from the following resources:
Thayer's Greek Definitions. Published in 1886, 1889; public domain.
Strong's Hebrew and Greek Dictionaries, Strong's Exhaustive Concordance by James Strong, S.T.D., LL.D. Published in 1890; public domain.
Vine's Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words, © 1984, 1996, Thomas Nelson, Inc., Nashville, TN.

FINANCIAL PARTNERSHIP
Production and distribution of this publication has been made possible through the financial support of members, partners and friends of All Peoples Church. If you have been enriched through this free publication, we invite you to contribute financially to help with the producing and distribution of free publications from All Peoples Church. Please visit apcwo.org/give or see the page “Partner With All Peoples Church” at the back of this book, on how to make your contribution. Thank you!

MAILING LIST
To be notified when free publications are released from All Peoples Church, you may subscribe to our mailing list at apcwo.org

FREE BULK ORDERS WITHIN INDIA
We are happy to send free copies for distribution in your local church, Bible study group, Bible College, Seminars, Conferences, Book Store, Business, etc. Please send an email to bookrequest@apcwo.org indicating the number of copies and the postal address to send them to.

প্রভু যীশুর পরাক্রমশালী নাম

আর বাক্যে কি কার্য্যে যাহা কিছু কর,
সকলই প্রভু যীশুর নামে কর
কলসীয় 3:17

সূচীপত্র

ভূমিকা 1
1. যে নাম সকল নামের ঊর্ধ্বে 2
2. এই নামের পিছনে যে ব্যক্তি রয়েছেন 5
3. পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের নামের প্রকাশ 9
4. আমার পিতার নামে 16
5. তাঁর নামকে ব্যবহার করার অধিকার 21
6. যীশুর নামেতে ঈশ্বর পবিত্র আত্মা এখানে রয়েছেন 25
7. কী ঘটে যখন আমরা যীশুর নাম ব্যবহার করি? 27
8. যীশুর নামে বিশ্বাস করুন 30
9. যীশুর নামেতে 33
10. যীশুর নামে ক্ষমালাভ 35
11. যীশুর নামেতে পরিত্রাণ 36
12. যীশুর নামেতে অনন্ত জীবন 37
13. যীশুর নামেতে ধৌত হওয়া, পবিত্রীকৃত হওয়া, ধার্মিক গণিত হওয়া 38
14. যীশুর নামেতে বাপ্তাইজিত হওয়া 39
15. যীশুর নামেতে প্রার্থনা করা 41
16. যীশুর নামেতে ধন্যবাদ দেওয়া ও আরাধনা করা 42
17. যীশুর নামেতে সকল কাজ করা 43
18. যীশুর নামেতে আমরা একত্র হই 45
19. যীশুর নামেতে পরস্পরকে গ্রহণ করা, সমাদর করা ও আশীর্বাদ করা 46
20. যীশুর নামেতে প্রচার করা, শিক্ষা দেওয়া ও পরিচর্যা করা 48
21. যীশুর নামেতে আরোগ্য দান করা 50
22. যীশুর নামেতে অলৌকিক কাজ করা 51
23. যীশুর নামেতে মন্দ আত্মাদের দূর করা 52
24. যীশুর নামেতে আরও মহান কাজ করা 54
25. অনুনমোদিত হয়ে যীশুর নামকে ব্যবহার করা 56
26. যীশুর নামের জন্য তাড়িত হওয়া 57
27. যীশুর নামের জন্য ত্যাগস্বীকার করা 58
28. আমরা যীশুর নামেক ধারণ করি 59
29. যীশুর নামে অনুযোগ করা 60
30. যীশুর চিরকালের জন্য 62

ভূমিকা

প্রত্যেক বিশ্বাসীদেরকে একটি অসাধারণ সুবিধা দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়েছে যে তারা প্রভু যীশুর পরাক্রমশালী নামে ডাকতে পারে। প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলীতে যীশুর শিষ্যেরা ও বিশ্বাসীরা যীশুর নামের ব্যবহার করার মধ্যে দিয়ে সেই কর্তৃত্বকে উপলব্ধি করতে পেরেছিল যা তাদের হাতের সামনে ছিল, এবং তারা সেই পথে চলেছিল।

এই পুস্তকটি বিশ্বাসীদেরকে যীশুর নামের শক্তিকে পুনরায় আবিষ্কার করতে সাহায্য করার প্রচেষ্টা করে এবং শেখায় যে কীভাবে দৈনন্দিন জীবনে সেই নামের শক্তিতে চলতে হয়। যখন আমরা যীশুর নামের শক্তিতে চলতে শিখি, তখন আমরা সকল প্রকারের কর্তৃত্ব ও রাজত্ব, সিদ্ধ শান্তিতে এবং ঈশ্বরের সকল যোগানের মধ্যে দিয়ে চলতে শিখি।

জিসাস! দা নেম দ্যাট চারমস্ আওয়ার ফিয়ারস্,
দ্যাট বিডস্ আওয়ার সরোস সিস্,
টিস মিউসিক ইন দা সিনারস্ ইয়ারস্
টিস লাইফ, অ্যান্ড হেলথ, অ্যান্ড পিস।

[“ও ফর আ থাউস্যান্ড টাংস্ টু সিং”, ১৭৩৯, চার্লস্ ওয়েসলি-র দ্বারা লেখা গানের থেকে নেওয়া হয়েছে]

বিশ্বাসী হিসেবে আমরা জীবনে ব্যক্তিগত প্রতিকূলতাগুলির সম্মুখীন করে থাকি। সেটা জীবনের পরিস্থিতি সম্পর্কিত হোক, অথবা প্রয়োজন যা আমাদের সামনে উপস্থিত হয়, ঝড় যা আমাদের পথে এসে দাঁড়ায়, পাহাড় যা আমাদের সামনে থাকে, অসুস্থতা ও রোগ যা আমাদের দিকে ধেয়ে আসে, বিষয় যা শুত্রু আমাদের জীবনে আনে, আমরা যেন অবশ্যই জানি যে আমরা উঠে দাঁড়াতে পারব এবং আমাদের মধ্যে দেওয়া কর্তৃত্বের সাহায্যে এইগুলির উপর কর্তৃত্ব করতে পারব। আমরা যেন অবশ্যই জানতে পারি যে এই কর্তৃত্ব আমাদের যা যীশুর নামটি ব্যবহার করার মধ্যে দিয়ে লাভ করে থাকি।

যখন আমরা আমাদের চারিপাশের মানুষদের জীবনে পরিচর্যা করে থাকি, আমরা যেন তা সাহসের সাথে এবং যীশুর নামেতে করে থাকি। প্রভু যীশু আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন তাঁর নামকে ব্যবহার করার জন্য যখন আমরা তাঁর কাজ করে থাকি ও তাকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিনিধিত্ব করে থাকি।

সমগ্র মণ্ডলী আপাত দৃষ্টিতে এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যের ‘উপরের স্তরে’ ঘোরাঘুরি করছে। আমরা যেন এমন এক বিশ্বাসীর প্রজন্ম হতে পারি যারা যীশুর নামের কর্তৃত্ব ও সুযোগগুলিকে আবিষ্কার করতে পারি এবং প্রতিদিনের জীবনে এটাকে প্রদর্শন করতে থাকি, যেমন ভাবে আগে কখনই করিনি। যীশুর মহা পরাক্রমশালী নামে আমাদের কাছে যা কিছু উপলব্ধ রয়েছে সেইগুলি যেন আগের প্রজন্মের মানুষদের থেকেও আরও বেশী প্রদর্শন করতে পারি।

প্রভু যীশুর পরাক্রমশালী নামের উপর এই অধ্যয়নটি যেন আপনার জীবনকে ধনবান করে তোলে যাতে আপনি আপনার ব্যক্তিগত জীবনে সেই নামের শক্তিতে গমনাগমন করতে পারেন! এর কারণে আপনি যেন অসংখ্য মানুষদেরকে যীশু খ্রীষ্টের সাথে সাক্ষাৎ করার মধ্যে দিয়ে আশীর্বাদ করতে পারেন!

ঈশ্বর আপনাকে আশরবাদ করুন!
আশিস রাইচুর

1. যে নাম সকল নামের ঊর্ধ্বে

একটি রাজকীয় পরিবারে একটি ছোট্ট শিশুর জন্ম কল্পনা করুন। সেই শিশুটিকে একটি নাম দেওয়া হয়। যদিও সেই নামে আরও অনেকে থাকতে পারে, কিন্তু এই নির্দিষ্ট শিশুটি অনন্য ভাবে সেই নামের দ্বারা চিহ্নিত। এটা ছাড়াও আরও অনেক কিছু আছে। যে শিশুটি রাজার পরিবারে জন্মেছে সে রাজকীয় বিষয়গুলির, সেই রাজকীয় পরিবার ও সিংহাসনের উত্তরাধিকার হবে। সেই শিশুটির নামের সাথে একটা রাজকীয় শিরোনাম জুড়ে যায় যেটা তার প্রাপ্ত রাজকীয় পরিচয়কে দেখায়। রাজ্যের প্রত্যেকটি উপাদানগুলি, প্রভাব ও শক্তিগুলি এখন সেই নামের সাথে যুক্ত হয়ে গিয়েছে। সময়ের সাথে সাথে সেই শিশুটি একটি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিতে পরিণত হয়। এখন কল্পনা করুন যে এই ব্যক্তিটি একটা অসাধারণ জীবন যাপন করে, মহান বিষয়গুলি সম্পন্ন করে, এবং মহা সম্মান লাভ করে সেই সাফল্যগুলির জন্য। এখন তার নামের মহানতার আরও একটা দিক তৈরি হল। এখন লোকেরা তার নামকে এই জন্য সম্মান করে না যে সেই ব্যক্তি একজন অনন্য ব্যক্তি, অথবা রাজত্ব ও সিংহাসন সেই নামের সাথে জড়িত রয়েছে, কিন্তু তার মহান সাফল্যের জন্যও সম্মান করে যেটা সেই নামের পিছনে রয়েছে।

এই তিনটি দিকই শাস্ত্রের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যীশুর নামের ক্ষেত্রে।

একটা নাম যা স্বর্গীয় পিতা তাঁর জন্মের সময়ে দিয়েছিলেন

মথি 1:21
এবং তুমি তাঁহার নাম যীশু [ত্রাণকর্ত্তা] রাখিবে; কারণ তিনিই আপন প্রজাদিগকে তাহাদের পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন।

যীশু নাম হল সেই নাম যেটা ঈশ্বর বেছে নিয়েছিলেন এবং তাঁর পুত্রের এই পৃথিবীতে মানুষ হয়ে আসাকে চিহ্নিত করার জন্য দিয়েছিলেন। ঈশ্বর হিসেবে, অনন্তকালীন বাক্য মানুষের রূপ ধারণ করলেন এবং বাক্য দেহধারী হলেন, এবং পিতা তাঁর একটা নাম দিলেন - সেই নাম হল যীশু। তিনি স্বর্গদূতদের পাঠিয়েছিলেন এই কথাটি যোষেফের কাছে ঘোষণা করার জন্য। এটা সেই নাম যেটা পিতা তাঁর পুত্রকে জন্মের সময়ে দিয়েছিলেন।

যীশু শব্দটি হল এই ইব্রীয় শব্দের গ্রীক অনুবাদ: *Yehowshuwa,* যার অর্থ 'উদ্ধারকর্তা' অথবা 'ঈশ্বর আমার পরিত্রাণ'। তাই যখন আমরা যীশুর নামের উল্লেখ করি তখন আমরা সেই নামটিকে ঘোষণা করছি যা পরিত্রাণ নিয়ে আসে।

মথি 1:21 পদে 'ত্রাণ' শব্দটি গ্রীক ভাষায় একটি ক্রিয়া শব্দ: '*sozo*' যেটা একটা ব্যপক শব্দ, যার মধ্যে অনন্তকালীন পরিত্রাণ, পাপের ক্ষমা, পাপের উপর বিজয়লাভ, অসুস্থতা থেকে সুস্থতা, লড়াইয়ের মাঝে বিজয়, শত্রুর প্রত্যেকটি কাজ থেকে মুক্তি, ক্ষতি হওয়া থেকে উদ্ধার, বিপদের মুখে রক্ষা এবং একটি সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতাকে বোঝায়। এর অর্থ হল উদ্ধার পাওয়া, সুস্থ হওয়া, মুক্ত হওয়া, জয়ী হওয়া, বেঁচে যাওয়া, স্থির থাকা এবং সম্পূর্ণ হওয়া।

নতুন নিয়মে '*sozo*' শব্দটি বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে কয়েকটি রেফারেন্স দেওয়া হল: '*sozo*' ব্যবহার করা হয়েছে পাপ থেকে **উদ্ধার** পাওয়ার ক্ষেত্রে (মথি 1:21; ইব্রীয় 7:25), **অনন্তকালীন পরিত্রাণের** ক্ষেত্রে (যোহন 3:16-18; মার্ক 16:16; প্রেরিত্ 4:12; রোমীয় 10:9-10; ইফিষীয় 2:8); **আরোগ্যতার** ক্ষেত্রে (মথি 9:22; মার্ক 6:56; মার্ক 10:52; যাকোব 5:15); মন্দ শক্তির প্রভাব থেকে **মুক্ত** হওয়ার ক্ষেত্রে (লূক 8:36; যিহূদা 1:5 পদে 'নিস্তার' শব্দটি হল '*sozo*'); বিপদের মুখ থেকে **রক্ষা পাওয়ার** ক্ষেত্রে (মথি 8:25; মথি 14:30; মথি 27:42; 2 তীমথিয় 4:18 পদে 'রক্ষা' শব্দটি হল '*sozo*'); আত্মিক সংগ্রাম/বিপদের মুখে **নিরাপত্তা** লাভ করার ক্ষেত্রে (যোহন 12:27; 1 তীমথিয় 4:16) এবং দাসত্ব থেকে **মুক্তি** পাওয়ার ক্ষেত্রে (যিহূদা 1:5)।

যখন আমরা যীশুর নামটিকে উল্লেখ করি এবং তাঁকে উদ্ধারকর্তা রূপে ঘোষণা করি, তখন আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে তিনি শুধুমাত্র আমাদেরকে পাপ থেকে উদ্ধার করেন না, কিন্তু সেই নামে রয়েছে পরিত্রাণ, রক্ষা, সুরক্ষা, সুস্থতা, মুক্তি, বিজয়, স্বাধীনতা এবং পূর্ণতা। সেই নামের মধ্যে একটা সম্পূর্ণ উদ্ধার রয়েছে। যীশুর নাম উদ্ধার করে, রক্ষা করে, সুরক্ষা দেয়, সুস্থ করে, মুক্ত করে, জয়ী করে, স্বাধীন করে এবং সম্পূর্ণ করে তোলে!

তিনি সেই নামটি উত্তরসূরি হিসেবে পেয়েছেন

ইব্রীয় 1:1-4
1 ঈশ্বর পূর্ব্বকালে বহুভাগে ও বহুরূপে ভাববাদিগণে পিতৃলোকদিগকে কথা বলিয়া,
2 এই শেষ কালে পুত্রেই আমাদিগকে বলিয়াছেন। তিনি ইঁহাকেই সর্ব্বাধিকারী দায়াদ করিয়াছেন, এবং ইঁহারই দ্বারা যুগকলাপের রচনাও করিয়াছেন।
3 ইনি তাঁহার প্রতাপের প্রভা ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক, এবং আপন পরাক্রমের বাক্যে সমুদয়ের ধারণকর্ত্তা হইয়া পাপ ধৌত করিয়া ঊর্দ্ধলোকে মহিমার দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলেন।
4 স্বর্গদূতগণ অপেক্ষা যে পরিমাণে উৎকৃষ্ট নামের অধিকার পাইয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন।

ঈশ্বর, যিনি অনন্তকালীন বাক্য, যার মধ্যে দিয়ে সমস্ত পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে এবং যিনি তাঁর শক্তিশালী বাক্য দ্বারা সবকিছুকে ধরে রাখেন, মাংসে মূর্তিমান হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে গমনাগমন করলেন। ঈশ্বরের পুত্র রূপে, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর ছিলেন, যিনি আমাদের সাথে কথা বলেছিলেন। তিনি হলেন পিতার মহিমার নিখুঁত প্রতিনিধি। ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে, তিনি আমাদেরকে পাপ থেকে ধৌত করেছেন, উত্থাপিত হয়েছিলেন এবং এখন পিতার ডান দিকে বসে আছেন, সকল স্বর্গদূতদের থেকেও অনেক বেশী মহিমান্বিত হয়ে। এই ঈশ্বরের পুত্রকেই সকল কিছুর উপর উত্তরসূরি করা হয়েছে এবং উত্তরাধিকার হিসেবে তিনি এমন এক নাম পেলেন, যে নাম যেকোনো অন্য নামের চেয়ে অনেক বেশী মহান, অনেক বেশী সুন্দর, এবং অসীম সর্বশ্রেষ্ঠ। স্বর্গদূতদেরও নাম আছে যা অতিশয় সুন্দর (বিচারকর্তৃগণ 13:18)। কিন্তু এই নাম, যীশুর নাম সকল নামের চেয়ে ঊর্ধ্বে।

যেমন আমরা আগেই বলেছি, একটি রাজ্যের উত্তরসূরি সেই রাজকীয় পরিবারের সবকিছুর উত্তরসূরি হয়। ঈশ্বরের রাজ্যের সবকিছু যীশুর নামের সাথে যুক্ত রয়েছে। ঈশ্বর যা কিছু, তাঁর সমস্ত মহিমা, প্রতাপ, রাজত্ব, এবং শক্তি যীশুর নামের সাথে আছে। এই নামটি হল স্বর্গের রাজ্যের একটি রাজকীয় পরিচয়। এই নামটি সবচেয়ে উচ্চ রাজকীয়তাকে চিহ্নিত করে। এর চেয়ে আর কোনো বড় রাজা নেই। এই নামটি হল সেই ব্যক্তির যিনি সবকিছুর উত্তরসূরি, সেই ব্যক্তির নাম যিনি *"সেই পরমধন্য ও একমাত্র সম্রাট, রাজত্বকারীদের রাজা ও প্রভুত্বকারীদের প্রভু"* (1 তীমথিয় 6:15)। এটা সেই ব্যক্তির নাম যিনি *"প্রতাপ ও সমাদরমুকুটে বিভূষিত হইয়াছেন"* (ইব্রীয় 2:9)। সবচেয়ে উচ্চ সিংহাসন এবং রাজত্ব যা সকল কিছুর উপর রাজত্ব করে সেই নামের পিছনে রয়েছে। "সদাপ্রভু স্বর্গে আপন সিংহাসন স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার রাজ্য কর্তৃত্ব করে সমস্তের উপরে" (গীতসংহিতা 103:19)।

তিনি যা কিছু সম্পন্ন করেছেন, সেই সাফল্যের জন্য এই নাম তাঁকে দেওয়া হয়েছে

ফিলিপীয় 2:5-11
5 খ্রীষ্ট যীশুতে যে ভাব ছিল, তাহা তোমাদিগেতেও হউক।
6 ঈশ্বরের স্বরূপবিশিষ্ট থাকিতে তিনি ঈশ্বরের সহিত সমান থাকা ধরিয়া লইবার বিষয় জ্ঞান করিলেন না,
7 কিন্তু আপনাকে শূন্য করিলেন, দাসের রূপ ধারণ করিলেন, মনুষ্যদের সাদৃশ্যে জন্মিলেন;
8 এবং আকার প্রকারে মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া আপনাকে অবনত করিলেন; মৃত্যু পর্য্যন্ত, এমন কি, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্য্যন্ত আজ্ঞাবহ হইলেন।
9 এই কারণ ঈশ্বর তাঁহাকে অতিশয় উচ্চপদান্বিতও করিলেন, এবং তাঁহাকে সেই নাম দান করিলেন, যাহা সমুদয় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ;
10 যেন যীশুর নামে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল-নিবাসীদের "সমুদয় জানু পাতিত হয়, এবং সমুদয় জিহ্বা যেন স্বীকার করে"
11 যে, যীশু খ্রীষ্টই প্রভু, এইরূপে পিতা ঈশ্বর যেন মহিমান্বিত হন।

এটা অত্যন্ত একটা গভীর বিষয়: *"এই কারণ ঈশ্বর তাঁহাকে অতিশয় উচ্চপদান্বিতও করিলেন, এবং তাঁহাকে সেই নাম দান করিলেন, যাহা সমুদয় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"* (পদ ৯)। যীশু যা কিছু সম্পন্ন করেছিলেন তাঁর মানুষ হওয়ার মধ্যে দিয়ে, এই পৃথিবীতে জীবনযাপন করার মধ্যে দিয়ে, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্যে দিয়ে, সেইগুলির কারণে তাঁকে *"অতিশয় উচ্চপদান্বিতও করিলেন"* তিনি সমস্ত পৃথিবীর পাপের জন্য মূল্য দিলেন। তিনি পতনের প্রভাবকে ঘুড়িয়ে দিলেন, শয়তান ও মন্দ আত্মার বাহিনীদের চূর্ণ করলেন ও ধ্বংস করলেন এবং বিজয়ী হয়ে কবর থেকে বেঁচে উঠলেন। তাঁর কাছে চাবি রয়েছে (কর্তৃত্ব, আধিপত্য) নরকের ও কবরের (প্রকাশিত বাক্য 1:18)।

"অতিশয় উচ্চপদান্বিতও করিলেন" কথাটি (গ্রীক ভাষায় 'huperupso'), যার অর্থ অন্যদের থেকে উচ্চক্রিত হওয়া, সবচেয়ে উঁচু স্থানে উত্থাপিত হওয়া, সবচেয়ে উঁচু পদ লাভ করা, সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমা লাভ করা। পিতা তাঁকে *"যাহা তিনি খ্রীষ্টে সাধন করিয়াছেন; ফলতঃ তিনি তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইয়াছেন, এবং স্বর্গীয় স্থানে নিজ দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়াছেন, সমস্ত আধিপত্য, কর্তৃত্ব, পরাক্রম, ও প্রভুত্বের উপরে, এবং যত নাম কেবল ইহযুগে নয়, কিন্তু পরযুগেও উল্লেখ করা যায়, তৎসমুদয়ের উপরে পদান্বিত করিলেন। আর তিনি সমস্তই তাঁহার চরণের নীচে বশীভূত করিলেন, এবং তাঁহাকেই সকলের উপরে উচ্চ মস্তক করিয়া মণ্ডলীকে দান করিলেন"* (ইফিষীয় 1:20-22)। স্বর্গে ও পৃথিবীর সমস্ত কর্তৃত্ব যীশুর (মথি 28:18)। যীশু নামটি এমনই একজন ব্যক্তির। এই নাম হল সকল নামের চেয়েও ঊর্ধ্বে, কারণ তিনি সকলের চেয়ে ঊর্ধ্বে।

সব নামের চেয়ে মহান নাম

ফিলিপীয় 2:9-11
9 এই কারণ ঈশ্বর তাঁহাকে অতিশয় উচ্চপদান্বিতও করিলেন, এবং তাঁহাকে সেই নাম দান করিলেন, যাহা সমুদয় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ;
10 যেন যীশুর নামে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল-নিবাসীদের "সমুদয় জানু পাতিত হয়, এবং সমুদয় জিহ্বা যেন স্বীকার করে"
11 যে, যীশু খ্রীষ্টই প্রভু, এইরূপে পিতা ঈশ্বর যেন মহিমান্বিত হন।

ঈশ্বর পিতা আগে থেকেই নির্ধারিত করেছেন, ঘোষণা করেছেন যে যীশুর নামের উল্লেখে, প্রত্যেক জানু পাতিত হবে তিনটি স্থানেই। স্বর্গে, পৃথিবীতে ও নরকে প্রত্যেক সৃষ্ট জীব তাঁর অধীনে বশীভূত হবে, তাঁকে ভয় করবে এবং প্রত্যেক জিহ্বা তাঁর প্রভুত্বকে স্বীকার করবে, তাঁকে রাজা বলে চিহ্নিত করবে।

যীশুর নাম হল সকল নামের চেয়েও উর্ধ্বে। তাঁর নাম হল *"সর্বশ্রেষ্ঠ নাম"।*

চিন্তাভাবনা

1. মাংসে মূর্তিমান বাক্য, ঈশ্বরের পুত্রকে যীশু নামটি দেওয়া হয়েছিল (ক) তাঁর জন্মের সময়ে, (খ) তিনি সেই নামটি উত্তরসূরি হিসেবে পেয়েছিলেন এবং (গ) তাঁর সাফল্যের জন্য তাঁকে সেই নামটি দেওয়া হয়েছিল। এই তিনটি বিষয়ের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করুন এবং কীভাবে এই নামটি সব নামের চেয়েও মহান।

2. এই নামের পিছনে যে ব্যক্তি রয়েছেন

আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে একটি নামের মহানতা সেই ব্যক্তির মহানতা থেকে পাওয়া যায়, যিনি সেই নামের পিছনে রয়েছেন। একটি নাম ততটাই মহান যতটা সেই ব্যক্তি মহান। যখন আমরা সেই নামের পিছনে থাকা ব্যক্তির প্রতাপ ও মহিমাকে চিহ্নিত করতে পারি, তখন আমরা সেই নামের মহিমাকেও চিহ্নিত করতে পারি। যখন আপনি যীশু খ্রীষ্ট নামক ব্যক্তিটিকে জানবেন, তখন আপনি তাঁর নামেতে এক মহান প্রত্যয় ও সাহস লাভ করবেন।

এই অধ্যায়ে, আমরা যীশু খ্রীষ্টের মহানতার উপর লক্ষ্য কেন্দ্র করবো, যিনি এই নামের পিছনে রয়েছেন। এটা অবশ্যই যীশুর সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ ও বিস্তারিত নিবন্ধ নয়, কিন্তু একটি সংক্ষিপ্ত সারাংশ, যাতে আমরা সেই ব্যক্তিকে স্মরণ করতে পারি যার নামের সম্বন্ধে আমরা অধ্যয়ন করছি। এর সাথে আপনি আরও কিছু বিষয় যোগ করতে পারেন যাতে আমরা সেই ব্যক্তির মহিমা ও প্রতাপ সম্বন্ধে ভাবনাচিন্তা করতে পারি, যিনি এই মহান নামের পিছনে রয়েছেন।

যীশুর নামটি অত্যন্ত মহান সেই ব্যক্তির কারণে যিনি এই নামের প্রতিনিধি করেন - যীশু, তাঁর পরিচয়, তিনি কী কী সম্পন্ন করেছেন এবং তিনি কী কী আগামী দিনগুলিতে সম্পন্ন করবেন।

যিহোবা। যীশু নামটি হল এমন একজন ব্যক্তির নাম যিনি ত্রিত্ব ঈশ্বরের একজন। তাঁকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরও বলা হয়ে থাকে (*'El Gibbor'*), সনাতন পিতা (যিশাইয় 9:6)। তিনি পিতা ও পবিত্র আত্মার সাথে সমান
(1 যোহন 5:7)। তিনি সম্পূর্ণ ভাবে ত্রিত্ব ঈশ্বরকে প্রতিনিধিত্ব করেন (কলসীয় 1:19; কলসীয় 2:9)। তিনি যিহোবা, যেমন পিতা ও পবিত্র আত্মাও (যোহন 1:1-3; যোহন 20:28; রোমীয় 9:5; 1 তীমথিয় 3:16; তীত 1:3-4; ইব্রীয় 1:8)। তিনি হলেন মহান "আমি আছি" (যোহন 8:58); তিনি ইম্মানুয়েল, আমাদের সহিত ঈশ্বর (যিশাইয় 7:14; মথি 1:23)। যীশুর নামে ডাকার অর্থ হল যিহোবা ঈশ্বরকে ডাকা, অনন্তকালীন, স্বয়ং-অস্তিত্বে থাকা, অপরিবর্তনশীল ঈশ্বরকে ডাকা, যিনি তাঁর চুক্তিকে বজায় রাখেন।

যীশুর নামে ডাকার অর্থ হল যিহোবা ঈশ্বরকে ডাকা,
অনন্তকালীন, স্বয়ং-অস্তিত্বে থাকা, অপরিবর্তনশীল ঈশ্বরকে
ডাকা, যিনি তাঁর চুক্তিকে বজায় রাখেন।

অনন্তকালীন বাক্য। যীশু নামটি হল অনন্তকালীন বাক্যের নাম যিনি ঈশ্বরের সাথে ছিলেন এবং যিনি হলেন ঈশ্বর (যোহন 1:1-2)। তিনি হলেন চিরকালের জন্য ঈশ্বরের বাক্য (প্রকাশিত বাক্য 19:13)। এই পৃথিবীতে সকল দ্রিসশনাম ও অদৃশ্য বস্তু তাঁর দ্বারাই, তাঁর মধ্যে দিয়ে এবং তাঁর জন্যই সৃষ্ট হয়েছে (যোহন 1:3; ইফিষীয় 3:9; কলসীয় 1:16)। সকল কিছুর উৎস, সৃষ্টিকর্তা, কারণ সকল কিছু তাঁর থেকেই ও তাঁর দ্বারাই নির্গত হয় (প্রকাশিত 3:14)। তিনি সকল কিছুর আগে আছেন, এবং সকল কিছুকে তিনি ধরে থাকেন, বজায় রাখেন, চালু রাখেন, ও সম্পূর্ণ করেন (কলসীয় 1:17; ইব্রীয় 1:3)। যীশুর নামে শক্তি আছে সৃষ্টি করার, তুলে ধরার, বজায় রাখার, নিয়িন্ত্রন করার, শৃঙ্খলাবদ্ধ করার, দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সকল বিষয়কে (শারীরিক ও আত্মিক)।

ঈশ্বরের পুত্র। যীশু নামটি হল ঈশ্বরের নাম যিনি মানুষ রূপে জন্মেছিলেন এবং ঈশ্বরের পুত্র হয়ে এই পৃথিবীর বুকে চলাফেরা করেছিলেন। তাঁর মতো আর কোনো ব্যক্তি ছিল না, এবং কখনও হবেও না। তিনি হলেন অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি যিনি আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছেন (2 করিন্থীয় 4:4; কলসীয় 1:15; ইব্রীয় 1:3)। তিনি পিতার সাথে সমান, তাই যখন আমরা তাঁকে দেখি আমরা ঈশ্বরকে দেখি (যোহন 10:30; যোহন 14:7,9)। তিনি পিতার কথাগুলি বলেছিলেন, পিতার কাজ করেছিলেন, পিতার ইচ্ছাকে পূর্ণ করেছিলেন (ইব্রীয় 10:7)। তিনি এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্যকে নিয়ে এসেছিলেন (মথি 4:14)। তিনি সকল কিছু উত্তরসূরি এবং সকল কিছু তিনি পেয়েছিলেন (ইব্রীয় 1:2,8)। তিনি পবিত্র আত্মার শক্তিতে ঈশ্বরের পুত্র বলে প্রমাণিত হয়েছিলেন এবং মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন (রোমীয় 1:4)। তাঁর পূর্ণতায়, তিনি আমাদের উপর অপরিমেয় অনুগ্রহ ঢেলে দিয়েছেন (যোহন 1:16; রোমীয় 5:17)। যীশুর নামের উল্লেখ পিতার মহিমাকে প্রকাশ করে, পিতার ইচ্ছাকে স্থাপন করে এবং এই পৃথিবীতে আমাদের কাছে স্বর্গকে উন্মুক্ত করে)।

ঈশ্বরের মেষশাবক। যীশু নামটি হল একজন নিষ্পাপ, নির্দোষ, সিদ্ধ ঈশ্বরের মেষশাবকের নাম যিনি একাই এই পৃথিবীর পাপকে দূর করতে সক্ষম ছিলেন (যোহন 1:29; প্রকাশিত বাক্য 5:6)। তিনি হলেন ঈশ্বরের মেষশাবক যাকে এই পৃথিবীর স্থাপনের আগেই বলিদান করা হয়েছিল (1 পিতর 1:18-20; প্রকাশিত

13:8)। তিনি আমাদের সকলের মতোই পরীক্ষিত হয়েছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি পাপ করেননি (ইব্রীয় 4:15)। তাঁর রক্ত হল পবিত্র, নিষ্পাপ ও কোমল। ঈশ্বরের সামনে, মহা পবিত্র স্থানে তাঁর যে রক্ত উৎসর্গ করা হয়েছিল তা আমাদের পরিত্রাণ ক্রয় করেছিল (ইব্রীয় 9:11-12)। তিনি আমাদেরকে তাঁর রক্ত দ্বারা ক্রয় করেছেন ও উদ্ধার করেছেন এবং আমাদেরকে ঈশ্বরের রাজা ও যাজকবর্গ করেছেন (ইফিষীয় 1:7; কলসীয় 1:13-14; 1 পিতর 1:18; 1 করিন্থীয় 6:20; প্রকাশিত বাক্য 1:5-6)। তিনি হলেন নিস্তার পর্বের মেষ (1 করিন্থীয় 5:7) যার রক্ত আমাদের ঢেকে রাখে, রক্ষা করে এবং তাড়নাকারীর হাত থেকে মুক্ত হওয়াকে ঘোষণা করে। আমরা সকল শয়তান ও মন্দ আত্মার উপর জয়লাভ করি যখন আমরা ঘোষণা করি যে ঈশ্বরের মেষ শাবকের রক্ত আমাদের জন্য কী কী করেছে (প্রকাশিত বাক্য 12:11)। তিনি চিরকালের জন্য সিংহাসনে উপবিষ্ট ঈশ্বরের মেষশাবক হয়ে থাকবেন (প্রকাশিত বাক্য 22:3)। যীশুর নামেতে আমাদের পাপ ক্ষমা করা হয়। আমরা যীশুর নামেতে ধৌত হই, শুচিকৃত হই, ও ধার্মিক গণিত হই। যীশুর নামেতে আমরা সম্পূর্ণ ভাবে উদ্ধার পাই এবং আমাদের উপরে ও আমাদের মধ্যে শয়তানের আর কোনো দাবী নেই।

মসীহ, অভিষিক্ত ব্যক্তি। যীশুর নাম হল সেই মসীহের নাম, খ্রীষ্ট, পবিত্র অভিষিক্ত ব্যক্তি (দানিয়েল 9:25; গীতসংহিতা 2:2,7; মথি 16:16-17; যোহন 4:25-26)। তিনি হলেন সেই দাস যার বিষয়ে যিশাইয় ভাববাদী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (যিশাইয় 42:1; যিশাইয় 49:6; যিশাইয় 52:13; যিশাইয় 53:11; মথি 12:18)। অভিষিক্ত ব্যক্তি এবং তাঁর অভিষেক সকল প্রকারের মন্দ আত্মার ভার-বোঝাকে সরিয়ে দেয় এবং শয়তানের জোয়াল ভেঙ্গে দেয় (যিশাইয় 10:27)। যীশুর নামেতে প্রত্যেক মন্দ আত্মার অত্যাচার দূর হয় এবং শয়তানের প্রত্যেক জোয়াল ভেঙ্গে যায়।

জগতের জ্যোতি। যীশু নাম হল সেই ব্যক্তির নাম যিনি হলেন প্রকৃত জ্যোতি (যোহন 1:9)। তিনি হলেন উষা (লূক 1:78), উজ্জ্বল প্রভাতি তারা (1 পিতর 1:19; প্রকাশিত বাক্য 2:28; প্রকাশিত বাক্য 22:16)। তিনি হলেন জগতের জ্যোতি (যোহন 8:12)। তাঁর জ্যোতি অন্ধকার ভেদ করে, বিষণ্ণতাকে, নিরাশাকে এবং হতাশাকে দূর করে; এবং অন্ধকার কোনো ভাবেই তাঁর জ্যোতির সামনে দাঁড়াতে পারবে না অথবা সেই জ্যোতিকে হ্রাস করতে পারবে না। যীশুর নামেতে, অন্ধকারের প্রত্যেকটি কাজ, যা কিছু অন্ধকারের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে, তা ঘুচে যায় ও ধ্বংস হয়। এই শক্তিশালী নামের সামনে অন্ধকার পিছিয়ে যায়।

উত্তম মেষপালক। যীশু নাম হল উত্তম মেষপালকের নাম (যোহন 10:11), মেষদের এক মহান মেষপালক (ইব্রীয় 13:20), আমাদের প্রাণের মেষপালক ও তত্ত্বাবধায়ক (১ পিতর 2:25) এবং প্রধান মেষপালক (1 পিতর 5:4)। তিনি তাঁর মেষদেরকে কোমল ভাবে পরিচালনা করেন, নেতৃত্ব দেন, তৃপ্ত করেন, সান্ত্বনা দেন, সুস্থ করেন, পুনরুদ্ধার করেন, রক্ষা করেন এবং আগলে রাখেন। যীশুর নামেতে, আমরা যারা তাঁর মেষ, আমরা সুরক্ষিত, এবং কেউ আমাদেরকে তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।

পথ, সত্য ও জীবন। যীশু নাম হল এমন একজন ব্যক্তির নাম যিনি হলেন পিতার কাছে যাওয়ার জন্য একমাত্র পথ (যোহন 14:6)। তিনি হলেন দরজা (যোহন 10:7), রাজ্যে প্রবেশ করার একমাত্র পথ। তিনি সত্য। মিথ্যা, প্রতারণা, তর্কবিতর্ক এবং সকল যুক্তি তাঁর সামনে শক্তিহীন হয়ে পড়ে। তিনি সত্য এবং তিনি প্রকৃত ভাবে মানুষদের মুক্ত করেন (যোহন 8:31-32,36)। তিনি জীবন। জীবন খাদ্য, অনন্ত জীবনের উৎস (যোহন 6:33,35; যোহন 6:48-51)। তিনি জীবন জল (যোহন 4:10,14; যোহন 7:37-38; প্রকাশিত বাক্য 21:6; প্রকাশিত বাক্য 22:17)। তিনি জীবন দেন এবং প্রচুর পরিমাণে জীবন দেন (যোহন 10:10)। তাঁতে আমাদের তৃষ্ণা মেটে এবং আমাদের গভীর চাহিদাগুলি পূর্ণ হয়। যীশুর নামেতে হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তি পথ খুঁজে পায়, সত্য এগিয়ে নিয়ে চলে, মুক্ত করে এবং রাজত্ব করে, এবং যারা পাপেতে মৃত, তারা অনন্ত জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করে।

উদ্ধারকর্তা। যীশু নাম হল এই জগতের উদ্ধারকর্তার নাম (মথি 1:21; লূক 2:11; 1 তীমথিয় 1:15; 1 যোহন 4:14)। তিনি সমস্ত জগতের পাপ নিজের উপর বহন করেছেন (যিশাইয় 53:4; 1 যোহন 2:2), যে মূল্য আমাদের দেওয়ার কথা ছিল, তিনি সেটা মেটালেন এবং আমাদের হয়ে নরকে নামলেন, যাতে আমরা বিনামূল্যে ক্ষমা লাভ করতে পারি। যীশুর নামেতে আমাদের পাপ ক্ষমা হয় এবং আমরা উদ্ধার পেয়ে থাকি। তাঁর নামেতে পরিত্রাণ আছে!

আরোগ্যদাতা। যীশু নাম হল এক মহান আরোগ্যদাতার (ডাক্তার) নাম, যিনি আমাদেরকে সকল প্রকারের রোগ ও ব্যাধি থেকে সুস্থ করেন (মথি 4:23-25)। তিনি খঞ্জকে হাঁটতে সাহায্য করেছিলেন, অন্ধকে দেখতে সাহায্য করেছিলেন, বধিরকে শুনতে সাহায্য করেছিলেন, বোবাকে কথা বলতে সাহায্য করেছিলেন, কুষ্ঠ রুগীদের সম্পূর্ণ করেছিলেন এবং মানুষদের সকল প্রকারের রোগ থেকে সুস্থ করেছিলেন (মথি 15:29-31)। তিনি আমাদের সকল অসুস্থতা, রোগ ক্রুশের উপরে নিজের উপর বহন করেছিলেন, যাতে তাঁর ক্ষত দ্বারা আমরা আরোগ্যতা লাভ করতে পারি (যিশাইয় 53:4-5; 1 পিতর 2:24)। তিনি হলেন ধার্মিকতার সূর্য যিনি তাঁর ডানার মধ্যে আরোগ্যতার সাথে আমাদের ঢেকে রাখেন (মালাখি 4:2)। যীশুর নামেতে অসুস্থতা ও রোগ দূর হয়। ব্যাধি, প্রতিবন্ধকতা, অস্বাভাবিকতা, বহু বছরের অসুস্থতা, দুরারোগ্য ব্যাধি সেই নামের সামনে অবনত হয়, যাতে লোকেরা সুস্থ হতে পারে।

শান্তির রাজকুমার। যীশু নাম হল এমন একজন ব্যক্তির নাম যিনি হলেন শান্তির রাজকুমার (যিশাইয় 9:6)। তিনি হলেন সেই রাজা যিনি যত জন তাঁর কাছে আসে, তাদের কাছে সম্পূর্ণতা নিয়ে আসেন। ক্রুশের উপরে তিনি আমাদের শাস্তি বহন করলেন যাতে তিনি আমাদের শান্তি প্রদান করতে পারেন - সম্পূর্ণতা (যিশাইয় 53:5)। তিনি এক নিখুঁত শান্তি প্রদান করেন, এমন এক শান্তি যা এই জগত দিতে পারে না (যোহন 14:27; যোহন 16:33)। যীশুর নামের উল্লেখ এক

নিখুঁত শান্তি নিয়ে আসে - শান্তি, সম্পূর্ণ সুস্থতা, সম্পূর্ণতা। তাঁর নাম আমাদের ভয়গুলিকে শান্ত করে, বিভ্রান্তিগুলিকে দূর করে, তাড়নাগুলিকে দূর করে এবং এক সম্পূর্ণতা নিয়ে আসে।

অলৌকিক কার্যকারী ব্যক্তি। সকল আশীর্বাদের উৎস। যীশু নাম হল একজন মহান অলৌকিক কার্যকারী ব্যক্তির নাম। তিনি মৃতদের বাঁচিয়ে তুলেছিলেন, জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করেছিলেন, খাদ্য দ্রব্যকে গুণ করেছিলেন, ঝড় ও ঢেউকে থামিয়েছিলেন, প্রচুর মাছ ধরতে সাহায্য করেছিলেন, এবং আরও অনেক অলৌকিক কাজ করেছিলেন, যা তিনি আজও করতে থাকেন (ইব্রীয় 13:8)। তিনি সেই ব্যক্তি যিনি আমাদের অবাধ্যতার সকল অভিশাপ দূর করেছেন, ক্রুশের উপর নিজে একজন অভিশপ্ত ব্যক্তি হওয়ার দ্বারা (গালাতীয় 3:13-14)। তিনি অব্রাহামের আশীর্বাদগুলিকে আমাদের কাছে উন্মুক্ত করেছেন। খ্রীষ্টেতে আমরা সকল আশীর্বাদ লাভ করেছি যা ঈশ্বরের থেকে আসে (ইফিষীয় 1:3)। যীশুর নামেতে অলৌকিক কাজ ঘটে, পরিস্থিতি বদলে যায়, অসম্ভব সম্ভব হয়ে ওঠে, প্রত্যেক অভিশাপ দূর হয় এবং উন্মুক্ত ভাবে ঈশ্বরের আশীর্বাদগুলি আমাদের উপর এসে পড়ে।

একজন স্বজাতীয় উদ্ধারকর্তা। যীশু নাম হল এমন একজন ব্যক্তির নাম যিনি আমাদের একজন স্বজাতীয় উদ্ধারকর্তা হয়েছেন, আমাদের মুক্তিদাতা হয়েছেন (যিশাইয় 59:20; রোমীয় 11:26)। তিনি আমাদের মতো একজন হলেন (ইব্রীয় 2:11,14-15; ইব্রীয় 10:5), আমাদের রক্তের সম্পর্কের ভাই, আমাদের পরিবারের সদস্য, যাতে তিনি আমাদের পরিস্থিতিতে পদক্ষেপ করে আমাদেরকে সেখান থেকে বের করে আনতে পারেন। যীশু হলেন শেষ আদম, দ্বিতীয় পুরুষ (1 করিন্থীয় 15:45-47)। তিনি হলেন মানব যীশু খ্রীষ্ট (1 তীমথিয় 2:5)। এই মানুষটি আমাদেরকে পতন থেকে উদ্ধার করেছেন। আদম আমাদেরকে যা কিছুর অধীনে ঠেলে দিয়েছিল, সেই সবকিছু থেকে তিনি আমাদের উদ্ধার করেছেন। তিনি নিজেকে একটি বলিদান হিসেবে উৎসর্গ করলেন, সকলের মুক্তির মূল্য পরিশোধ করলেন (1 তীমথিয় 2:6)। তিনি দরিদ্র হলেন যাতে আমরা ধনী হতে পারি (2 করিন্থীয় 8:9)। এখন আমরা সদাপ্রভুর উদ্ধারপ্রাপ্ত ব্যক্তি - পাপের বন্ধন থেকে উদ্ধার পেয়েছি (রোমীয় 6:14; তীত 2:14), প্রত্যেক অভিশাপ থেকে আমাদের ক্রয় করেছেন (গালাতীয় 3:13), শয়তান থেকে উদ্ধার করেছেন (কলসীয় 1:13-14) এবং এই বর্তমান মন্দ যুগ থেকে উদ্ধার করেছেন (গালাতীয় 1:4)। আমরা যা ছিলাম, তিনি তাই হলেন, যাতে তিনি আমাদেরকে সেই স্থানে তুলতে পারেন যেখানে তিনি রয়েছেন এবং আমাদেরকে ঈশ্বরের পুত্র ও কন্যা, তাঁর সাথে সহ-দায়াদ করে তুলতে পারেন। এবং তাঁর কারণে আমাদের ধার্মিক প্রতিপন্ন করা হয়েছে, ঈশ্বরের উপচে পড়া অনুগ্রহ দিয়ে আমাদের তৃপ্ত করেছেন এবং আমরা জীবনে রাজত্ব করি (রোমীয় 5:15-19)। আমাদের মুক্তিকর্তা জীবিত! (ইয়োব 19:25-26)। যীশুর পরাক্রমশালী নাম আমাদের মুক্ত করে, ক্রয় করে, স্বাধীন করে, বন্ধন ভাঙ্গে, তাড়িতদের স্বাধীন করে, বন্দীদের মুক্ত করে এবং আমাদেরকে জীবনের উপর কর্তৃত্ব করতে দেয়!

শয়তানের বিনাশকারী। যীশু নাম হল এমন এক ব্যক্তির নাম যিনি এক নারীর থেকে জন্মেছিলেন শয়তানের মাথাকে চূর্ণ করার জন্য (আদিপুস্তক 3:15)। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি শয়তানকে এই পৃথিবীর উপরে রাজত্ব করার স্থান থেকে দূর করেছেন (যোহন 12:31)। এই যীশু হলেন সেই ব্যক্তি যার কাছে শয়তান এসে পা রাখার কোনো স্থান পায়নি, কোনো প্রবেশাধিকার পায়নি, কোনো শক্তি লাভ করতে পারেনি (যোহন 14:30)। এই যীশু, ক্রুশের উপরে শয়তানের বিচার করলেন, দোষী সাব্যস্ত করলেন এবং শয়তানের অন্তিম পরিণতি ঘোষণা করলেন (যোহন 16:11)। এই যীশু, ক্রুশের উপরে শয়তান ও তার সকল মন্দ আত্মাদের নিরস্ত্র করেছিলেন এবং প্রকাশ্যে তাদের উপর তাঁর বিজয়ের প্রদর্শন করেছিলেন (কলসীয় 2:15)। তিনিই হলেন সেই শক্তিশালী ব্যক্তি যিনি আরেকজন শক্তিশালী ব্যক্তির বাড়িতে প্রবেশ করে, তাকে নিরস্ত্র করেছেন ও তার সকল জিনিস লুট করেছেন (লূক 11:21-22)। এই যীশু, তাঁর মৃত্যুর দ্বারা শয়তানকে ধ্বংস করেছিলেন (ইব্রীয় 2:14)। এবং তিনি এই সবকিছু করেছেন আমাদের জন্য, আমাদেরকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ও আমাদের হয়ে করেছিলেন। বর্তমানে, যীশুর পরাক্রমশালী নামে শয়তান ও তার মন্দ আত্মারা কাঁপে এবং বিশ্বাসীর সামনে থেকে পলায়ন করে, মন্দ আত্মারা দূর হয়, শয়তানের কাজ ধ্বংস হয় এবং লোকেরা মুক্ত হয়।

এক বিজয়ী রাজা। অনন্তকালীন রাজা। যীশু নাম হল এমন একজন ব্যক্তির নাম যিনি নরক ও মৃত্যুকে পরাজিত করেছিলেন এবং মৃতদের মধ্যে থেকে বেঁচে উঠেছিলেন, মৃতদের মধ্যে থেকে প্রথমজাত (প্রকাশিত বাক্য 1:18; কলসীয় 1:18; প্রকাশিত বাক্য 1:5)। তিনি সেই ব্যক্তি যার কাছে স্বর্গ ও পৃথিবীর সকল কর্তৃত্ব রয়েছে (মথি 28:18)। তিনি সকল কিছুর উপর মস্তক, এবং সকল কিছু তাঁর পায়ের নীচে রাখা হয়েছে। তিনি পিতার দক্ষিণে বসে রয়েছেন, সকল কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের উর্ধ্বে, সকল নামের উর্ধ্বে, শুধুমাত্র বর্তমানে সকল নাম নয়, কিন্তু ভবিষ্যতে যে সকল নাম আসবে, সেই সব কিছুর উর্ধ্বে (ইফিষীয় 1:20-22)। বর্তমানে, তিনি নতুন নিয়মের একজন মধ্যস্ততাকারী (1 তীমথিয় 2:4-5; ইব্রীয় 7:25; ইব্রীয় 8:6; ইব্রীয় 9:16-17), আমাদের ধর্ম প্রতিজ্ঞার প্রেরিত (ইব্রীয় 3:1), অগ্রগামী (ইব্রীয় 6:20), প্রকৃত তাম্বুর সেবক (ইব্রীয় 8:2), আমাদের মহা যাজক (ইব্রীয় 3:1; ইব্রীয় 4:14), মধ্যস্ততাকারী (ইব্রীয় 7:25) এবং পক্ষসমর্থনকারী (1 যোহন 2:1)। তিনিই হলেন প্রথম ও শেষ, আলফা ও ওমেগা, যার মধ্যে দিয়ে সকল কিছু স্থিত রয়েছে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, তবুও তাঁর কোন শুরু ও শেষ নেই, আদি থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সার্বভৌম (প্রকাশিত বাক্য 1:8; প্রকাশিত বাক্য 2:8; প্রকাশিত বাক্য 21:6; প্রকাশিত বাক্য 22:13)। তিনি হলেন আমেন (প্রকাশিত বাক্য 3:14), তাই হোক, ঈশ্বরের সকল উদ্দেশ্যের পূর্ণতা (ইফিষীয় 1:10; ইফিষীয় 3:10-11)। তিনি হলেন যিশয়ের গুঁড়ি (যিশাইয় 11:1)। শাখা (যিশাইয় 11:1; সখরিয় 3:8; সখরিয় 6:12)। দায়ূদের বংশজাত (2 তীমথিয় 2:8), দায়ূদের মূলস্বরূপ (প্রকাশিত বাক্য 5:5; প্রকাশিত বাক্য 22:16), যিহূদা বংশের সিংহ (প্রকাশিত বাক্য 5:5) যিনি সবকিছু জয় করেছেন। তিনি হলেন এই পৃথিবীর উপর রাজা (প্রকাশিত বাক্য 1:5)। তিনি হলেন খ্রীষ্ট, আমাদের প্রভু (1 তীমথিয় 1:12), প্রতাপের প্রভু (1 করিন্থীয় 2:8) এবং সকলের প্রভু (প্রেরিত্ 10:36)। তিনি সেই ব্যক্তি যিনি সবচেয়ে

উচ্চ পদ ধরে থাকেন, সকল কিছুতে প্রথম স্থান, যাতে তিনি চিরকালের জন্য সবচেয়ে উচ্চকৃত ব্যক্তি হতে পারেন (কলসীয় 1:18)। তিনি সেই ধন্য এবং একমাত্র সক্ষম, রাজাদের রাজা, প্রভুদের প্রভু, অবিনশ্বর, অপরাজিত, যার কাছে রয়েছে সকল সম্মান ও অনন্তকালীন শক্তি, যিনি ফিরে আসছেন চিরকালের জন্য রাজত্ব করতে। আমেন (1 তীমথিয় 6:15-16; প্রকাশিত বাক্য 19:15-16)। আমাদের যা কিছু প্রয়োজন তাঁর নাম আমাদের যোগান দেয়। তাঁর নাম সকল স্থানে আদেশ দেয়, এবং এই যীশু নামে সকল জানু পাতিত হবে, স্বর্গে, পৃথিবীতে এবং নরকে এবং প্রত্যেক জিহ্বা স্বীকার করবে যে তিনিই হলেন প্রভু।

তাঁর নামকে যখন বিশ্বাস সহকারে ডাকা হয়, তখন সেই সবকিছু সম্ভব হবে যা তিনি শারীরিক ভাবে এই পৃথিবীতে থাকাকালীন সম্ভব করেছিলেন। তাঁর নাম আমাদের যতটা কাছে রয়েছে, তিনি ততটাই আমাদের কাছে রয়েছে। তিনি যা কিছু এবং তিনি যা কিছু সম্পন্ন করেছেন, সেই সবকিছু সেই নামের মধ্যে রয়েছে, সেই গৌরবময় নামের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। যীশু, তিনি তাঁর নামে রয়েছেন।

তিনি যা কিছু এবং তিনি যা কিছু সম্পন্ন করেছেন, সেই
সবকিছু সেই নামের মধ্যে রয়েছে, সেই গৌরবময় নামের
মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

চিন্তাভাবনা

1. যীশু নামক ব্যক্তির উপর চিন্তাভাবনা করুন, তাঁর পরিচয়, তিনি কী কী সম্পন্ন করেছেন এবং তিনি কী কী ভবিষ্যতে সম্পন্ন করবেন। যীশুর অন্তত তিনটি দিক তালিকাভুক্ত করুন যা এই অধ্যায়ে উল্লেখ করা নেই, যা আপনি যীশুর বর্ণনার তালিকার মধ্যে যুক্ত করতে পারবেন।

3. পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের নামের প্রকাশ

আমরা যখন আবিষ্কার করার জন্য গভীরে প্রবেশ করতে চলেছি যে যীশু তাঁর নামের ব্যবহার করার অধিকার দেওয়ার দ্বারা বিশ্বাসীদের কাছে তিনি কী কী উপলব্ধ করেছেন, তখন আমাদেরকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচন করতে হবে।

প্রথমত, আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে যীশু যখন বারোজন প্রেরিতদেরকে, এবং পরবর্তী সময়ে বাহাত্তর জন শিষ্যিদেরকে তাঁর নামের ব্যবহার করার বিষয়ে বলেছিলেন, তারা ইহুদী ব্যক্তি ছিল। তাদের আত্মিক ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রতিদিনের জীবনে ঈশ্বরের নাম ব্যবহার করার একটা গভীর বোঝাপড়া তাদের মধ্যে ছিল। নতুন নিয়মের বিশ্বাসী হিসেবে, পুরাতন নিয়মের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, এটি আমাদের এই বিষয়টিকে বুঝতে সাহায্য করবে। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের নাম ব্যবহার করার বিষয়ে আমরা একটি দ্রুত অধ্যয়ন করবো এই অধ্যায়ে।

দ্বিতীয়ত, প্রভু যীশু আমাদের প্রতি একজন সিদ্ধ উদাহরণ এবং আত্মিক কর্তৃত্ব ও অধিকার সহকারে গমনাগমন করার একজন আদর্শ। প্রভু যীশু পিতার নামে এসেছিলেন এবং পিতার নামেতে তাঁর কাজ করেছিলেন। তারপর তিনি আমাদেরকে তাঁর নাম সহ প্রেরণ করলেন যাতে আমরা তাঁকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারি, যেমন তিনি পিতাকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তাই, পরের অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করবো যে পিতার নামেতে যীশুর এই পৃথিবীতে আসার অর্থ কী। আমরাও যেন একই কাজ করার চেষ্টা করি, যীশুর নামেতে যেন এই পৃথিবীতে ছড়িয়ে পরি।

এই দুটি দিক উন্মোচন করার পর আমরা যীশুর নামটিকে ব্যবহার করার সৌভাগ্য ও অধিকার সম্পর্কে গভীরে প্রবেশ করবো এবং আবিষ্কার করবো যে নতুন নিয়ম আমাদের কাছে কী প্রকাশ করে।

প্রথমে আমরা ঈশ্বরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নাম ও শিরোনাম এখানে উপস্থাপন করবো, যা আমরা পুরাতন নিয়মে দেখতে পাই। সেটার পর, আমরা লক্ষ্য করবো যে কীভাবে ইস্রায়েলের লোকেরা তাদের প্রতিদিনের জীবনে ঈশ্বরের নামকে সম্মানিত করেছিল।

এলোহিম (ঈশ্বর)

আদিপুস্তক 1:1
আদিতে ঈশ্বর (এলোহিম) আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন।

ইব্রীয় শব্দ 'এলোহিম' (*Elohim*) হল সবচেয়ে প্রচলিত শব্দ যেটাকে পুরাতন নিয়মে 'ঈশ্বর' বলে অনুবাদ করা হয়েছে এবং এটি একজন সর্বশক্তিমান, শক্তিশালী ঈশ্বরকে বোঝায়। আশ্চর্য ভাবে, *'Elohim'* শব্দটি একটি ইব্রীয় শব্দ যা একাধিক সংখ্যাকে বোঝায়, এবং এটা 'দেবতা' অথবা 'শক্তিশালী ব্যক্তিরা' (একাধিক) বোঝাতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ ভাবে, ঈশ্বরের ক্ষেত্রে যখন *'Elohim'* শব্দটি ব্যবহার করা হয়, এটাকে সর্বদা একক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং, *'Elohim'*, যদিও একটি একাধিক নাম, যখন ঈশ্বরের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তখন একক অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, এবং এটার দ্বারা কোনো বিভেদ ছাড়াই একটা একতা ও একমত হওয়ায়ে চিহ্নিত করে: *"হে ইস্রায়েল শুন; আমাদের ঈশ্বর (Elohim) সদাপ্রভু (Yehovah) একই সদাপ্রভু (Yehovah)"* (দ্বিতীয় বিবরণ 6:4)। *'Elohim'* প্রায়ই একটি সমষ্টিগত বিশেষ্যকে বোঝায়। এটা ত্রিত্ব ঈশ্বরের দিকে চিহ্নিত করে, এক ঈশ্বর কিন্তু তিন ব্যক্তিতে। *"বস্তুতঃ তিনে সাক্ষ্য দিতেছেন, আত্মা ও জল ও রক্ত, এবং সেই তিনের সাক্ষ্য একই"*(1 যোহন 5:8)। *'Elohim'*, যিনি বাইবেলের ঈশ্বর, ঈশ্বর যিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনি এক ও তিন ব্যক্তিতে প্রকাশিত।

El (ঈশ্বর)

ইব্রীয় শব্দ *El*, যেটাকে 'ঈশ্বর' বলে অনুবাদ করা হয়েছে একজন শক্তিশালী, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে বোঝায়। এটি দেখায় যে ঈশ্বর হলেন সর্বশক্তিমান। এটি প্রথম দেখা যায় আদিপুস্তক 14:18 পদে। *El* শব্দটি ঈশ্বরের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যের সাথে যুক্ত (নীচে শাস্ত্রাংশের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে)। নীচে দেওয়া শাস্ত্রাংশগুলি দেখা, সেইগুলি নিয়ে ধায়ন করা এবং ঈশ্বরের এই নাম ও বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা আপনার জন্য দারুণ উপকারী হবে। আপনি যখন ঈশ্বরের এই বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে ধ্যান করছেন, তাঁর প্রতি আরাধনা যেন আপনার হৃদয়ে উদিত হয়।

El Elyon: পরাৎপর ঈশ্বর (Genesis 14:18-22)
El Shaddai: সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, সম্পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন, (Genesis 17:1)
El Olam: অনন্তকালীন ঈশ্বর, অনন্তকালের ঈশ্বর, চিরকালের ঈশ্বর (Genesis 21:33)
El Kanna: সগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী ঈশ্বর (Exodus 20:5)
El Rakhoom: দয়ালু ঈশ্বর, করুনাময় ঈশ্বর (Deuteronomy 4:31)
El Aman: বিশ্বস্ত ঈশ্বর (Deuteronomy 7:9)
El Gadol: মহান ঈশ্বর (Deuteronomy 7:21; Deuteronomy 10:17)
El Gibbor: শক্তিশালী ঈশ্বর, যোদ্ধা ঈশ্বর (Deuteronomy 10:17)
El Yare: ভয়ংকর ঈশ্বর (Deuteronomy 10:17)
তিনি বিশ্বাস্য ঈশ্বর (*El*), তাঁহাতে অন্যায় নাই; তিনিই ধর্ম্মময় ও সরল। (Deuteronomy 32:4)
El Khahee: জীবন্ত ঈশ্বর (Joshua 3:10)

ঈশ্বরের নাম ও শিরোনামগুলি তাঁর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে
প্রকাশ করে।

আমি যে আছি সেই আছি

যাত্রাপুস্তক 3:13-15
13 পরে মোশি ঈশ্বরকে কহিলেন, দেখ, আমি যখন ইস্রায়েল-সন্তানদের নিকটে গিয়া বলিব, তোমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর তোমাদের নিকটে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তখন যদি তাহারা জিজ্ঞাসা করে, তাঁহার নাম কি? তবে তাহাদিগকে কি বলিব?
14 ঈশ্বর মোশিকে কহিলেন, "আমি যে আছি সেই আছি"; আরও কহিলেন, ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে এইরূপ বলিও, "আছি" তোমাদের নিকটে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।
15 ঈশ্বর মোশিকে আরও কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে এই কথা বলিও, যিহোবা [সদাপ্রভু], তোমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর তোমাদের নিকটে আমাকে পাঠাইয়াছেন; আমার এই নাম অনন্তকালস্থায়ী, এবং এতদ্দ্বারা আমি পুরুষে পুরুষে স্মরণীয়।

যাত্রাপুস্তক ৩ অধ্যায়ে মোশি যখন ঈশ্বরকে তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন *'Elohim'* মোশিকে বলেছিলেন "আমি যে আছি" (যিনি সর্বদা অস্তিত্বে আছেন, যিনি সর্বদা অস্তিত্বে থাকবেন) "যিনি আছি" (যিনি সর্বদা অস্তিত্বে আছেন, যিনি সর্বদা অস্তিত্বে থাকবেন), অথবা সংক্ষেপে বলা হয় "আমি আছি", যা সেই ঈশ্বরকে উল্লেখ করা হয় যিনি সর্বদা অস্তিত্বে আছেন। বাইবেলের ঈশ্বর হলেন এমন এক ঈশ্বর যিনি সময়ের উর্ধ্বে। তিনি অনন্তকালে বসবাস করেন। তিনি আছেন। তিনি সময়ের বাইরে এক স্থানে বসবাস করেন। আমরা জানি, সময় ঈশ্বরের কাছে কিছু না। তিনি অনন্তকালীন, স্বয়ং-অস্তিত্বে থাকা ঈশ্বর। এই মহান "আমি আছি" হলেন *"অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্হাকের ঈশ্বর, যাকোবের ঈশ্বর"।* এই পূর্বপুরুষেরা এই মহান আমি আছি-কে সেবা করেছিলেন ও তাঁতে গমনাগমন করেছিলেন।

আকর্ষণীয় ভাবে, আমরা জানি যে নতুন নিয়মে, প্রভু যীশু নিজের ক্ষেত্রেও একই শিরোনাম ব্যবহার করেছিলেন। *"সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, অব্রাহামের জন্মের পূর্ব্বাবধি আমি আছি"* (যোহন 8:58)।

যিহোবা (সদাপ্রভু)

ইস্রায়েল জাতীর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাম, এবং যে নাম সমস্ত পুরাতন নিয়ম জুড়ে ব্যবহার করা হয়েছিল, সেই নাম হল একটি চুক্তিযুক্ত নাম যিহোবা (*Yehovah or Yahweh*). এই নামটিকে বাংলা বাইবেলের বিভিন্ন অনুবাদে বলা হয়েছে: সদাপ্রভু, পিতা পরমেশ্বর, ইত্যাদি।

যাত্রাপুস্তক 6:2-4
2 ঈশ্বর মোশির সহিত আলাপ করিয়া আরও কহিলেন, আমি যিহোবা [সদাপ্রভু];

3 আমি অব্রাহামকে, ইস্‌হাককে ও যাকোবকে 'সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর' বলিয়া দর্শন দিতাম, কিন্তু আমার যিহোবা [সদাপ্রভু] নাম লইয়া তাহাদিগকে আমার পরিচয় দিতাম না।
4 আর আমি তাহাদের সহিত এই নিয়ম স্থির করিয়াছি, আমি তাহাদিগকে কনান দেশ দিব, যে দেশে তাহারা প্রবাস করিত, তাহাদের সেই প্রবাস-দেশ দিব।

'যিহোবা' নামটি অনন্তকালীন, স্বয়ং-অস্তিত্বে থাকা, অপরিবর্তনশীল ঈশ্বরকে উল্লেখ করে যিনি তাঁর চুক্তি বজায় রাখেন। ঈশ্বর যখন মোশির সাথে কথা বলেছিলেন, তাকে একটি দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন, তখন ঈশ্বর তাঁর নাম যিহোবা-র উপর জোর দিয়েছিলেন, এবং স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি সেই ঈশ্বর, যিনি তাঁর চুক্তিকে বজায় রাখেন। যিহোবা নামটি হল একটি বিশেষ চুক্তিযুক্ত নাম যা তাঁর বিশেষ লোকেদের জন্য দিয়েছিলেন। এই নামের মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর লোকেদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন এবং তিনি যা কিছু, সেই সব কিছু তাঁর লোকেদের কাছে উপলব্ধ করে তুলেছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে তাঁর লোকেরা তাঁর নামকে সম্মান ও সভয়ে তুলে ধরবে এবং শুধুমাত্র তাঁকেই প্রশংসা করবে। *"আমি সদাপ্রভু, ইহাই আমার নাম; আমি আপন গৌরব অন্যকে, কিম্বা আপন প্রশংসা ক্ষোদিত প্রতিমাগণকে দিব না"* (যিশাইয় 42:8)।

পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রে আমরা লক্ষ্য করি যে অনেকগুলি যিহোবা নামের শিরোনাম ঈশ্বরের পরিচয়ের বিভিন্ন দিকগুলিকে প্রকাশ করেছে - তিনি কে এবং তিনি তাঁর লোকেদের জন্য কী করবেন।

Jehovah-Elohim: অনন্তকালীন সৃষ্টিকর্তা (Genesis 2:4-25)
Adonai-Jehovah: সার্বভৌম সদাপ্রভু; মালিক যিহোবা (Genesis 15:2, Genesis 15:8)
Jehovah-Jireh: সদাপ্রভু আমাদের যোগানদাতা (Genesis 22:8-14)
Jehovah-Rapha: সদাপ্রভু আমাদের আরোগ্যদাতা (Exodus 15:26)
Jehovah-Nissi: সদাপ্রভু আমাদের পতাকা (Exodus 17:15)
Jehovah-Eloheka: সদাপ্রভু তোমার ঈশ্বর (Exodus 20:2; Exodus 20:5; Exodus 20:7)
Jehovah-Mekaddishkem: সদাপ্রভু আমাদের পবিত্রকারী (Exodus 31:13; Leviticus 20:8; Leviticus 21:8; Leviticus 22:9,16,32; Ezekiel 20:12)
Jehovah-Shalom: সদাপ্রভু আমাদের শান্তি (Judges 6:24)
Jehovah-Sabaoth: বাহিনীগণের সদাপ্রভু (1 Samuel 1:3; etc., 284 times)
Jehovah-Elyown: পরাৎপর সদাপ্রভু (Psalm 7:17; Psalm 47:2; Psalm 97:9)
Jehovah-Rohi: সদাপ্রভু আমাদের পালক (Psalm 23:1)
Jehovah-Hoseenu: সদাপ্রভু আমাদের নির্মাতা (Psalm 95:6)
Jehovah-Eloheenu: সদাপ্রভু আমাদের ঈশ্বর (Psalm 99:5; Psalm 99:8; Psalm 99:9)
Jehovah-Tsidkenu: সদাপ্রভু আমাদের ধার্মিকতা (Jeremiah 23:6; Jeremiah 33:16)
Jehovah-Shammah: সদাপ্রভু তত্র (Ezekiel 48:35)
Jehovah-Elohay: সদাপ্রভু আমার ঈশ্বর (Zechariah 14:5)

দৈনন্দিন জীবনে সদাপ্রভুর নাম

এখন আমরা একটি দ্রুত পর্যবেক্ষণ করবো যে পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের লোকেদের কাছে সদাপ্রভুর নামের অর্থ কী ছিল। আমাদের অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে যে এই প্রকাশ অথবা আত্মিক বোধশক্তি প্রগতিশীল ছিল। অর্থাৎ, ঈশ্বরের লোকেরা সময়ের সাথে সাথে এবং প্রজন্মের সাথে সাথে এই বিষয়গুলিকে বুঝতে পেরেছিল।

লোকেরা ঈশ্বরের নাম ডেকে তাঁর আরাধনা করত। অব্রাহাম হলেন এক মহান উদাহরণ যিনি তার সমস্ত যাত্রা জুড়ে বিভিন্ন স্থানে বেদি নির্মাণ করেছিলেন এবং সদাপ্রভুর নামে ডেকেছিলেন (আদিপুস্তক 12:8; আদিপুস্তক 13:4; আদিপুস্তক 21:33; আদিপুস্তক 22:14; আদিপুস্তক 26:25)। বিশেষ সাক্ষাৎকারের সময় ছিল এবং ঈশ্বরের এক নতুন নাম ঈশ্বরের একটা নির্দিষ্ট প্রকৃতিকে প্রকাশ করেছিল। উদাহরণ, যিহোবা জিরে, অর্থাৎ ঈশ্বর আমাদের যোগানদাতা (আদিপুস্তক 22:14)।

ঈশ্বর যা কিছু করতেন, সেইগুলিকে ভিত্তি করে লোকেরা উদযাপন করত। লাল সমুদ্র পার করার পর তারা ঘোষণা করেছিল, *"সদাপ্রভু যুদ্ধবীর; সদাপ্রভু তাঁহার নাম"* (যাত্রাপুস্তক 15:3)। অমলকীয়দের উপর বিজয়লাভ করার পর *"পরে মোশি এক বেদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম যিহোবা-নিঃষি [সদাপ্রভু আমার পতাকা] রাখিলেন"* (যাত্রাপুস্তক 17:15)।

তারা যেন অনর্থক ঈশ্বরের নাম মুখে না নেয়। দশ আজ্ঞার মধ্যে তৃতীয় আজ্ঞাটি ছিল: *"তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম অনর্থক লইও না, কেননা যে কেহ তাঁহার নাম অনর্থক লয়, সদাপ্রভু তাহাকে নির্দ্দোষ করিবেন না"* (যাত্রাপুস্তক 20:7)। *"আর আমার নাম লইয়া মিথ্যা দিব্য করিও না, করিলে তোমার ঈশ্বরের নাম অপবিত্র করা হয়; আমি সদাপ্রভু"* (লেবীয়পুস্তক 19:12)।

যে নাম তারা ঘোষণা করেছিল সেটা মহিমা প্রকাশ করত। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ যা আমরা পুরাতন নিয়মে লক্ষ্য করে থাকি। মোশি যখন ঈশ্বরের মহিমা দেখতে চেয়েছিলেন, তখন ঈশ্বর এই বলে উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি তোমার সম্মুখে সদাপ্রভুর নাম ঘোষণা করবো"। সদাপ্রভুর নাম ঘোষণা করা ঈশ্বরের মহিমা ও প্রতাপকে নিয়ে আসত। এটি একটি রাজার আগমনের ঘোষণা যাত্রা। *"তখন তিনি কহিলেন, বিনয় করি, তুমি আমাকে তোমার প্রতাপ দেখিতে দেও। ঈশ্বর কহিলেন, আমি তোমার সম্মুখ দিয়া আপনার সমস্ত উত্তমতা গমন করাইব, ও তোমার সম্মুখে সদাপ্রভুর নাম ঘোষণা করিব; আর আমি যাহাকে দয়া করি, তাহাকে দয়া করিব; ও যাহার প্রতি করুণা করি, তাহার প্রতি করুণা করিব"* (যাত্রাপুস্তক 33:18-19; দেখুন যাত্রাপুস্তক 34:5-8)।

সদাপ্রভুর নাম ঘোষণা করা ঈশ্বরের মহিমা ও প্রতাপকে নিয়ে আসে।

তাঁর নামে শপথ নেওয়া। আশ্চর্যকর বিষয় এটা যে লোকেদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সদাপ্রভুর নামে শপথ নিতে। ফলস্বরূপ এটা ঈশ্বরকে সেই শপথের মধ্যে একজন সাক্ষী হিসেবে রাখতো এবং এইভাবে সেটা একটা দৃঢ় প্রতিশ্রুতিতে পরিণত হত যেটা তারা পূর্ণ করতে বাধ্য ছিল। *"তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকেই ভয় করিবে, তাঁহারই সেবা করিবে, ও তাঁহারই নাম লইয়া দিব্য করিবে"* (দ্বিতীয় বিবরণ 6:13)। যোনাথন ও দায়ূদ, উভয়েই ঈশ্বরের নামে শপথ করেছিলেন (1 শমূয়েল 20:42)। মনে রাখবেন প্রভু যীশু শিখিয়েছেন *"শপথ করিও না"*; বরং *"কিন্তু তোমাদের কথা হাঁ, হাঁ, না, না, হউক"* (মথি 5:34,37)।

যাজকেরা সদাপ্রভুর নামে লোকেদেরকে আশীর্বাদ করতেন। ঈশ্বর যাজকদের নিযুক্ত করেছিলেন তাঁর পরিচর্যা কাজ করার জন্য এবং সদাপ্রভু নামে লোকেদেরকে আশীর্বাদ করার জন্য। *"সেই সময়ে সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক বহন করিতে, সদাপ্রভুর পরিচর্য্যা করিবার জন্য তাঁহার সাক্ষাতে দাঁড়াইতে এবং তাঁহার নামে আশীর্ব্বাদ করিতে সদাপ্রভু লেবির বংশকে পৃথক্ করিলেন, অদ্যাপি সেইরূপ চলিয়া আসিতেছে"* (দ্বিতীয় বিবরণ 10:8; দেখুন দ্বিতীয় বিবরণ 21:5)। রাজা দায়ূদ যিরূশালেমে নিয়ম সিন্দুক নিয়ে আসার পর *"আর হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলির উৎসর্গ সাঙ্গ করিলে পর দায়ূদ বাহিনীগণের সদাপ্রভুর নামে লোকদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন"* (2 শমূয়েল 6:18)।

যাজকেরা এবং লেবীয়েরা সদাপ্রভুর নামে পরিচর্যা করতেন। *"কেননা সদাপ্রভুর নামে পরিচর্য্যা করিতে নিত্য দণ্ডায়মান হইবার জন্য তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সকল বংশের মধ্য হইতে তাহাকে ও তাহার সন্তানগণকে মনোনীত করিয়াছেন"* (দ্বিতীয় বিবরণ 18:5)। সুতরাং, যাজকেরা লোকেদের কাছে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হয়েছিলেন এবং ঈশ্বরের সামনেও লোকেদের প্রতিনিধি হয়েছিলেন।

ভাববাদীরা তাঁর নাম নিয়ে কথা বলতেন। সমস্ত পুরাতন নিয়ম জুড়ে, ভাববাদীরা সেই মানুষ ছিলেন যারা সদাপ্রভুর নাম নিয়ে লোকেদের সাথে কথা বলতেন (যাকোব 5:10)। ভাববাদীরা সদাপ্রভুর নামে যা কিছু বলতেন, সেইগুলি রাজারা এবং লোকেরা বিশ্বাস করত ও সেই অনুযায়ী কাজ করত। যেমন উদাহরণ, 1 বংশাবলি 21:19 পদে লেখা আছে, *"অতএব সদাপ্রভুর নামে কথিত গাদের বাক্যানুসারে দায়ূদ উঠিয়া গেলেন"।*

যেখানে ঈশ্বরের নাম ছিল, সেখানে তিনি বাস করতেন। আরেকটি আকর্ষণীয় সত্য যেটাতে লোকেরা চলাফেরা করত, সেটা হল যে, যে স্থানে ঈশ্বর তাঁর নাম রেখেছিলেন, সেখানে তিনি বাস করতেন এবং লোকেরা তাঁর আরাধনা করতে পারতো। *"কিন্তু তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন নাম স্থাপনার্থে তোমাদের সমস্ত বংশের মধ্যে যে স্থান মনোনীত করিবেন, তাঁহার সেই নিবাসস্থান তোমরা অন্বেষণ করিবে, ও সেই স্থানে উপস্থিত হইবে"* (দ্বিতীয় বিবরণ 12:5)। নতুন নিয়মে, বিশ্বাসীরা হল ঈশ্বরের বাসস্থান, যেখানে ঈশ্বর তাঁর আত্মায় বাস করেন। পুরাতন নিয়মের মতো নয়, নতুন নিয়মে, প্রভুর নামে বিশ্বাসীদের একত্র হওয়া ছিল ঈশ্বরের বাসস্থান।

এক জাতী, যারা সদাপ্রভুর নামে আহূত। ইস্রায়েল লোকেদের একটা জাতী ছিল যারা সদাপ্রভু ঈশ্বরের নাম বহন করত। *"আর পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতি দেখিতে পাইবে যে, তোমার উপরে সদাপ্রভুর নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, এবং তাহারা তোমা হইতে ভীত হইবে"* (দ্বিতীয় বিবরণ 28:10)। যেহেতু তারা তাঁর নাম বহন করত, এবং তাঁর নামের সম্মানের হেতু, তিনি কখনই তাঁর লোকেদেরকে পরিত্যাগ করবেন না। *"কারণ সদাপ্রভু আপন মহানামের গুণে আপন প্রজাদিগকে ত্যাগ করিবেন না; কেননা তোমাদিগকে আপন প্রজা করিতে সদাপ্রভুর অভিমত হইয়াছে"* (1 শমূয়েল 12:22)। এর আলোকে, তারা ক্ষমা যাচ্ঞা করেছিল, সঞ্জীবিত হওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছিল, সমস্ত দেশের উপর ঈশ্বরের অলৌকিক হস্তক্ষেপ যাচ্ঞা করেছিল সদাপ্রভুর নামেতে। *"তোমার নামের গুণে, হে সদাপ্রভু, আমার অপরাধ ক্ষমা কর, কেননা তাহা গুরুতর"* (গীতসংহিতা 25:11)। তারা সঞ্জীবিত হওয়ার জন্য সদাপ্রভু নামেতে প্রার্থনা করেছিল। *"সদাপ্রভু, তোমার নামের অনুরোধে আমাকে সঞ্জীবিত কর"* (গীতসংহিতা 143:11)। *"হে প্রভু, শুন; হে প্রভু, ক্ষমা কর; হে প্রভু, মনোযোগ কর ও কর্ম্ম কর, বিলম্ব করিও না; হে আমার ঈশ্বর, তোমার নিজের অনুরোধে কার্য্য কর, কেননা তোমার নগরের ও তোমার প্রজাগণের উপরে তোমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে"* (দানিয়েল 9:19)।

সদাপ্রভুর নাম নিয়ে তারা শত্রুদের মোকাবিলা করত। তারা সদাপ্রভুর নাম নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যেত। *"তখন দায়ূদ ঐ পলেষ্টীয়কে কহিলেন, তুমি খড়্গ, বড়শা ও শল্য লইয়া আমার কাছে আসিতেছ, কিন্তু আমি বাহিনীগণের সদাপ্রভুর, ইস্রায়েলের সৈন্যগণের ঈশ্বরের নামে, তুমি যাঁহাকে টিট্‌কারি দিয়াছ তাঁহারই নামে, তোমার নিকটে আসিতেছি"* (1 শমূয়েল 17:45)। *"আমরা তোমার পরিত্রাণে আনন্দগান করিব, আমাদের ঈশ্বরের নামে পতাকা তুলিব; সদাপ্রভু তোমার সকল যাচ্ঞা সিদ্ধ করুন"* (গীতসংহিতা 20:5)। *"ইহারা রথে ও উহারা অশ্বে নির্ভর করে, কিন্তু আমরা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের কীর্ত্তন করিব"* (গীতসংহিতা 20:7)।

তারা সদাপ্রভুর নামে গান গাইত ও প্রশংসা করত। তাঁর নামের উদ্দেশে প্রশংসা গান করার অর্থ হল তাঁর উদ্দেশে প্রশংসা গান করা। *"এই কারণ, হে সদাপ্রভু, আমি জাতিগণের মধ্যে তোমার স্তব করিব, তোমার নামের উদ্দেশে স্তোত্র গান করিব"* (গীতসংহিতা 18:49)। তাঁর নাম হল এক মহান, অসাধারণ, রাজকীয় নাম এবং প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। *"হে সদাপ্রভু, আমাদের প্রভু, সমস্ত পৃথিবীতে তোমার নাম কেমন মহিমান্বিত! তুমি আকাশমণ্ডলের উর্দ্ধেও তোমার প্রভা সংস্থাপন করিয়াছ"* (গীতসংহিতা 8:1)। তারা তাঁর নামের উদ্দেশে মহিমা দিত (গীতসংহিতা 29:2; গীতসংহিতা 115:1); তাঁর নামের উদ্দেশে ধন্যবাদ দাও (গীতসংহিতা 30:4); তাঁর নামকে উচ্চকৃত কর (গীতসংহিতা 34:3); তাঁর নামের প্রশংসা কর (গীতসংহিতা 54:6); তাঁর নামের ধন্যবাদ কর (গীতসংহিতা 96:2); এবং তাঁর নামকে ভয় কর (গীতসংহিতা 86:11)। *"সূর্য্যের উদয়স্থান অবধি তাহার অস্তস্থান পর্য্যন্ত সদাপ্রভুর নাম কীর্ত্তনীয়"* (গীতসংহিতা 113:3)। ঈশ্বর তাঁর নামকে এবং তাঁর বাক্যকে অতিশয় উচ্চে ধরে থাকেন: *"তব পবিত্র মন্দিরের অভিমুখে প্রণিপাত করিব, তব দয়া ও তব সত্য প্রযুক্ত তোমার নামের স্তব করিব; কেননা তোমার সমস্ত নাম অপেক্ষা তুমি আপন বচন মহিমান্বিত করিয়াছ"* (গীতসংহিতা 138:2)।

তারা সদাপ্রভুর নামে সাহায্য, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা লাভ করত। *"…সদাপ্রভু সঙ্কটের দিনে তোমাকে উত্তর দিউন, যাকোবের ঈশ্বরের নাম তোমাকে উন্নত করুক"* (গীতসংহিতা 20:1)। *"সদাপ্রভুর নাম দৃঢ় দুর্গ; ধার্ম্মিক তাহারই মধ্যে পলাইয়া রক্ষা পায়"* (হিতোপদেশ 18:10)। *"সদাপ্রভুর নামে আমাদের সাহায্য, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর নির্ম্মাণকর্ত্তা"* (গীতসংহিতা 124:8)।

যারা সদাপ্রভুর নামে আসত, তারা তাদেরকে গ্রহণ করত। *"ধন্য তিনি, যিনি সদাপ্রভুর নামে আসিতেছেন; আমরা সদাপ্রভুর গৃহ হইতে তোমাদিগকে ধন্যবাদ করি"* (গীতসংহিতা 18:26)। এটা প্রভু যীশুর সম্বন্ধে একটা ভবিষ্যদ্বাণীও ছিল।

সদাপ্রভুর নামে নির্ভর করার অর্থ হল সদাপ্রভুর উপর নির্ভর করা। *"তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে সদাপ্রভুকে ভয় করে, যে তাঁহার দাসের রবে কর্ণপাত করে? যে অন্ধকারে চলে যাহার দীপ্তি নাই, সে সদাপ্রভুর নামে বিশ্বাস করুক, আপন ঈশ্বরে নির্ভর দিউক"* (যিশাইয় 50:10)। *"আর আমি তোমার মধ্যে দীনদুঃখী এক জাতিকে অবশিষ্ট রাখিব; তাহারা সদাপ্রভুর নামের শরণ লইবে"* (সফনিয় 3:12)।

জাতীগণ সদাপ্রভুর নামের দিকে ফিরবে। ভাববাদীরা এমন এক সময়ের কথা বলেছিলেন যখন পরজাতীয়েরা সদাপ্রভুর নামে ডাকবে এবং সেইদিন একমাত্র সদাপ্রভু থাকবেন যাকে আরাধনা করা হবে। *"সেই সময়ে যিরূশালেম সদাপ্রভুর সিংহাসন বলিয়া আখ্যাত হইবে, এবং সমস্ত জাতি তাহার নিকটে, সদাপ্রভুর নামের কাছে, যিরূশালেমে, একত্রীকৃত হইবে; তাহারা আর আপন আপন দুষ্ট হৃদয়ের কঠিনতা অনুসারে চলিবে না"* (যিরমিয় 3:17)। *"আর যে কেহ সদাপ্রভুর নামে ডাকিবে, সেই রক্ষা পাইবে; কারণ সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে সিয়োন পর্ব্বতে ও যিরূশালেমে রক্ষাপ্রাপ্ত দল থাকিবে, এবং পলাতক সকলের মধ্যে এমন লোক থাকিবে, যাহাদিগকে সদাপ্রভু ডাকিবেন"* (যোয়েল 2:32)। "আর সদাপ্রভু সমস্ত দেশের উপরে রাজা হইবেন; সেই দিন সদাপ্রভু অদ্বিতীয় হইবেন, এবং তাঁহার নামও অদ্বিতীয় হইবে" (সখরিয় 14:9)। "কারণ সূর্য্যের উদয়স্থান অবধি তাহার অস্তগমনস্থান পর্য্যন্ত জাতিগণের মধ্যে আমার নাম মহৎ, এবং প্রত্যেক স্থানে আমার নামের উদ্দেশে ধূপদাহ ও শুচি নৈবেদ্য উৎসৃষ্ট হইতেছে; কেননা জাতিগণের মধ্যে আমার নাম মহৎ, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন" (মালাখি 1:11)।

ঈশ্বর লক্ষ্য করেন যখন আমরা তাঁর নামে ধ্যান করি। *"তখন, যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করিত, তাহারা পরস্পর আলাপ করিল, এবং সদাপ্রভু কর্ণপাত করিয়া শুনিলেন; আর যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করিত, ও তাঁহার নাম ধ্যান করিত, তাহাদের জন্য তাঁহার সম্মুখে একখানি স্মরণার্থক পুস্তক লেখা হইল"* (মালাখি 3:16)।

যীশু: ঈশ্বর সম্পূর্ণতা একটি নামের মধ্যে

পুরাতন নিয়ম থেকে এই বিষয়গুলিকে দ্রুত লক্ষ্য করার মধ্যে দিয়ে, এটা স্পষ্ট যে সদাপ্রভুর নাম ইহুদী লোকেদের দৈনন্দিন জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। সদাপ্রভু তাঁর নামের উল্লেখের মধ্যে দিয়ে তাঁর লোকেদের কাছে ছিলেন। তারা সদাপ্রভুর নামের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন।

এখন কল্পনা করুন যে প্রভু যীশু এই পটভূমিতে পা রাখছেন। মাংসের মূর্তিমান বাক্য, ঈশ্বরের পুত্র, নাসরৎ-এর থেকে আসা একজন নম্র ও সরল কাঠের মিস্ত্রী। তিনি তাঁর পরিচর্যা শুরু করলেন, বারোজন পুরুষদের একত্র করলেন, তারা সবাই ইহুদী ছিলেন এবং তাদেরকে প্রেরণ করলেন তাঁর নামে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার জন্য! কল্পনা করুন যে যীশু তাঁর বারোজন প্রেরিতদের এই কথাটি বলছেন, *"যাও আর আমার এই নাম ব্যবহার কর - যীশু খ্রীষ্ট"!*

কেনই বা তাঁর শিষ্যেরা, প্রথমে বারোজন এবং তারপর বাহাত্তর জন বেরিয়ে গিয়ে যীশুর নামেতে অসুস্থদে সুস্থ করবে, মন্দ আত্মাদের দূর করবে এবং কর্তৃত্ব ফলাবে? তাদের ইহুদী বিশ্বাস অনুযায়ী "যিহোবা" নাম এবং অন্যান্য চুক্তিবদ্ধ নামগুলির কী হল, যেগুলি তারা খুব ভাল করে জানতো?

এখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি আমরা লাভ করতে পারি:

প্রথমত, বারোজন প্রেরিতেরা একটা প্রকাশ পেয়েছিলেন, যীশুকে মসীহ হিসেবে, ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন ও বিশ্বাস করেছিলেন। সেটাই ছিল একমাত্র কারণ যার জন্য তারা তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন। বাপ্তিস্ম দাতা যোহন যীশুর দিকে দেখিয়ে তাঁকে মসীহ বলে ঘোষণা করেছিলেন, এমন একজন ব্যক্তি যিনি তারও আগে ছিলেন, যিনি পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেন, ঈশ্বরের মেষশাবক, ঈশ্বরের পুত্র (যোহন 1:29-34)। আন্দ্রীয় যীশুকে অনুসরণ করেছিলেন কারণ তিনি বাপ্তিস্ম দাতা যোহনের কথা শুনেছিলেন। আন্দ্রীয় তার ভাই শিমোন পিতরের কাছে গিয়ে বলেছিলেন, *"তিনি প্রথমে আপন ভ্রাতা শিমোনের দেখা পান, আর তাঁহাকে বলেন, আমরা মশীহের দেখা পাইয়াছি—অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ খ্রীষ্ট [অভিষিক্ত]"* (যোহন 1:41)। ফিলীপ নথনেলকে খুঁজে পেয়েছিলেন, যিনি খ্রীষ্টের সাথে সাক্ষাৎ করার পর বলেছিলেন, *"রব্বি, আপনিই ঈশ্বরের পুত্র, আপনিই ইস্রায়েলের রাজা"* (যোহন 1:49)। আমরা এটাও জানি যে মথি 16:16 পদে শিমোন পিতর এই স্বীকারোক্তি করেছিলেন, *"আপনি সেই খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র"।* তাই এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে এই ইহুদী লোকেরা যাদেরকে যীশু প্রেরিত হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁকে মসীহ হিসেবে, ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে বিশ্বাস করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, বারোজন প্রেরিতেরা যীশুকে অলৌকিক কাজ করতে দেখেছিলেন। তারা সুস্থতা হতে দেখেছিলেন, লোকেদেরকে মুক্ত হতে দেখেছিলেন, অলৌকিক কাজগুলিকে ঘটতে দেখেছিলেন। তাই যখন যীশু তাদেরকে কর্তৃত্ব দিলেন ও প্রেরণ করলেন তাঁর নাম ব্যবহার করার জন্য, "নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের" নাম ব্যবহার করার জন্য, তখন তারা ইচ্ছাকৃত ভাবে তা করেছিলেন। অবশ্যই তারা ফলাফল দেখেছিলেন। এটা তাদেরকে প্রত্যয় দিয়েছিল সেই কাজটি করতে থাকতে যেটার জন্য তাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল। অন্যারা যারা যীশুর মধ্যে দিয়ে এবং সেই বারোজন প্রেরিতদের মধ্যে দিয়ে ঘটনাগুলিকে ঘটতে দেখেছিল, তখন তারাও যীশুর নাম ব্যবহার করার জন্য এগিয়ে এসেছিল, এবং যীশু তাদেরকে আটকান নি (মার্ক 9:28-30; লূক 9:49-50)। যীশু আরও সত্তর জন ইহুদী অনুগামীদের নিযুক্ত করেছিলেন প্রচার করার জন্য এবং তাঁর নামে অলৌকিক ও পরাক্রমশালী কাজ করার জন্য এবং তারা করেছিল (লূক 10:1,9,17)।

এই ইহুদী বিশ্বাসীরা যীশুর নামের শক্তিকে প্রথম নিজেদের সামনে অনুভব করেছিল। ঈশ্বর নিজের সম্বন্ধে যা কিছু প্রকাশ করেছেন যিহোবা শিরোনামগুলির মধ্যে দিয়ে, সেই সবকিছু এখন একটা নামের মধ্যে নিজুক্য রয়েছে - যীশুর নাম।

বর্তমানে আমাদের জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। প্রথমত, আমরা যেন অবশ্যই যীশুকে চিনতে পারি। আমরা যেন অবশ্যই ব্যক্তিগত ভাবে যীশুর মহানতার এক প্রকাশ লাভ করি। দ্বিতীয়ত, আমরা যেন অবশ্যই জানতে পারি যে যীশু আমাদেরকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন তাঁর নামকে ব্যবহার করার জন্য এবং আমরা যেন সাহসের সাথে এগিয়ে আসি তাঁর নামকে ব্যবহার করতে।

ঈশ্বর সম্পূর্ণ রূপে যা, সেই সব কিছু একটা নামের মধ্যে
রয়েছে - যীশু নাম!

চিন্তাভাবনা

1. পর্যালোচনা করুন যে কীভাবে পুরাতন নিয়মের লোকেরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে সদাপ্রভুর নামকে ব্যবহার করত। এইগুলি থেকে অন্তত পাঁচটি বেছে নিন যা নতুন নিয়মের বিশ্বাসীদের সাথে সমান্তরাল রয়েছে। আলোচনা করুন যে কীভাবে একইভাবে আমরা যীশুর নামকে ব্যবহার করে থাকি (হয়তো একদম একই ভাবে নয়)।

2. আপনি যদি বারোজন শিষ্যদের মধ্যে একজন হতেন, অথবা সত্তরজন শিষ্যদের মধ্যে একজন হতেন, যারা ইহুদী রীতিনীতিতে বড় হয়ে উঠেছে, এবং যাদের মধ্যে যিহোবা ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি তীব্র ধারণা রয়েছে, (ক) কীভাবে আপনি সাড়া দেবেন যখন একজন যুবক ছুতোর মিস্ত্রী নাসরৎ থেকে এসে আপনাকে বলবে যে আপনি তাঁর নাম ব্যবহার করে পরাক্রমশালী কাজ করতে পারবেন? (খ) আপনার মনের মধ্যে কোন প্রশ্নটি নিয়ে দ্বন্দ্ব চলত? (গ) কোন কোন প্রধান বিষয়গুলি আপনাকে তাঁর নাম ব্যবহার করতে বাধ্য করত?

4. আমার পিতার নামে

যোহন 5:43
আমি আপন পিতার নামে আসিয়াছি, আর তোমরা আমাকে গ্রহণ কর না; অন্য কেহ যদি আপনার নামে আইসে, তাহাকে তোমরা গ্রহণ করিবে।

যোহন 10:25
যীশু উত্তর করিলেন, আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি, আর তোমরা বিশ্বাস কর না; আমি যে সকল কার্য্য আমার পিতার নামে করিতেছি, সেই সমস্ত আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে।

যেমন আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে প্রভু যীশু হলেন আমাদের কাছে আত্মিক কর্তৃত্ব সহকারে গমনাগমন করার একজন সিদ্ধ উদাহরণ। প্রভু যীশু পিতার নেম এসেছিলেন এবং পিতার নামে তাঁর কাজগুলি করেছিলেন।

যখন যীশু বললেন, *"আমি আমার পিতার নামে এসেছি"*, এটার অর্থ এই যে তিনি তাঁর পিতার দেওয়া কর্তৃত্ব সহকারে এসেছিলেন এবং পিতাকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছিলেন। এর অর্থ এই যে তিনি পিতার কথাগুলি বলার জন্য ও পিতার কাজগুলি করার দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন, পিতার ইচ্ছাকে পূর্ণ করার জন্য এবং পিতার দ্বারা দেওয়া দায়িত্বকে সম্পন্ন করার জন্য।

> যখন যীশু বললেন, "আমি আমার পিতার নামে এসেছি",
> এটার অর্থ এই যে তিনি তাঁর পিতার দেওয়া কর্তৃত্ব সহকারে
> এসেছিলেন এবং পিতাকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে
> এসেছিলেন।

পিতার নামে কাজ করার অর্থ হল যে যীশু ঠিক তাই করবেন যা পিতা করতেন, সম্পূর্ণ ভাবে পিতাকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, তাঁর হয়ে কাজ করেছিলেন কারণ পিতা তাঁর উপর কর্তৃত্ব প্রদান করেছিলেন।

এই অধ্যায়ে আমরা বিবেচনা করবো যে কীভাবে যীশু পিতার সাথে চলেছিলেন, যাতে তিনি পিতার নামে কাজ করতে পেরেছিলেন, পিতার পক্ষ নিয়ে কথা বলেছিলেন, পিতা যা করতেন তিনি তাই করেছিলেন। এটি আমাদের ভাল ভাবে অধ্যয়ন করতে সাহায্য করবে যে কীভাবে যীশু পিতার সাথে গমনাগমন করতেন, পিতাকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিনিধিত্ব করার মধ্যে দিয়ে পিতার কাজকে পূর্ণ করার দায়িত্ব পালন করার জন্য। প্রভু যীশু আমাদেরকে তাঁর নামে প্রেরণ করেছেন তাঁকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য, ঠিক যেমন ভাবে তিনি পিতার নামে এসেছিলেন এবং পিতাকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। যেহেতু যীশু আমাদেরকে তাঁর নামে প্রেরণ করেছেন, আমরাও যেন যীশুর উদাহরণটিকে অনুসরণ করি।

একটা জীবন যেটা পিতার নামে যাপন করেছিলেন

"আমার পিতার নামে" কোনো "প্রেরণকারী এজেন্সির" দাবী থেকেও বেশী কিছু। এই পৃথিবীতে যীশুর জীবনের সবকিছু এই সত্যের দ্বারা স্পর্শ পাওয়া যে তিনি এখানে পিতার নামে এসেছিলেন।

এইভাবে যীশু তাঁর জীবন যাপন করেছিলেন, এমন একজন যিনি তাঁর "পিতার নামে" এসেছিলেন।

যীশু পিতার বুকে ছিলেন, পিতার সাথে একটা ঘনিষ্ট সহভাগীতায় চলাফেরা করতেন এবং পিতাকে প্রকাশ করেছিলেন (যোহন 1:18)। "যেমন পিতা আমাকে জানেন, ও আমি পিতাকে জানি" (যোহন 10:15)।

যীশু পিতার সাথে এক সিদ্ধ ও নিখুঁত সম্পর্কে চলাফেরা করেছিলেন, এবং এই কারণে তিনি বলতে পেরেছিলেন, *"আমি ও পিতা, আমরা এক"* (যোহন 10:30)। *"যদি তোমরা আমাকে জানিতে, তবে আমার পিতাকেও জানিতে…"* (যোহন 14:7)। *"…যে আমাকে দেখিয়াছে, সে পিতাকে দেখিয়াছে…"* (যোহন 14:9)।

তিনি পিতার প্রেম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন এবং তাঁর প্রতি পিতার প্রেমে বিশ্রাম নিতেন। *"পিতা পুত্রকে প্রেম করেন"* (যোহন 3:35)। *"কারণ পিতা পুত্রকে ভাল বাসেন, এবং আপনি যাহা যাহা করেন, সকলই তাঁহাকে দেখান; আর ইহা হইতেও মহৎ মহৎ কর্ম্ম তাঁহাকে দেখাইবেন, যেন তোমরা আশ্চর্য্য মনে কর"* (যোহন 5:20)। দেখুন যোহন 10:17।

তিনি তাঁর পিতার সাথে সম্পর্ককে স্বীকার করতে ভয় পাননি, এমনকি যখন তাঁকে এর জন্য মৃত্যু বরণও করতে হয়েছিল (যোহন 5:18)।

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে লোকেরা যদি তাঁকে অসম্মান করে অথবা ত্যাগ করে, তাহলে তারা সেই পিতাকে অসম্মান করছে ও তাঁকে ত্যাগ করছে, যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন (যোহন 5:23)। *"যে আমাকে দ্বেষ করে, সে আমার পিতাকেও দ্বেষ করে"* (যোহন ১ 5:23)।

তিনি পিতার ইচ্ছাকে পূর্ণ করা এবং পিতার কাজকে সম্পন্ন করার দ্বারা শক্তি পেতেন। *"যীশু তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমার খাদ্য এই, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, যেন তাঁহার ইচ্ছা পালন করি ও তাঁহার কার্য্য সাধন করি"* (যোহন 4:34)। *"আমি আপনা হইতে কিছুই করিতে পারি না; …কেননা আমি আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করি না, কিন্তু আমার প্রেরণকর্ত্তার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করি"* (যোহন 5:30)। *"যেমন জীবন্ত পিতা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং পিতা হেতু আমি জীবিত আছি…"* (যোহন 6:57)। *"তুমি আমাকে যে কার্য্য করিতে দিয়াছ, তাহা সমাপ্ত করিয়া আমি পৃথিবীতে তোমাকে মহিমান্বিত করিয়াছি"* (যোহন 17:4)।

তিনি পিতার কাজ করেছিলেন। তিনি পিতার কাজকে পূর্ণ হতে দেখার জন্য ও সেই কাজকে সম্পন্ন করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন (যোহন 5:17,19)।

যীশু বুঝতে পেরেছিলেন যে পিতার যে কাজগুলি তিনি করেছিলেন, সেইগুলি এক একটি সাক্ষ্য ছিল যে পিতা তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন (যোহন 5:36)। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে পিতা তাঁর জীবনের উপর মুদ্রাঙ্কিত করেছিলেন (যোহন 6:27)।

তিনি যে কাজগুলি করেছিলেন সেইগুলি পিতার সাথে তাঁর সংযুক্ত থাকার একটা প্রকাশ ছিল। *"কিন্তু যদি করি, আমাকে বিশ্বাস না করিলেও, সেই কার্য্যে বিশ্বাস কর; যেন তোমরা জানিতে পার ও বুঝিতে পার যে, পিতা আমাতে আছেন, এবং আমি পিতাতে আছি"* (যোহন 10:38)। *"…কিন্তু পিতা আমাতে থাকিয়া আপনার কার্য্য সকল সাধন করেন"* (যোহন 14:10)। *"আমার কথায় বিশ্বাস কর যে, আমি পিতাতে আছি এবং পিতা আমাতে আছেন; আর না হয়, সেই সকল কার্য্য প্রযুক্তই বিশ্বাস কর"* (যোহন 14:11)।

তিনি সেটাই বলেছিলেন যেটা পিতা তাঁকে শিখিয়েছিলেন: *"…কিন্তু পিতা আমাকে যেমন শিক্ষা দিয়াছেন, তদনুসারে এই সকল কথা কহি"* (যোহন 8:28)। *"আমার পিতার কাছে আমি যাহা যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিতেছি"* (যোহন 8:38)। *"কারণ আমি আপনা হইতে বলি নাই; কিন্তু কি কহিব ও কি বলিব, তাহা আমার পিতা, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনিই আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন। আর আমি জানি যে, তাঁহার আজ্ঞা অনন্ত জীবন। অতএব আমি যাহা যাহা বলি, তাহা পিতা আমাকে যেমন কহিয়াছেন, তেমনি বলি"* (যোহন 12:49-50)। *"আমি তোমাদিগকে যে সকল কথা বলি, তাহা আপনা হইতে বলি না…"* (যোহন 14:10)। *"…আর তোমরা যে বাক্য শুনিতে পাইতেছ, তাহা আমার নয়, কিন্তু পিতার, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন"* (যোহন 14:24)।

তাঁর কাছে একটা সম্পূর্ণ প্রত্যয় ছিল যে পিতা তাঁর সকল প্রার্থনা শুনতেন। লাসারের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে যীশু বলেছিলেন: *"পিতঃ, তোমার ধন্যবাদ করি যে, তুমি আমার কথা শুনিয়াছ"* (যোহন 11:41)।

তিনি জানতেন যে তিনি সেই ব্যক্তি যাকে *"…পিতা পবিত্র করিলেন ও জগতে প্রেরণ করিলেন…"* (যোহন 10:36)।

যীশু এই নিশ্চয়তা সহকারে চলাফেরা করেছিলেন যে *"পিতা যে সমস্ত আমাকে দেন, সে সমস্ত আমারই কাছে আসিবে"* (যোহন 6:37)। যে লোকেদের নির্ধারিত করা হয়েছে তাঁর কাছে আসার জন্য তারা অবশ্যই আসবে। তিনি এটাও জানতেন যে তারা পিতার হাতে সুরক্ষিত রয়েছে। *"আমার পিতা, যিনি তাহাদের আমাকে দিয়াছেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা মহান্; এবং কেহই পিতার হস্ত হইতে কিছুই কাড়িয়া লইতে পারে না"* (যোহন 10:29)।

যীশু সম্পূর্ণ রূপে সুনিশ্চিত ছিলেন যে পিতা তাঁর সাথে সর্বদা ছিলেন। *"…কেননা আমি একা নহি, কিন্তু আমি আছি, এবং পিতা আছেন, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন"*(যোহন 8:16)। *"আর যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন; তিনি আমাকে একা ছাড়িয়া দেন নাই…"*(যোহন 8:29)। *"…দেখ, এমন সময় আসিতেছে, বরং আসিয়াছে, যখন তোমরা ছিন্নভিন্ন হইয়া প্রত্যেকে আপন আপন স্থানে যাইবে, এবং আমাকে একাকী পরিত্যাগ করিবে; তথাপি আমি একাকী নহি, কারণ পিতা আমার সঙ্গে আছেন"*(যোহন 16:32)।

যীশু এমন একটা জীবন যাপন করেছিলেন যেটা সর্বদা পিতাকে সন্তুষ্ট করেছিল। *"…কেননা আমি সর্ব্বদা তাঁহার সন্তোষজনক কার্য্য করি"*(যোহন 8:29)। তিনি পিতার অধীনে বশীভূত হয়ে জীবনযাপন করেছিলেন। *"…কারণ পিতা আমা অপেক্ষা মহান্"*(যোহন 14:28)। *"…আমি পিতাকে প্রেম করি, এবং পিতা আমাকে যেরূপ আজ্ঞা দিয়াছেন, আমি সেইরূপ করি"*(যোহন 18:31)। *"…আমিও আমার পিতার আজ্ঞা সকল পালন করিয়াছি, এবং তাঁহার প্রেমে অবস্থিতি করিতেছি"*(যোহন 15:10)।

যীশু তাঁর পিতাকে মহিমান্বিত করার জন্য জীবনযাপন করেছিলেন। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন, *"পিতঃ, তোমার নাম মহিমান্বিত কর"*(যোহন 12:28)। *"…আমি পৃথিবীতে তোমাকে মহিমান্বিত করিয়াছি"*(যোহন 17:4)।

পিতার নামকে প্রদর্শন করেছিলেন ও ঘোষণা করেছিলেন

যোহন ১৭ অধ্যায়ে পিতার কাছে তাঁর প্রার্থনাতে, যীশু পিতার নামকে ব্যবহার করার উল্লেখ করেছেন। এই কথাগুলি থেকে আমরা কিছু অন্তর্দৃষ্টি লাভ করি।

যোহন 17:6,26
6 জগতের মধ্য হইতে তুমি আমাকে যে লোকদের দিয়াছ, আমি তাহাদের কাছে তোমার নাম প্রকাশ করিয়াছি। তাহারা তোমারই ছিল, এবং তাহাদের তুমি আমাকে দিয়াছ, আর তাহারা তোমার বাক্য পালন করিয়াছে।
26 আর আমি ইহাদিগকে তোমার নাম জানাইয়াছি, ও জানাইব; যেন তুমি যে প্রেমে আমাকে প্রেম করিয়াছ, তাহা তাহাদিগেতে থাকে, এবং আমি তাহাদিগেতে থাকি।

যোহন 19:6,26 (BCV)
6 "এই জগতের মধ্য থেকে তুমি যাদের আমাকে দিয়েছিলে, তাদের কাছে আমি তোমাকে প্রকাশ করেছি। তারা তোমারই ছিল, তুমি তাদের আমাকে দিয়েছ। তারা তোমার বাক্য পালন করেছে।
26 তোমাকে আমি তাদের কাছে প্রকাশ করেছি এবং তা প্রকাশ করতেই থাকব, যেন আমার প্রতি তোমার যে প্রেম, তা তাদের মধ্যে থাকে এবং আমি স্বয়ং যেন তাদের মধ্যে থাকি।"

বাংলা কেরি সংস্করণে আক্ষরিক অনুবাদটি দেওয়া হয়েছে "আমি তোমার নাম প্রকাশ করিয়াছি", BCV সংস্করণে কথাটির অর্থ বের করে আনে *"আমি তোমাকে প্রকাশ করেছি"*। এটা স্পষ্ট করে যে যীশুর আসার, এবং পিতার নামে কথা বলার ও কাজ করার উদ্দেশ্য ছিল পিতাকে প্রকৃত ভাবে লোকেদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। একইভাবে, যীশুর নামে যাওয়ার উদ্দেশ্য এই যে আমরাও যেন প্রকৃত ভাবে প্রকাশ করি যে যীশু কে।

যীশুর আসার, এবং পিতার নামে কথা বলার ও কাজ করার উদ্দেশ্য ছিল পিতাকে প্রকৃত ভাবে লোকেদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। একইভাবে, যীশুর নামে যাওয়ার উদ্দেশ্য এই যে আমরাও যেন প্রকৃত ভাবে প্রকাশ করি যে যীশু কে।

তাঁর নামের দ্বারা সুরক্ষিত রাখা হয়েছে

যোহন 17:11-12
11 আমি জগতে আর থাকব না, কিন্তু ওরা এখনও জগতে আছে। আমি তোমার কাছে যাচ্ছি। পবিত্র পিতা, যে নাম তুমি আমাকে দিয়েছ, তোমার সেই নামের শক্তিতে তাদের রক্ষা করো। আমরা যেমন এক, তারাও যেন তেমনই এক হতে পারে।
12 তাদের সঙ্গে থাকার সময় যে নাম তুমি আমাকে দিয়েছ, সেই নামে আমি তাদের রক্ষা করে নিরাপদে রেখেছি। সেই বিনাশ-সন্তান ছাড়া তাদের মধ্যে আর কেউ বিনষ্ট হয়নি, যেন শাস্ত্রবাক্য পূর্ণ হয়।

যীশু "রেখেছি" (গ্রীক *tereo*) শব্দটি উভয় 11 ও 12 পদে ব্যবহার করেছেন যার অর্থ হল আগলে রাখা, সুরক্ষিত রাখা, তাদের উপর নজর রাখা। যীশু যখন শারীরিক রূপে, পিতার নামে, অর্থাৎ পিতার কর্তৃত্ব সহকারে তাঁর শিষ্যদের সাথে ছিলেন, তখন যীশু তাঁর লোকেদের উপরে একটা আত্মিক সুরক্ষা বিস্তার করেছিলেন যাদেরকে তাঁর কাছে দেওয়া হয়েছিল। এবং এখন যখন তিনি জানতেন যে তাঁর চলে যাওয়ার সময় নিকটে আসছে, তিনি একই প্রকারের আত্মিক সুরক্ষা চেয়েছিলেন তাঁর শিষ্যদের জন্য, যেটা তাঁর পিতার নামে উপলব্ধ ছিল। এটা আমাদের শেখায় যে আমরাও যীশুর নামে সেই সকল লোকেদের উপর আত্মিক সুরক্ষা বিস্তার করতে পারি যাদের জন্য আমরা যত্ন নিই, এবং যাদের দায়িত্ব আমাদের হাতে সঁপে দেওয়া হয়েছে।

একটা জীবন যেটা পিতার সাথে সম্পূর্ণ সংযুক্ত থেকে যাপন করেছিলেন

যোহন 20:21
যীশু আবার বললেন, "তোমাদের শান্তি হোক! পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করেছেন, আমিও তেমনই তোমাদের প্রেরণ করছি।"

যীশু কীভাবে পিতার নামে কাজ করতেন, সেটা লক্ষ্য করার মধ্যে দিয়ে আমরা অনেক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করি যে শিষ্যদের ক্ষেত্রে যীশুর নাম ব্যবহার করার অর্থ কী। আমাদের জন্য "যীশুর নামেতে" বলা একটা বাক্যাংশের থেকেও বড় কিছু। "যীশুর নামে" উল্লেখ করা আমাদের কাছে যেন সেই অর্থটিকে বোঝায় যেটা "আমার পিতার নামে" কথাটির অর্থ যীশুর কাছে ছিল। এটি সবকিছুকে স্পর্শ করেছিল। পার্থিব জীবনে সবকিছু এই সত্য থেকে প্রবাহিত হয়েছিল যে তিনি এখানে তাঁর পিতার নামে ছিলেন। এটা এমন একটা জীবন ছিল যেটা সম্পূর্ণ ভাবে পিতার সাথে সংযুক্ত থেকে যাপন করেছিলেন।

আমরা যীশুর এই কথাটিকে: *"আমি আমার পিতার নামে এসেছি"* পিতার সাথে তাঁর ব্যক্তিগত গমনাগমন করার থেকে আলাদা করতে পারব না। তিনি যে পিতার নামে এসেছিলেন, এই কথাটির অর্থ এই যে তিনি পিতার সাথে একটা নির্দিষ্ট ভাবে গমনাগমন করেছিলেন - পিতার সাথে সম্পূর্ণ ভাবে যুক্ত থেকে গমনাগমন করা। একইভাবে, আমরাও যেন আমাদের জীবনে যীশুর নামটিকে ব্যবহার করাকে প্রভু যীশুর সাথে দৈনন্দিন জীবনে গমনাগমন করার থেকে আলাদা না করি। আমরা যীশুতে রয়েছি এবং তিনি আমাদের মধ্যে রয়েছেন। যীশুর সাথে এই সংযোগ এবং কীভাবে এটাকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করছি সেটা আমাদের যীশুর নামকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

যীশুর এই পৃথিবীতে যেভাবে পিতার সাথে সংযুক্ত থেকে জীবনযাপন করেছিলেন, সেটা একটা আদর্শ ও উদাহরণ যে আমাদের কেমন ভাবে যীশুর সাথে সংযুক্ত থেকে জীবনযাপন করা উচিৎ। *"জীবন্ত পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করেছেন এবং আমি যেমন পিতারই জন্য জীবনধারণ করি, আমাকে যে ভোজন করে, সে ও তেমনই আমার জন্য জীবনধারণ করবে"* (যোহন 6:57)। *"সেদিন তোমরা উপলব্ধি করবে যে, আমি পিতার মধ্যে বিরাজ করি, তোমরা আমার মধ্যে এবং আমি তোমাদের মধ্যে বিরাজ করি"* (যোহন 14:20)। *"তাঁর মধ্যে বাস করছে বলে যে দাবি করে, সে অবশ্যই যীশু যেমন জীবনাচরণ করতেন, তেমনই করবে"* (1 যোহন 2:6)।

একজন বিশ্বাসীর দ্বারা যীশুর নামটি ব্যবহার করা যদিও প্রভু যীশুর দ্বারা দেওয়া কর্তৃত্বকে চিহ্নিত করে, তবুও এটা এর চেয়েও বেশী কিছু। এটি হল আমাদের পরিচয় সম্পর্কিত, কীভাবে আমরা আমাদের জীবন যাপন করি, কী আমরা বলি ও করি। এটি একটি জীবন যেটা যীশুর সাথে সম্পূর্ণ ভাবে সংযুক্ত থেকে যাপন করি। এটি হল সম্পূর্ণ ভাবে এবং সকল ভাবে, সকল কিছুতে এবং সকল সময়ে যীশুকে প্রতিনিধিত্ব করার বিষয়।

যীশু পিতার নামে এসেছিলেন। তিনি আমাদেরকে তাঁর নামে প্রেরণ করেছেন। যেমন ভাবে যীশু পিতার সাথে সংযুক্ত থেকে গমনাগমন করেছিলেন তেমন ভাবে আমরাও যেন যীশুর সাথে সংযুক্ত থেকে গমনাগমন করি, যাতে তাঁর নামকে ব্যবহার করার মধ্যে দিয়ে তাঁকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারি।

চিন্তাভাবনা

1. পর্যালোচনা করুন যে যীশু এই কথাটির দ্বারা কী বলতে চেয়েছেন, ‘‘আমি আমার পিতার নামে এসেছি’’। এই ক্ষেত্রে এই কথাটির অর্থ কী:

(ক) তাঁর কর্তৃত্বের উৎস - পিতা আমাকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন।

(খ) তাঁর দায়িত্বভারের উদ্দেশ্য - পিতাকে প্রকাশ করা ও মহিমান্বিত করা।

(গ) তাঁর দৈনন্দিন জীবনে চলাফেরা - পিতার সাথে সম্পূর্ণ ভাবে সংযুক্ত থাকা, এবং

(ঘ) পরিচর্যার প্রতি তাঁর অভিগমন - পিতা যা বলেছিলেন তিনি তাই বলেছিলেন, পিতা যা করেছিলেন তিনি তাই করেছিলেন।

কীভাবে আমরা এটাকে অনুকরণ করতে পারি যখন আমরা ‘‘যীশুর নামে’’ এগিয়ে যাই?

5. তাঁর নামকে ব্যবহার করার অধিকার

যেমন আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, প্রভু যীশু তাঁর বারোজন প্রেরিতদের এবং পরবর্তী সময়ে আরও সত্তর জন শিষ্যদের পাঠিয়েছিলেন তাঁকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এবং তিনি যা প্রচার করতে, তা প্রচার করার জন্য এবং তিনি যা করতেন তাই করার জন্য—সুস্থতা, মুক্ত করা এবং অলৌকিক কাজ করা—তাঁর নামকে ব্যবহার করার মধ্যে দিয়ে। তাই এই লোকেরা "নাসরৎ-এর যীশু খ্রীষ্টের নামে" অলৌকিক কাজ করেছিল।

প্রথম শতাব্দীর শিষ্যেরা

যীশুর সুসমাচারগুলিতে আমরা লক্ষ্য করি যে যীশু তাঁর বারোজন প্রেরিতদের প্রেরণ করলেন যাতে তারা বেরিয়ে গিয়ে তাঁর কাজগুলি করে।

মথি 10:1,7-8 (এছাড়াও দেখুন মার্ক 6:7,12-13)
1 যীশু তাঁর বারোজন শিষ্যকে তাঁর কাছে ডাকলেন। তিনি তাঁদের অশুচি আত্মা তাড়ানোর এবং সমস্ত রকম রোগ ও পীড়া ভালো করার ক্ষমতা দিলেন।
7 তোমরা যেতে যেতে এই বার্তা প্রচার কোরো: 'স্বর্গরাজ্য সন্নিকট।'
8 তোমরা পীড়িতদের সুস্থ কোরো, মৃতদের উত্থাপন কোরো, যাদের কুষ্ঠরোগ আছে, তাদের শুচিশুদ্ধ কোরো, ভূতদের তাড়িও। তোমরা বিনামূল্যে পেয়েছ, সেইরূপ বিনামূল্যেই দান কোরো।

লূক 9:1-2,6,10
1 যীশু সেই বারোজনকে আহ্বান করে তাদের দুষ্টাত্মা বিতাড়নের এবং রোগনিরাময় করার ক্ষমতা ও অধিকার দিলেন।
2 তিনি তাঁদের ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে প্রচার ও পীড়িতদের আরোগ্য দান করার জন্য প্রেরণ করলেন।
6 সেইমতো তাঁরা যাত্রা করলেন এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে সুসমাচার প্রচার করলেন, সর্বত্র করলেন লোকদের রোগনিরাময়।
10 প্রেরিতশিষ্যেরা ফিরে এসে যীশুকে তাঁদের কাজের বিবরণ দিলেন। তিনি তখন তাঁদের সঙ্গে নিয়ে বেথসৈদা নগরের দিকে একান্তে যাত্রা করলেন।

যদিও আমাদের কাছে বিস্তারিত ভাবে লেখা নেই যে যীশু কীভাবে বারোজন প্রেরিতদের তাঁর নামকে ব্যবহার করার জন্য শিক্ষা দিয়েছিলেন, তবুও আমরা এটা জানি যে তারা তাঁর নামকে ব্যবহার করেছিল। লূক ৯ অধ্যায়ে, প্রেরিতদের ঠিক প্রেরণ করার পরেই, এই কথাগুলি লেখা আছে:

লূক 9:49-50
49 যোহন বললেন, "প্রভু, আমরা একজনকে আপনার নামে দুষ্টাত্মা দূর করতে দেখে, তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছিলাম, কারণ সে আমাদের কেউ নয়।"
50 যীশু বললেন, "তাকে নিষেধ কোরো না, কারণ যে তোমাদের বিপক্ষে নয়, সে তোমাদের সপক্ষে।"

স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে একজন ব্যক্তি, যে এই বারোজনের মধ্যে একজন নয়, যা কিছু ঘটছিল, সে সেই বিষয়গুলিকে "ধরে ফেলেছিল"। সেই ব্যক্তিটি নিশ্চয়ই যীশুকে দেখেছিল ও শুনেছিল, যীশুকে মসীহ বলে, ঈশ্বরের পুত্র বলে বিশ্বাস করেছিল, এবং তারপর যীশুর নাম ব্যবহার করে মন্দ আত্মাদের দূর করার জন্য ও অলৌকিক কাজ করার জন্য এগিয়ে এসেছিল (দেখুন মার্ক 9:28-30)। তাই, আমরা জানতে পারি যে প্রেরিতেরা নাসরৎ-এর যীশু খ্রীষ্টের নামটিকে সাহসের সাথে ব্যবহার করেছিল তাঁর কাজগুলি করার জন্য, এবং একইভাবে আরও একজন ব্যক্তি করেছিল।
যীশু আরও সত্তর জন অনুগামীদেরকে নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাদেরকেও একই কর্মভার দিলেন, যা তিনি বারোজন প্রেরিতদের দিয়েছিলেন।

লূক 10:1,9,17-19
1 এরপর প্রভু আরও বাহাত্তর জনকে নিযুক্ত করলেন এবং যে সমস্ত নগরে ও স্থানে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন, তার আগেই তিনি দুজন দুজন করে তাঁদের সেইসব স্থানে পাঠিয়ে দিলেন।
9 সেখানকার পীড়িতদের নিরাময় কোরো। তাদের বোলো, 'ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের সন্নিকট।'
17 সেই বাহাত্তর জন শিষ্য সানন্দে ফিরে এসে বললেন, "প্রভু, আপনার নামে ভূতেরাও আমাদের অধীনতা স্বীকার করে।"
18 তিনি উত্তর দিলেন, "আমি আকাশ থেকে বিদ্যুতের মতো শয়তানকে পতিত হতে দেখেছি।
19 আমি তোমাদের সাপ ও কাঁকড়াবিছে পদতলে দলিত করার এবং শত্রুর সমস্ত ক্ষমতার উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার দান করেছি। কোনো কিছুই তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।

এটা অত্যন্ত স্পষ্ট করে যে প্রেরিতেরা এবং শিষ্যেরা প্রচার করেছিল এবং যীশুর নামেতে সুস্থ করার ও মুক্ত করার পরাক্রমশালী কাজ করেছিল। তারা যীশুর নামকে ব্যবহার করে পরিণাম দেখে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছিল: *"প্রভু, আপনার নামে ভূতেরাও আমাদের অধীনতা স্বীকার করে।"* যীশু তখন ব্যাখ্যা করে তাঁর নামের ব্যবহার করার মধ্যে দিয়ে কতটা কর্তৃত্ব তারা লাভ করতে পারে, সেটা বললেন। যে কর্তৃত্বে তারা গমনাগমন করেছিল, সেটা হল *"শত্রুর সমস্ত ক্ষমতার উপর"।* এবং তাদেরকে শত্রুর আক্রমণকে ভয় করার প্রয়োজন ছিল না কারণ যীশু বলেছিলেন, *"কোনো কিছুই তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না"।*

যীশু নাম আমাদেরকে সকল মন্দ আত্মা ও শয়তানের শকল
শক্তির উপর কর্তৃত্ব প্রদান করে।

যীশু তাঁর নামকে ব্যবহার করার অধিকার সকল বিশ্বাসীদের কাছে এগিয়ে দিয়েছেন

যোহনের সুসমাচারে লেখা আছে যে যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন তাঁর কাজ করার ক্ষেত্রে ও প্রার্থনার করার ক্ষেত্রে তাঁর নামকে ব্যবহার করার বিষয়ে। শাস্ত্রাংশগুলিকে আমরা এখানে উল্লেখ করেছি, এবং পরবর্তী সময়ে বিস্তারিত ভাবে আবার সেইগুলিকে বিবেচনা করে দেখবো।

যোহন 14:12-14
12 সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে আমাতে বিশ্বাস করে, আমি যে সকল কার্য্য করিতেছি, সেও করিবে, এমন কি, এ সকল হইতেও বড় বড় কার্য্য করিবে; কেননা আমি পিতার নিকটে যাইতেছি;
13 আর তোমরা আমার নামে যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, তাহা আমি সাধন করিব, যেন পিতা পুত্রে মহিমান্বিত হন।
14 যদি আমার নামে আমার কাছে কিছু যাচ্ঞা কর, তবে আমি তাহা করিব।

যোহন 16:23-24
23 আর সেই দিনে তোমরা আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না। সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, পিতার নিকটে যদি তোমরা কিছু যাচ্ঞা কর, তিনি আমার নামে তোমাদিগকে তাহা দিবেন।
24 এ পর্য্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছু যাচ্ঞা কর নাই; যাচ্ঞা কর, তাহাতে পাইবে, যেন তোমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়।
নীচে দেওয়া কথাগুলিকে বিবেচনা করুন।

যোহন 14:12-14 পদে প্রেক্ষাপট হল সকল বিশ্বাসীরা সেই কাজগুলি করবে যা যীশু করেছেন, এমনকি তাঁর স্বর্গারোহণের পর এবং পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করার পর তারা আরও বেশী কাজ করবে। যোহন 16:23-24 পদের "আর সেই দিনে" বলতে তাঁর পুনরুত্থানের পরের সময়কে বোঝাচ্ছে, যেখানে আমরা রয়েছি।

তাই, যীশুর কাজগুলি করার জন্য এবং এমনকি আরও বেশী কাজ করার জন্য যীশুর নামকে ব্যবহার করার অধিকার সকল বিশ্বাসীদেরকে দেওয়া হয়েছে। যীশুর নাম ব্যবহার করার অধিকার সকল বিশ্বাসীদেরকে দেওয়া হয়েছে যা আমাদের অনুরোধগুলিকে সরাসরি পিতার সামনে নিয়ে আসে এবং সেইগুলিকে উত্তর দিয়ে থাকে।

প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে তাঁর নামের ব্যবহারের আরও অনেক দিক সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। আগামী অধ্যায়গুলিতে বিষয়গুলি আমরা আবিষ্কার করবো।

তাঁর পুনরুত্থানের পর, মহান কার্যভারে আমরা আরও একবার লক্ষ্য করি যে তিনি আমাদেরকে, অর্থাৎ প্রত্যেক বিশ্বাসীদেরকে তাঁর নাম ব্যবহার করার অধিকার দিয়েছেন।

মার্ক 16:17-19
17 আর যাহারা বিশ্বাস করে, এই চিহ্নগুলি তাহাদের অনুবর্ত্তী হইবে; তাহারা আমার নামে ভূত ছাড়াইবে, তাহারা নূতন নূতন ভাষায় কথা কহিবে,
18 তাহারা সর্প তুলিবে, এবং প্রাণনাশক কিছু পান করিলেও তাহাতে কোন মতে তাহাদের হানি হইবে না; তাহারা পীড়িতদের উপরে হস্তার্পণ করিবে, আর তাহারা সুস্থ হইবে।
19 তাঁহাদের সহিত কথা কহিবার পর প্রভু যীশু ঊর্দ্ধে, স্বর্গে গৃহীত হইলেন, এবং ঈশ্বরের দক্ষিণে বসিলেন।

এই আদেশের মধ্যে একটা বিষয় রয়েছে যে যতজন বিশ্বাস করে, প্রত্যেক বিশ্বাসীরা, যীশুর নামকে ব্যবহার করে সেই সকল কাজ করতে পারে যা যীশু উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেক বিশ্বাসীরা মন্দ আত্মাদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে পারে, তাদের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করতে পারে ও তাদেরকে বিতাড়িত করতে পারে। যদি এমন কোনো পরিস্থিতি এসে পড়ে যেখানে তাদেরকে বিপদজনক ও ভয়ানক বিষয় করতে হতে পারে (যেমন, সাপ তুলে নেও, প্রাণনাশক কিছু পান করে নেওয়া, ইত্যাদি) তখন তারা যীশুর নামে অক্ষত থাকবে। তারা যীশুর নামে অসুস্থদের সুস্থ করে তুলবে।

প্রত্যেক বিশ্বাসীদেরকে মোক্তারনামা (power of attorney) দেওয়া হয়েছে

আজকের ভাষায় আমরা বলবো যে যীশু আমাদেরকে "মোক্তারনামা" দিয়েছেন, যেটা হল একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য তাঁর নামকে ব্যবহার করার অধিকার।

অত্যন্ত বিস্তারিত আইনত বিষয়গুলির মধ্যে না গিয়ে, সরল ভাবে এটাই বোঝা যায়, এই মোক্তারনামা নির্ভর করে (ক) কে সেই নামের পিছনে রয়েছে - সেই বিষয়ে আপনি সেই ব্যক্তিকে প্রতিনিধিত্ব করছেন, (খ) কতটা পরিমাণে ব্যবহার করা হবে - আপনি নামটি অমুক অমুক বিষয়ে ব্যবহার করতে পারেন, এবং (গ) কত দিন পর্যন্ত সেই মোক্তারনামা কার্যকারী থাকবে।

যীশু আমাদেরকে তাঁর নাম ব্যবহার করার সৌভাগ্য ও অধিকার দিয়েছেন। তিনি তাঁর নামের পিছনে রয়েছেন। আমরা সময় নিয়ে দেখেছি সেই ব্যক্তির মহানতা যিনি আমাদেরকে সৌভাগ্য প্রদান করেছেন তাঁর নামকে ব্যবহার করার জন্য। হয়তো আমাদের হৃদয় ও মন কখনই সম্পূর্ণ ভাবে বুঝতে পারবে না, আমাদের কথা ও শব্দ অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হবে সেই মহান সৌভাগ্যকে বর্ণনা করার জন্য যা আমাদেরকে যীশুর মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আমরা এখানে রয়েছি যীশুকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য, তাঁকে প্রকাশ করার জন্য, তাঁর রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তাঁর মণ্ডলীকে গেঁথে তোলার জন্য, লোকেদের সেবা করার জন্য, পিতাকে মহিমান্বিত করার জন্য এবং তাঁর নামেতে তাঁর কাজ করার জন্য। তিনি আমাদেরকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন তাঁকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য।

শাস্ত্র থেকে যতটা আমরা জানতে পারি, মণ্ডলী, সাধুগণ, যীশুকে উভয় এই যুগে (যেটাকে "মণ্ডলীর যুগ" বলা হয়) এবং হাজার বছরের যুগে (যীশুর হাজার বছর রাজত্ব করার কালে) প্রতিনিধিত্ব করবে। তাই আমাদের মোক্তারনামার মেয়াদ খুব শীঘ্রই ফুরিয়ে যাচ্ছে না!

যীশু প্রত্যেক বিশ্বাসীদেরকে, একটি ছোট শিশু থেকে একজন বয়স্ক ব্যক্তি পর্যন্ত, এই মোক্তারনামা দিয়েছেন, তাঁকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সৌভাগ্য ও অধিকার দিয়েছেন। আমাদের প্রত্যেকে তাঁর নামের শক্তিতে ও কর্তৃত্ব চলাফেরা করতে পারে। কি সৌভাগ্য আমাদের! আমাদের হৃদয় যেন এটা বুঝতে পারে! আমরা যেন উঠি এবং সেই শক্তি ও কর্তৃত্বে চলি যেটা আমাদেরকে যীশুর পরাক্রমশালী নামেতে দেওয়া হয়েছে।

যীশু প্রত্যেক বিশ্বাসীদেরকে, একটি ছোট শিশু থেকে
একজন বয়স্ক ব্যক্তি পর্যন্ত, এই মোক্তারনামা দিয়েছেন,
তাঁকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সৌভাগ্য ও
অধিকার দিয়েছেন।

চিন্তাভাবনা

1. এই অধ্যায়ে দেওয়া শাস্ত্রাংশগুলিকে পর্যালোচনা করুন যেগুলি স্পষ্ট ভাবে দেখায় যে প্রত্যেক বিশ্বাসীদেরকে যীশুর নাম ব্যবহার করে পরাক্রমশালী কাজ করার ও প্রার্থনা করার সৌভাগ্য দেওয়া হয়েছে।

2. বিশ্বাসীদের মোক্তারনামার মেয়াদ যদি এখনও থাকে, তাহলে এটা বলা কি সঠিক হবে যে মণ্ডলীর জন্য অলৌকিক কাজ হওয়ার দিন চলে গিয়েছে প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলীর যুগ শেষ হওয়ার সাথে সাথে (অথবা যখন শেষ প্রেরিত মারা গিয়েছিলেন)? যীশু কি কোথাও ইঙ্গিত করেছেন যে এই মোক্তারনামার বিস্তার শাস্ত্র লেখার পর পরিবর্তিত হবে?

6. যীশুর নামেতে ঈশ্বর পবিত্র আত্মা এখানে রয়েছেন

যোহন 14:16-18,26
16 আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব, এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন;
17 তিনি সত্যের আত্মা; জগৎ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কেননা সে তাঁহাকে দেখে না, তাঁহাকে জানেও না; তোমরা তাঁহাকে জান, কারণ তিনি তোমাদের নিকটে অবস্থিতি করেন ও তোমাদের অন্তরে থাকিবেন।
18 আমি তোমাদিগকে অনাথ রাখিয়া যাইব না, আমি তোমাদের নিকটে আসিতেছি।
26 কিন্তু সেই সহায়, পবিত্র আত্মা, যাঁহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন, এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সে সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন।

পবিত্র আত্মার বিষয়ে উল্লেখ করার ক্ষেত্রে, যীশু বলেছেন যে পবিত্র আত্মা হলেন *"আর এক সহায়"* অথবা *'allos parakletos'*/'*allos*' শব্দটির অর্থ হল একই প্রকারের আরেকটি (যেমন: দুটো আপেল), কিন্তু '*heteros*' শব্দটির অর্থ হল আর একটি, কিন্তু ভিন্ন প্রকারের (যেমন: একটি আপেল ও একটি কমলা লেবু)। পবিত্র আত্মা হলেন ঈশ্বর এবং ত্রিত্ব ঈশ্বরের একজন ব্যক্তি (1 যোহন 5:7)। পবিত্র আত্মা সম্পূর্ণ ভাবে পিতাকে ও পুত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে। পবিত্র আত্মা সম্পূর্ণ ভাবে যীশুর মতো এবং সম্পূর্ণ ভাবে যীশুকে প্রতিনিধিত্ব করেন, তাই, পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করার বিষয়ে বলার সময়ে যীশু বলেছেন, *"আমি তোমাদের নিকটে আসিতেছি"*/পবিত্র আত্মা এতটাই সম্পূর্ণ ভাবে যীশুকে প্রতিনিধিত্ব করেন যে তাঁকে "খ্রীষ্টের আত্মা" ও বলা হয়ে থাকে (রোমীয় 8:9; 1 পিতর 1:11) এবং *"তাঁর পুত্রের আত্মা"* বলা হয়ে থাকে (গালাতীয় 4:6)।

পবিত্র আত্মাকে যীশুর নামেতে প্রেরণ করা হয়েছিল। *"আমার নামেতে"* কথাটির অর্থ হল *"আমার স্থানে, আমার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ও আমার হয়ে কাজ করার জন্য"*/পবিত্র আত্মা এখানে যীশুর স্থানে রয়েছেন, সম্পূর্ণ ভাবে তাঁকে প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং তাঁর হয়ে কাজ করছেন। এর অর্থ এই যে পবিত্র আত্মা যীশুকে প্রকাশ করবেন, তাঁর পরিচয় দেবেন, এবং যীশু যা কিছু করতেন ও বলতেন, তিনি তাই বলবেন ও করবেন।

পবিত্র আত্মা এখানে যীশুর স্থানে রয়েছেন, সম্পূর্ণ ভাবে
তাঁকে প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং তাঁর হয়ে কাজ করছেন।

যোহন 15:26-27
26 যাঁহাকে আমি পিতার নিকট হইতে তোমাদের কাছে পাঠাইয়া দিব, সত্যের সেই আত্মা, যিনি পিতার নিকট হইতে বাহির হইয়া আইসেন—যখন সেই সহায় আসিবেন—তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন।
27 আর তোমরাও সাক্ষী, কারণ তোমরা প্রথম হইতে আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ।

পবিত্র আত্মা সাক্ষ্য দেন, সাক্ষ্য বহন করেন, যীশুকে প্রকাশ করেন। এবং আমাদেরকেও একই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে - যীশুর সাক্ষ্য বহন করার জন্য, যীশুর হয়ে কথা বলার জন্য ও তাঁকে প্রকাশ করার জন্য।

যোহন 16:14
তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন; কেননা যাহা আমার, তাহাই লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন।

পবিত্র আত্মা এখানে যীশুর নামে রয়েছেন এবং সেই ভাবেই কথা বলেন ও কাজ করেন, যাতে যীশু গৌরবান্বিত হন। এবং এটা আমাদেরও দায়িত্ব, এই পৃথিবীতে যীশুকে মহিমান্বিত করা।

একটা গুরুত্বপূর্ণ সত্য আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের মধ্যে দিয়ে কাজ করেন। তাই যীশুর নামেতে আসার ক্ষমতায়, পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের সাথে সহযোগিতায় যীশুর কাজকে পূর্ণ করার জন্য অন্বেষণ করেন।

ঠিক যেমন ভাবে পবিত্র আত্মা যীশুর নামেতে এসেছেন, আমাদেরকেও যীশুর নামেতে প্রেরণ করা হয়েছে। তাই যখন আমরা বলি "যীশুর নামে" তখন আমরা একা দাঁড়িয়ে নই। ঈশ্বরের আত্মা আমাদের সাথে রয়েছেন যখন আমরা যীশুর নামে কথা বলি ও কাজ করি। আমরা যা কিছু যীশুর নামেতে করি, সেই সবকিছু কাজে তিনি আমাদের সাথে রয়েছেন। যে বিশ্বাসী যীশুর নামে চলাফেরা করে নিশ্চিত হতে পারে যে ঈশ্বরের আত্মা তাঁর সাথে রয়েছেন। ঈশ্বরের আত্মা আমাদের মধ্যে ও মধ্যে দিয়ে কাজ করবেন এমন ভাবে যাতে যীশু মহিমান্বিত হন এবং সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের মধ্যে দিয়ে যীশু প্রকাশিত হন। বাস্তবে আমরা নিশ্চয়তা লাভ করতে পারি যে তিনি আমাদের থেকেও এই সব পূর্ণ করার জন্য বেশী আগ্রহী! আমরা এখানে যীশুর নামেতে, পবিত্র আত্মার সাথে একসঙ্গে রয়েছি!

যেমন প্রেরিতেরা বলেছিলেন: *"এই সকল বিষয়ের আমরা সাক্ষী, এবং যে আত্মা ঈশ্বর আপন আজ্ঞাবহদিগকে দিয়াছেন, সেই পবিত্র আত্মাও সাক্ষী"* (প্রেরিত্ 5:32)।

চিন্তাভাবনা

1. যীশুর নামেতে পবিত্র আত্মা এখানে রয়েছেন। বিশ্বাসীদেরকেও যীশুর নামেতে প্রেরণ করা হয়েছে। চিন্তাভাবনা করুন যে এইগুলি একটা বিশ্বাসীর কাছে কী অর্থ রাখে। এর আলোকে, কীভাবে আমরা পবিত্র আত্মার সাথে আমাদের যোগাযোগ স্থাপন ও সহযোগিতাকে পরিবর্তন করবো।

7. কী ঘটে যখন আমরা যীশুর নাম ব্যবহার করি?

যখন আমরা বলি যে আমরা যীশুর নামেতে কিছু করছি অথবা বলছি, তখন আমরা ঠিক কী করে থাকি? যেমন উদাহরণ, আমরা যদি যীশুর নামে কোনো অসুস্থ ব্যক্তির উপর হাত রাখি অথবা অন্য কোনো ভাবে একজন অসুস্থ ব্যক্তির প্রতি পরিচর্যা করি, তখন আমরা ঠিক কী করে থাকি? যখন আমরা যীশুর নামেতে মন্দ আত্মাদের দূর হওয়ার জন্য আদেশ দিই, তখন আত্মিক ক্ষেত্রে বিষয়টি কী চিহ্নিত করে? যখন আমরা কোনো ঝড়কে (এটা কোনো পরিস্থিতি হতে পারে) থামার জন্য অথবা কোনো পাহাড়কে (কোনো বাধা অথবা প্রতিকূলতা হতে পারে) যীশুর নামে আদেশ দিই, তখন আমাদের কী আশা করা উচিৎ? যখন আমরা যীশুর নামেতে প্রার্থনা করি, কোনো কিছু সম্পন্ন করার জন্য পিতার কাছে যাচ্ঞা করি, তখন পিতা সেই বিনতিকে কী ভাবে দেখে থাকেন? আত্মিক ক্ষেত্রে, কী কী পরিবর্তন হতে থাকে যখন আমরা যীশুর নামকে ব্যবহার করি?

যখন আমরা বিশ্বাসী হিসেবে যীশুর নাম ব্যবহার করি তখন আমরা যীশুর দ্বারা দেওয়া মোক্তারনামা ব্যবহার করে থাকি। আমরা সেই কাজটি করি যেটা করার জন্য অধিকার আমাদের দেওয়া হয়েছে স্বয়ং প্রভু যীশুর দ্বারা। একটি ট্রাফিক পুলিশের কথা চিন্তা করুন। একটি রাস্তায় অনেক গাড়ি থাকতে পারে। কিন্তু যখন একজন ব্যক্তি ট্রাফিক পুলিশের উনিফর্ম পরে হাত তুলে গাড়িগুলিকে "থামতে" বলে, তখন সব গাড়ি থেমে যায়। শারীরিক ভাবে, সেই ব্যক্তির জন্য গাড়িগুলিকে থামানো একটি অসম্ভব বিষয়। কিন্তু যেহেতু সেই ব্যক্তিকে স্থানীয় সরকার অধিকার দিয়েছে, এবং সেই ব্যক্তি তার উনিফর্ম পরে সেই অধিকারকে ব্যবহার করেছে, তখন সব গাড়িচালকেরা তাঁর কর্তৃত্বকে চিনতে পারে এবং তাদের গাড়ি থামিয়ে দেয়। তুলনামূলক ভাবে, আমরা বলতে পারি যে যখন আমরা যীশুর নাম ব্যবহার করি, তখন আত্মিক ভাবে, স্বর্গীয় কর্তৃত্ব সহ আমাদের উনিফর্ম পরি, এবং এমন একটি ঘোষণা শোনাই যেটা আত্মিক জগত বুঝতে পারে ও আমাদের প্রতি সাড়া দিয়ে থাকে।

যখন আমরা বলি "যীশুর নামে" তখন আমরা সাহসের সাথে দেখাই যে আমাদের এই কাজের মধ্যে দিয়ে যীশুকে প্রতিনিধিত্ব করছি, তাঁর স্থানে, তাঁর হয়ে এবং তাঁর দেওয়া কর্তৃত্ব ও শক্তি ব্যবহার করে সেই কাজটি করছি, যেটা যীশু স্বয়ং করতেন যদি তিনি এখানে শারীরিক ভাবে উপস্থিত থাকতেন।

যখন আমরা বলি "যীশুর নামে" তখন আমরা সাহসের সাথে দেখাই যে আমাদের এই কাজের মধ্যে দিয়ে যীশুকে প্রতিনিধিত্ব করছি, তাঁর স্থানে, তাঁর হয়ে এবং তাঁর দেওয়া কর্তৃত্ব ও শক্তি ব্যবহার করে সেই কাজটি করছি, যেটা যীশু স্বয়ং করতেন যদি তিনি এখানে শারীরিক ভাবে উপস্থিত থাকতেন।

তাঁর নাম তাঁকে বিষয়টির মধ্যে নিযুক্ত করে। যীশু এখন এখানেই উপস্থিত আছেন। যীশু, তিনি তাঁর নামের মধ্যে রয়েছেন। তাঁর নামে তিনি উপস্থিত আছেন (মথি 18:20)। যে অসুস্থ ব্যক্তির উপর আমরা হাত রাখি, যেন তিনি নিজে সেই ব্যক্তির উপর হাত রাখছেন। যীশুর নামে যে আদেশ আমরা করে থাকি, যেন তিনি স্বয়ং সেই আদেশ করছেন। যীশু আমাদের মধ্যে দিয়ে কাজ করছেন।

তাঁর নাম স্বর্গীয় সমস্ত কর্তৃত্বকে সেই পরিস্থিতির মাঝে নিয়ে আসে। তাঁর নামের পিছনে যে রাজকীয়তা আছে, রাজ্যের যে শক্তি, কর্তৃত্ব ও আধিপত্য সেই নামের পিছনে আছে, এখন এই পরিস্থিতির মধ্যে এসে পড়ে। এখন কোনো কিছুই আর অসম্ভব নয়। সব কর্তৃত্ব তাঁর নামের মধ্যে রয়েছে। যখন আমরা অসুস্থতার বিরুদ্ধে যীশুর নামকে ব্যবহার করি, তখন অসুস্থতার কোনো ক্ষমতা নেই। যখন আমরা মন্দ আত্মার শক্তির বিরুদ্ধে যীশুর নামকে ব্যবহার করি, তখন মন্দ আত্মাদের কাছে কোনো কর্তৃত্ব থাকে না। তারা সেই নামের সামনে শক্তিহীন হয়ে পরে। যীশুর নামে, ঈশ্বরের রাজ্যের আধিপত্য সেই পরিস্থিতির মধ্যে এসে পরে।

তাঁর নামে তাঁর শক্তি উপস্থিত রয়েছে (1 করিন্থীয় 5:4)। যখন আমরা যীশুর নামকে ব্যবহার করি, তখন পবিত্র আত্মা, খ্রীষ্টের আত্মা, যাকে তাঁর নামে প্রেরণ করা হয়েছে, সেখানে উপস্থিত থাকেন। সর্বশক্তিমানের শক্তি সেখানে উন্মুক্ত হয়। পবিত্র আত্মার শক্তি আমাদের মুখ থেকে বেড়ানো আদেশমূলক কথাগুলির সাথে যুক্ত হয়, যেগুলি আমরা যীশুর নামে বলে থাকি।

যখন আমরা যীশুর নামে প্রার্থনা করি, তখন আমরা তাঁর স্থানে দাঁড়িয়ে থাকি, তাঁর হয়ে পিতার কাছে বিনতি করি। যেন যীশু স্বয়ং সেই বিনতি করছেন। আরও কোনো পথ হতে পারে না। আমাদের প্রার্থনা এখন আমাদের সাথে তাঁর নামকে বহন করে। এটা অর্থহীন হবে যদি আমরা "যীশুর নামে" প্রার্থনা করি কিন্তু আমাদের প্রার্থনার মধ্যে তাঁর নামকে না পাওয়ার আশা করি! যখন আমরা যীশুর নামে উল্লেখ করেছি, তখন আমাদের প্রার্থনাতে আমরা ব্যক্ত করি যে আমরা যীশুর হয়ে এই বিনতি করছি, তাঁর স্থানে, তাঁর হয়ে, সেইগুলি যাচ্ঞা করছি যেগুলি তিনি এখানে শারীরিক ভাবে উপস্থিত থাকলে যাচ্ঞা করতেন, এবং তাঁর সকল কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা আমাদের পিছনে রয়েছে।

সঠিক ও নিখুঁত ভাবে তাঁকে প্রতিনিধিত্ব করা

তাঁর নামে আমরা তাঁকে প্রতিনিধিত্ব করি সেই কাজটি করার জন্য ও সেই কথাগুলি বলার জন্য যা তিনি করতেন ও বলতেন। সুতরাং, এটা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা তাঁকে নিখুঁত ভাবে আমাদের কাজে ও কথায় তাঁকে প্রতিনিধিত্ব করি।

তাই, এটা জানাটা গুরুত্বপূর্ণ যে যেকোনো পরিস্থিতিতে যীশু কী করতেন অথবা বলতেন। আমরা যেন আমাদের মনকে নূতনীকৃত করি, অর্থাৎ আমাদের চিন্তাভাবনাকে, যীশুর সাথে সারিবদ্ধ করি যেমন আমরা তাঁকে সুসমাচারের মধ্যে লক্ষ্য করে থাকি। যেমন উদাহরণ, এখানে কয়েকটি বিষয় রয়েছে যেটা যীশুর চিন্তাভাবনা, কথাবার্তা, ও চলাফেরাকে চিত্রায়িত করে, যেমন আমরা সুসমাচারের মধ্যে দেখে থাকি।

একটা ঝড়ের মধ্যে যখন তাদের নৌকা প্রায় ডুবে যাচ্ছিল, যীশু সেখানে শান্ত ছিলেন। যখন তিনি জাগলেন, তিনি ঝড়ের সাথে মোকাবিলা করলেন, বায়ু ও ঢেউকে শান্ত হতে বললেন।

যখন বিষয় ও পরিস্থিতি খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে এগিয়ে যায়, যেমন জায়িরের মেয়ের ক্ষেত্রে হয়েছিল, যে মেয়েটি মারা গিয়েছিল যখন যীশু জায়িরের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন, যীশু শুধু বললেন, "ভয় পেও না, শুধু বিশ্বাস করো"। এবং সেই মেয়েটি বেঁচে উঠল।

যখন তাঁর সামনে পাঁচ হাজার পুরুহ, মহিলা ও শিশুদেরকে খাওয়ানোর প্রয়োজন দেখা দিল, তখন যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে বললেন ওদেরকে কিছু খাবার খেতে দিতে। এটা স্বাভাবিক ভাবে একটা অসম্ভব বিষয় ছিল, কিন্তু তবুও তিনি প্রার্থনা করলেন, পাঁচটি রুটি ও দুটো মাছকে সংখ্যায় বৃদ্ধি করে লোকেদের মাঝে বিরতন করলেন।

যখন তিনি সেই ব্যক্তির সাথে দেখা করলেন যে সবে যীশুর শিষ্যদের থেকে একটা আত্মিক ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছে, কারণ তারা সেই ব্যক্তির ছেলের মধ্যে থেকে মন্দ আত্মাদের দূর করতে পারেনি, তখন যীশু তাকে বললেন, *"তুমি যদি বিশ্বাস কর, তাহলে যে বিশ্বাস করে তার পক্ষে সবকিছুই সম্ভব"।*

লাসারের মৃত্যুর সময়ে যখন তিনি আশাহীন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন, এবং চারদিন হয়ে গয়েছে লাসার কবরের মধ্যে রয়েছেন, তখন যীশু বললেন, "তুমি যদি বিশ্বাস করো তাহলে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাবে"।

এটাই হল খ্রীষ্টের মন। এটাই হল যীশুর দৃষ্টিকোণ। এইভাবেই যীশু পরিস্থিতিগুলির প্রতি সাড়া দিয়ে থাকে। এটাই তিনি পিতার কাছ থেকে দেখেছেন ও শুনেছেন।

পবিত্র আত্মাকে শুনুন

যোহন 16:13-15
13 পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন।
14 তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন; কেননা যাহা আমার, তাহাই লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন।
15 পিতার যাহা যাহা আছে, সকলই আমার; এই জন্য বলিলাম, যাহা আমার, তিনি তাহাই লইয়া থাকেন, ও তোমাদিগকে জানাইবেন।

যীশুর নামে পবিত্র আত্মা এখানে আছেন। তিনি আমাদের মধ্যে রয়েছেন। তিনি সেই ব্যক্তি যিনি আমাদেরকে সকল সত্যে পরিচালনা করেন। যীশু যা কিছু বলেন তিনি সেইগুলি নিয়ে আমাদের কাছে বলেন। তাই, যীশুকে সঠিক ও নিখুঁত ভাবে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য, আমাদেরকে ঈশ্বরের আত্মার রব শুনতে শিখতে

হবে। তিনি খ্রীষ্টের মনকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেন (1 করিন্থীয় 2:9-16) যাতে আমরা জানতে পারি যে কী বলতে হবে ও করতে হবে, যাতে আমরা সঠিক ও নিখুঁত ভাবে যীশুকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারি।

চিন্তাভাবনা

1. বিভিন্ন আত্মিক গতিশীলতাগুলির উপর চিন্তাভাবনা করুন যেটা কার্যকারী হয়ে ওঠে যখন আমরা "যীশুর নামে" প্রার্থনা করি, কথা বলি এবং কাজ করি। কীভাবে এই প্রকাশ আপনার প্রার্থনা করার ধরণকে, ব্যক্তিগত পরিস্থিতিগুলির সম্মুখীন করার ধরণটিকে, এবং প্রয়োজনে লোকেদের কাছে পরিচর্যা করার ধরণটিকে পরিবর্তন করে?

2. খ্রীষ্টকে সঠিক ও নিখুঁত ভাবে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য, যখন আমরা প্রার্থনা করি, তাঁর নাম নিয়ে কথা বলি ও কাজ করি, তখন আমাদেরকে খ্রীষ্টের মনকে জানতে হবে (ক) সুসমাচারের মধ্যে তাঁকে কাছ থেকে লক্ষ্য করার মধ্যে দিয়ে এবং (খ) পবিত্র আত্মার কথা শোনার মধ্যে দিয়ে। এই দুটি ক্ষেত্রে নিজেকে মূল্যায়ন করুন। (১) আপনার কি মনে হয় যে আপনি ভাল ভাবে উপলব্ধি করতে পারেন যে যীশু প্রত্যেকটি পরিস্থিতিতে কেমন ভাবে চিন্তাভাবনা করবেন ও সাড়া দেবেন, যেমন আমরা সুসমাচারের মধ্যে দেখতে পাই? (২) আপনি কি দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে পবিত্র আত্মার কাছ থেকে যাচ্ঞা করা, শোনার জন্য আরামপ্রদ ও দক্ষ অনুভব করেন?

প্রস্তাবিত পাঠ: APC প্রকাশনের "ঈশ্বরের নির্দেশ লাভ করা" পুস্তকটি বিনামূল্যে apcwo.org/books ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করুন।

8. যীশুর নামে বিশ্বাস করুন

যীশুর নামটিকে ব্যবহার করা কোনো সৌভাগ্যের একটি মন্ত্র নয়, অথবা "খুল যা সিমসিম" -এর মতো কোনো যাদুই কথা নয়, অথবা জপ করার জন্য কোনো শব্দ নয় অথবা ভাল কিছু ঘটানোর জন্য কোনো রীতিনীতি নয়। এই নামটিকে অনর্থক পুনরাবৃত্তি করা আমাদেরকে কোনো ভাবেই শক্তিযুক্ত করবে না সেইগুলিকে দেখার জন্য যা প্রভু আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেই নামটিকে কার্যকারী ভাবে বলার জন্য অথবা ব্যবহার করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই যীশুকে এবং তাঁর নামের কর্তৃত্বে বিশ্বাস করতে হবে।

তাঁকে বিশ্বাস করুন, তাঁর নামকে বিশ্বাস করুন

শাস্ত্রে বেশ কয়েকটি স্থানে আমাদেরকে বলা হয়েছে যীশুর নামকে এবং যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে। কয়েকটি বিবেচনা করে দেখুন:

যোহন 1:12
কিন্তু যত লোক তাঁহাকে গ্রহণ করিল, সেই সকলকে, যাহারা তাঁহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন।

যোহন 3:18 (এছাড়াও দেখুন যোহন 20:31; 1 যোহন 5:13)
যে তাঁহাতে বিশ্বাস করে, তাহার বিচার করা যায় না; যে বিশ্বাস না করে, তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে, যেহেতুক সে ঈশ্বরের একজাত পুত্রের নামে বিশ্বাস করে নাই।

যোহন 6:28-29
28 তখন তাহারা তাঁহাকে কহিল, আমরা যেন ঈশ্বরের কার্য্য করিতে পারি, এ জন্য আমাদিগকে কি করিতে হইবে?
29 যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরের কার্য্য এই, যেন তাঁহাতে তোমরা বিশ্বাস কর, যাঁহাকে তিনি প্রেরণ করিয়াছেন।

আগের অধ্যায়গুলিতে আমরা আবিষ্কার করেছি যে যীশুর নামকে বিশ্বাস করার অর্থ হল যীশুকে বিশ্বাস করা। যীশুর নামেতে বিশ্বাস রাখতে গেলে, আমাদেরকে অবশ্যই যীশুকে জানতে হবে ও তাঁর উপর বিশ্বাস রাখতে হবে, যাকে সেই নামটি প্রতিনিধিত্ব করে।

নামের উপর বিশ্বাস সহকারে সেই নামটিকে ব্যবহার করুন

যীশুর নামকে ব্যবহার করার সাথে বিশ্বাসকে যুক্ত করতে হবে। এই শাস্ত্রাংশগুলিকে বিবেচনা করুন যেটা আমাদেরকে বিশ্বাসের গুরুত্ব সম্পর্কে শেখায়, যখন আমরা যীশুর নামকে ব্যবহার করে থাকি।

মথি 17:19-21
19 তখন শিষ্যেরা বিরলে যীশুর নিকটে আসিয়া কহিলেন, কি জন্য আমরা উহা ছাড়াইতে পারিলাম না?
20 তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের বিশ্বাস অল্প বলিয়া; কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যদি তোমাদের একটী সরিষা-দানার ন্যায় বিশ্বাস থাকে, তবে তোমরা এই পর্ব্বতকে বলিবে, 'এখান হইতে ঐখানে সরিয়া যাও,' আর ইহা সরিয়া যাইবে; এবং তোমাদের অসাধ্য কিছুই থাকিবে না।
21 কিন্তু প্রার্থনা ও উপবাস ভিন্ন আর কিছুতেই এ জাতি বাহির হয় না।

আগেই ৫ম অধ্যায়ে আমরা বলেছি যে প্রেরিতেরা যীশুর নামেতে কাজ করেছিলেন, অসুস্থদের সুস্থ করেছিলেন, মন্দ আত্মাদের দূর করেছিলেন এবং অলৌকিক কাজ করেছিলেন। তারা ভাল ফল দেখছিলেন। কিন্তু, এখানে মথি ১৭ অধ্যায়ে আমাদের কাছে একটা পরিস্থিতি এসে পড়েছে যেখানে শিষ্যেরা একটি বালকের মধ্যে থেকে মন্দ আত্মাকে দূর করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। অবশ্যই তারা যীশুর নামকে ব্যবহার করেছিলেন, যেমন তারা আগেও অনেক বার করেছিলেন। তবুও সেই বালকটি মুক্ত হয় নি। যীশু পরবর্তী সময়ে এসে সেই বালকটিকে মুক্ত করেছিলেন। শিষ্যেরা যখন কারণটি জানতে চাইলেন যে কেন তারা মন্দ আত্মাকে দূর করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, যীশু একটা প্রধান সমস্যা দেখিয়ে দিয়েছিলেন: অবিশ্বাস। সমাধান হিসেবে তিনি একটি সর্ষে দানার আকারের বিশ্বাসের শক্তির দিকে দেখালেন। যীশুর নামের কর্তৃত্বকে ব্যবহার করার সাথে বিশ্বাসকে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে। প্রার্থনা ও উপবাস আমাদেরকে সাহায্য করে পথ থেকে অবিশ্বাসকে দূর করতে, যাতে আমাদের হৃদয়ে বিশ্বাস বৃদ্ধি পেতে পারে এবং এই প্রকারের মন্দ আত্মাদের সাথে মোকাবিলা করতে পারি।

যীশুর নামের কর্তৃত্বকে ব্যবহার করার সাথে বিশ্বাসকে
অবশ্যই যুক্ত করতে হবে।

পিতর ও যোহন যখন মন্দিরের দরজার সামনে একজন ব্যক্তিকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন, যে চল্লিশ বছর ধরে খঞ্জ ছিল, তখন সব লোকেরা অবাক হয়েছিল। মন্দিরে পিতর তার বার্তাতে এই কথাটি বলেছিলেন:

প্রেরিত্ 3:16
আর তাঁহার নামে বিশ্বাস হেতু, এই যে ব্যক্তিকে তোমরা দেখিতেছ ও জান, তাঁহারই নাম ইহাকে বলবান্ করিয়াছে; তাঁহারই দত্ত বিশ্বাস তোমাদের সকলের সাক্ষাতে ইহাকে এই সম্পূর্ণ সুস্থতা দিয়াছে।

পিতর যীশুর নামের দিকে এবং যীশুর নামের উপর বিশ্বাস করার দিকে দেখিয়ে দিলেন যেটা সেই খঞ্জ ব্যক্তিটিকে সুস্থ করেছিল। এটা আমাদের উপর জোর দেয় যে যীশুর নামটিকে যেন সেই ব্যক্তির উপর বিশ্বাস সহকারে বলি, এবং ঘোষণা করি যে সেই পরিস্থিতিতে যীশু সকল কিছু করতে সক্ষম।

একই বিষয়টি আমরা যাকোবের পত্রে পুনরাবৃত্তি হতে দেখি।

যাকোব 5:14-15
14 তোমাদের মধ্যে কেহ কি রোগগ্রস্ত? সে মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গকে আহ্বান করুক; এবং তাঁহারা প্রভুর নামে তাহাকে তৈলাভিষিক্ত করিয়া তাহার উপরে প্রার্থনা করুন।
15 তাহাতে বিশ্বাসের প্রার্থনা সেই পীড়িত ব্যক্তিকে সুস্থ করিবে, এবং প্রভু তাহাকে উঠাইবেন; আর সে যদি পাপ করিয়া থাকে, তবে তাহার মোচন হইবে।

আমরা যেন যীশুর নামেতে অসুস্থ ব্যক্তিদের প্রতি পরিচর্যা করি এবং বিশ্বাসে প্রার্থনা করি। বিশ্বাস সহকারে করা প্রার্থনা এবং যীশুর নামেতে করা প্রার্থনা অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করবে। আরও একবার স্পষ্ট করে আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে যে অসুস্থ ব্যক্তিদের প্রতি প্রার্থনায় পরিচর্যা করার সময়ে যীশুর নামকে ব্যবহার করার সাথে সাথে আমরা যেন অবশ্যই বিশ্বাস রাখি। মনে করিয়ে দিতে চাই, এখানে যাকোব যে প্রকারের বিশ্বাসের কথা বলেছেন সেটাকে তিনি ১ম অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন: 'সন্দেহ না করে, দ্বিমনা নয়, সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চিত প্রকারের বিশ্বাস': *"কিন্তু সে বিশ্বাসপূর্ব্বক যাচ্ঞা করুক কিছু সন্দেহ না করুক; কেননা যে সন্দেহ করে, সে বায়ুতাড়িত বিলোড়িত সমুদ্র-তরঙ্গের তুল্য। সেই ব্যক্তি যে প্রভুর নিকটে কিছু পাইবে, এমন বোধ না করুক; সে দ্বিমনা লোক, আপনার সকল পথে অস্থির"*(যাকোব 1:6-8)।

যখন আমরা প্রার্থনায় যীশুর নামটি ব্যবহার করি, অথবা কোনো পরিস্থিতির উপর, অসুস্থতার উপর, মন্দ আত্মাদের উপর, স্বাভাবিক বিষয়গুলির উপর, ইত্যাদি কর্তৃত্ব ব্যবহার করে থাকি, তখন আমরা যেন সেই কাজটি 'সন্দেহ না করে, দ্বিমনা না হয়ে, একটা নিশ্চিত বিশ্বাস সহকারে যেন করতে পারি'।

যখন আমরা প্রার্থনায় যীশুর নামটি ব্যবহার করি, অথবা
কোনো পরিস্থিতির উপর, অসুস্থতার উপর, মন্দ আত্মাদের
উপর, স্বাভাবিক বিষয়গুলির উপর, ইত্যাদি কর্তৃত্ব ব্যবহার
করে থাকি, তখন আমরা যেন সেই কাজটি 'সন্দেহ না করে,
দ্বিমনা না হয়ে, একটা নিশ্চিত বিশ্বাস সহকারে যেন করতে
পারি'।

চিন্তাভাবনা

1. মথি 17:14-21 পদের মধ্যে আপনি নিজেকে প্রেরিতদের মধ্যে একজন হিসেবে কল্পনা করুন, যে বালকটির মধ্যে থেকে মন্দ আত্মাকে দূর করার চেষ্টা করছে। আপনি এবং সঙ্গে অন্যান্য প্রেরিতেরা, এর আগে অনেকবার এইরকম করেছিলেন সেই কর্তৃত্বকে ব্যবহার করে যেটা নাসরৎ-এর যীশু খ্রীষ্টের নামে আপনাকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আপনি এখানে কোনো অতিবাচক ফলাফল দেখতে পাচ্ছেন না। এই ধরণের পরিস্থিতিতে বিশ্বাসের উপর অবিশ্বাসের জয়ী হওয়ার কয়েকটি কারণ কী কী?

2. কীভাবে আমরা যীশু এবং তাঁর নামের উপর আমাদের বিশ্বাসকে গড়ে তুলতে ও শক্তিযুক্ত করে তুলতে পারব?

9. যীশুর নামেতে

বিশ্বাসী হিসেবে আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে এবং প্রভুর দ্বারা দেওয়া আদেশের পথে চলতে হবে, যখন তিনি আমাদেরকে তাঁর নামকে ব্যবহার করার কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন ও আমাদেরকে তাঁর নামে প্রেরণ করেছিলেন। যেহেতু প্রভু স্বয়ং আমাদের কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন, তাঁর নামকে ব্যবহার করার জন্য আমাদেরকে প্রচুর সুযোগ ও অধিকার দিয়েছেন, এটা আমাদের দায়িত্ব তাঁর নামকে ব্যবহার করে সেই কাজগুলিকে সম্পন্ন করা যেগুলি তিনি আমাদের দিয়ে করাতে চান। তাঁর নামে কাজ করার জন্য, সঠিক ভাবে তাঁকে প্রতিনিধিত্ব করতে এগিয়ে আসার জন্য, তাঁর স্থানে কাজ করার জন্য, তাঁর হয়ে সেই কাজ করার জন্য যা তিনি উপস্থিত থেকে করতেন, আমরা দুঃখিত নই। "যীশুর মতো হওয়ার" জন্য আমাদের জন্য লজ্জাজনক বিষয় নয় কারণ আমাদেরকে সেটাই ত হওয়ার জন্য বলা হয়েছে! *"তিনি যেমন আছেন, আমরাও এই জগতে তেমনি আছি"* (1 যোহন 4:17)। আমরা যীশুর মতো জীবন যাপন করি - যীশু যেমন জীবনযাপন করেছিলেন তেমন আমরা করি - ঠিক যীশুর মতো চিন্তাভাবনা করি, কাজ করি, সাড়া দিই এবং আচরণ করি (1 যোহন 2:6)। এবং এই সবকিছু আমরা যীশুর নামে করি!

প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলী বিষয়টিকে বুঝতে পেরেছিল। তারা সাধারণ মানুষ ছিল কিন্তু তারা জানতো যে যীশুর নামে কাজ করার অর্থ কী। বর্তমানে বিশ্বাসী হিসেবে, আমরা যেন এটাও উপলব্ধি করতে পারি যে যীশু তাঁর নামকে ব্যবহার করার অধিকার দেওয়ার মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে কী দিতে চান।

যীশুর নামে আপনার কাছে যা আছে, সেটা জানুন ও সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নিন

প্রেরিত্ 3:6-7
6 কিন্তু পিতর বলিলেন, রৌপ্য কি স্বর্ণ আমার নাই, কিন্তু যাহা আছে, তাহা তোমাকে দান করি; নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে হাঁটিয়া বেড়াও।
7 পরে তিনি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া তাহাকে তুলিলেন; তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাহার চরণ ও গুল্‌ফ সবল হইল।

পিতর বলেছিলেন: *"কিন্তু যাহা আছে, তাহা তোমাকে দান করি"।* পিতর জানতেন যে তার কাছে কিছু আছে। তিনি জানতেন যে তাঁর কাছে নাসরৎ-এর যীশু খ্রীষ্টের নাম আছে। পিতর জানতেন যে সেই নামের মধ্যে কী রয়েছে, যেটা ব্যবহার করার কর্তৃত্ব তাকে দেওয়া হয়েছে। তিনি জানতেন যে সেই নামের মধ্যে সুস্থতা রয়েছে। তিনি জানতেন যে জন্ম থেকে ৪০ বছর ধরে খঞ্জ এই ব্যক্তিকে সুস্থ করার ক্ষমতা সেই নামের মধ্যে রয়েছে। এবং সেই নির্দিষ্ট দিনে, পিতর জানতেন যে প্রভু চান যে তিনি যেন এই খঞ্জ ব্যক্তিটির প্রতি পরিচর্যা করেন এবং যীশুর নামের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা এই ব্যক্তিকে প্রদান করেন।

তবুও, পিতরকে কিছু করতে হয়েছিল। তাকে বলতে হয়েছিল ও কিছু পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল যীশুর নামেতে। অথবা, পিতরের কাছে যে নামটি ছিল, এবং সেই নামের মধ্যে যা কিছু ছিল, সেইগুলি এই খঞ্জ ব্যক্তির কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়ত। তাই পিতর সাহসের সাথে এগিয়ে আসলেন, যীশুর নামে বললেন এবং যে ব্যক্তি কখনই হাঁটেন নি, তাকে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটার জন্য আদেশ দিলেন। তিনি সাহসের সাথে যীশুর নামেতে একটা পদক্ষেপ নিলেন এবং সেই ব্যক্তিটিকে উঠে দাঁড় করালেন। সেই নামটি তাঁকে ব্যর্থ করেনি। সেই নামের মধ্যে শক্তিতি সেই ব্যক্তিটিকে সম্পূর্ণ করেছিল।

প্রেরিত্ 4:7,10
7 তাঁহারা উহাঁদিগকে মধ্যস্থানে দাঁড় করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ক্ষমতায় অথবা কি নামে তোমরা এই কর্ম্ম করিয়াছ?
10 তবে আপনারা সকলে ও সমস্ত ইস্রায়েল লোক ইহা জ্ঞাত হউন, নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে, যাঁহাকে আপনারা ক্রুশে দিয়াছিলেন, যাঁহাকে ঈশ্বর মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইলেন, তাঁহারই গুণে এই ব্যক্তি আপনাদের সম্মুখে সুস্থ শরীরে দাঁড়াইয়া আছে।

এটি লক্ষ্য করা অত্যন্ত আকর্ষণীয় যে কীভাবে পিতর ও যোহনকে ধর্মীয় নেতারা প্রশ্ন করেছিল এই খঞ্জ ব্যক্তিটিকে অলৌকিক ভাবে সুস্থ করার বিষয়ে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে "কী ক্ষমতায়" অথবা "কী নামে" তারা এই কাজটি করেছে? গ্রীক ভাষায় "ক্ষমতা" শব্দটি হল '*dunamis*' এবং অলৌকিক শক্তিকে চিহ্নিত করার জন্য ব্যবহার করা হত। একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে প্রেরিত্ ১:৮ পদে পবিত্র আত্মার শক্তিকে বোঝানোর জন্য। "কী নামে" বলার অর্থ হল যে কার কর্তৃত্ব সহকারে অথবা কাকে প্রতিনিধিত্ব করার মধ্যে দিয়ে এই কাজটি তারা করেছেন। পিতরের উত্তর অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। এই শক্তি ও কর্তৃত্ব *"নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে"* এসেছে। আমরা যেন অবশ্যই জানতে পারি যে যীশুর নামেতে কী কী ক্ষমতা ও অধিকার আমাদের কাছে উপলব্ধ রয়েছে।

ঈশ্বরের শক্তি ও কর্তৃত্ব প্রকাশ পায় যখন আমরা সাহসের
সাথে যীশুর নাম নিয়ে এগিয়ে আসি এবং সেই কাজটি করি
যেটা যীশু আমাদের মধ্যে দিয়ে করাতে চান।

খ্রীষ্টেতে আপনার পরিচয় সম্পর্কে জানুন

যে কর্তৃত্ব ও অধিকার আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, সেটা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সাহস গড়ে তোলার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল খ্রীষ্টেতে আমাদের পরিচয় সম্পর্কে অবগত থাকা। মন্দ আত্মাদের উপর, অসুস্থতার উপর, পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর কর্তৃত্ব করার আমাদের ক্ষমতা অত্যন্ত ঘনিষ্ট ভাবে জড়িত রয়েছে খ্রীষ্টেতে আমাদের পরিচয়কে উপলব্ধি করতে পারার সাথে। খ্রীষ্টেতে আমরা যা কিছু পেয়েছি সেইগুলির মধ্যে, আমরা যেন এটাও জানি যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে *"ঈশ্বরের দায়াদ ও খ্রীষ্টের সাথে সহ-দায়াদ"* হয়েছি (রোমীয় 8:17)। *"ঈশ্বর আমাদেরকে খ্রীষ্টের সাথে স্বর্গীয় স্থানে বসিয়েছেন"* (ইফিষীয় 2:6)। খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরের প্রচুর অনুগ্রহ ও ধার্মিকতার উপহারের প্রাপক হিসেবে আমাদেরকে অবস্থিত করা হয়েছে রাজত্ব করার জন্য ও জীবনের উপর কর্তৃত্ব করার জন্য (রোমীয় 5:17)। যখন আমরা যীশুর নামে কাজ করি, তখন আমরা আমাদের এই অবস্থান থেকে কাজ করি যে আমরা যীশুর সাথে পিতার দক্ষিণ দিকে বসে রয়েছি, সকল স্থানের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু সিংহাসনে।

এই সত্যগুলিকে আমরা যেন আলিঙ্গন করি এবং সেই অনুযায়ী কাজ করি। আমরা যেন সাহসী হই যখন আমরা যীশুর নামে এগিয়ে আসি!

এই পুস্তকের বাকি অংশটি

পুস্তকের এই পর্যায় পর্যন্ত আমরা এই বিষয়টিকে বোঝার উপর লক্ষ্য কেন্দ্র করেছি যে যীশুর নামকে ব্যবহার করার মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে কী রয়েছে। অনেকটাই সময় অতিবাহিত করেছি একটি মজবুত আত্মিক ভিত্তিমূলকে স্থাপন করার জন্য যাতে আমরা জানতে পারি যে যীশুর নামকে ব্যবহার করার মধ্যে দিয়ে সৌভাগ্য লাভ করার অর্থ কী।

এই পুস্তকের বাকি অংশটি ছোট ছোট, সহজ অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে, যা যীশুর নামকে কীভাবে ব্যবহার করার বিষয়ে নতুন নিয়মের শিক্ষাগুলি জানায়। আসুন, আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যীশুর নামটিকে ব্যবহার করি, যেমন ভাবে আমাদের জন্য নতুন নিয়মে উপস্থাপনা করা হয়েছে।

চিন্তাভাবনা

1. বাধাজনক কয়েকটি বিষয় চিহ্নিত করুন - যে বিষয়গুলি আপনাকে আটকে রাখে আপনার জীবনে অথবা অন্যদের প্রতি পরিচর্যা করার সময়ে সাহসের সাথে যীশুর নামটিকে ব্যবহার করা থেকে। কীভাবে আপনি এইগুলিকে অতিক্রম করতে পারবেন?

10. যীশুর নামে ক্ষমালাভ

লূক 24:47
আর তাঁহার নামে পাপমোচনার্থক মনপরিবর্ত্তনের কথা সর্ব্বজাতির কাছে প্রচারিত হইবে—যিরূশালেম হইতে আরম্ভ করা হইবে।

প্রেরিত্ 10:43
তাঁহার পক্ষে ভাববাদীরা সকলে এই সাক্ষ্য দেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে তাঁহার নামের গুণে পাপমোচন প্রাপ্ত হয়।

1 যোহন 2:12
বৎসেরা, আমি তোমাদিগকে লিখিতেছি, কারণ তাঁহার নামের গুণে তোমাদের পাপসমূহের ক্ষমা হইয়াছে।

যীশুর নামে পাপ ক্ষমা করা হয়।

প্রথমত, ব্যক্তিগত স্তরে, এটা জানুন যে তাঁর নামের হেতু আমাদেরকে ক্ষমা করা হয়েছে। যীশু নাম হল সেই ব্যক্তির নাম যিনি আমাদের সকল পাপের মূল্য পরিশোধ করে দিয়েছেন। তিনি পাপের জন্য চিরকালের জন্য একটিমাত্র বলিদান হয়েছিলেন। যখন আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি ও তাঁর নামেতে পাপের ক্ষমা লাভ করি, তখন আমাদের আর কিছু করার প্রয়োজন নেই পাপের ক্ষমা লাভ করার জন্য। তিনি যা কিছু করেছেন, তাঁর পরিচয় এবং তাঁর নামের উপর বিশ্বাস হল একমাত্র বিষয় যা প্রয়োজন।

এটা অত্যন্ত সরল একটি বিষয় কিন্তু উত্তেজনাপূর্ণ, যে যীশুর নামে পাপ সকল ক্ষমা হয়। বিশ্বাসী হিসেবে আমরা যদি পাপ করি, তখন আমরা স্বীকার করি এবং যীশুর নামে ক্ষমা লাভ করি। যখন আমরা বলি 'পিতা, দয়া করে আমাকে যীশুর নামেতে ক্ষমা করো', তখন আমরা সেই ব্যক্তির নামেতে অনুরোধ জানাচ্ছি যিনি ইতিমধ্যেই আমাদের পাপের জন্য মূল্য দিয়ে দিয়েছেন। যদিও অনুতাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ঈশ্বর আমাদেরকে আমাদের চোখের জলের জন্য, আমাদের দুঃখের কারণে ক্ষমা করেন না, কিন্তু সেই ব্যক্তির কারণে আমাদেরকে ক্ষমা করেন যার নামে আমরা ক্ষমা চেয়ে থাকি। যে ব্যক্তি আমাদের সকল পাপের জন্য মূল্য পরিশোধ করেছেন, তিনি আমাদের হয়ে পিতার উপস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আছেন (1 যোহন 2:1-2)। *"যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্ম্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্ম্মিকতা হইতে শুচি করিবেন"*(1 যোহন 1:9), কারণ *"…তাঁহার পুত্র যীশুর রক্ত আমাদিগকে সমস্ত পাপ হইতে শুচি করে"*(1 যোহন 1:7)।

দ্বিতীয়ত, যীশুর নামেতে আমাদেরকে প্রচার করতে বলা হয়েছে অনুতাপ এবং পাপ থেকে মন ফেরানোর বিষয়ে। যখন আমরা সুসমাচার প্রচার করি তখন আমরা অন্যদেরকে জানাই যে যীশুর নামের উপর বিশ্বাস করা দ্বারা এবং এবং ক্রুশের উপর তিনি কী করেছেন, সেটার উপর বিশ্বাস করা দ্বারা তাদের পাপ থেকে ক্ষমা লাভ করতে পারে। আমরা যেন আর কোনো প্রয়োজনীয়তা যোগ না করি যেমন স্থানীয় মণ্ডলীতে যুক্ত হওয়া অথবা এমন কিছু করা যেটা তাদের কাছে ক্ষমাকে ক্রয় করার মতো মনে হতে পারে। যে কেউ তাঁর উপর বিশ্বাস করে, তারা তাঁর নামের মধ্যে দিয়ে পাপের ক্ষমা লাভ করে।

11. যীশুর নামেতে পরিত্রাণ

মথি 1:21
এবং তুমি তাঁহার নাম যীশু [ত্রাণকর্ত্তা] রাখিবে; কারণ তিনিই আপন প্রজাদিগকে তাহাদের পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন।

প্রথম অধ্যায়তে আমরা লক্ষ্য করেছি যে যীশু নামটির অর্থ হল উদ্ধারকর্তা অথবা ঈশ্বর যিনি আমাদের পরিত্রাণ। আমরা এটাও ব্যাখ্যা করেছি যে নতুন নিয়মে পরিত্রাণ একটি ব্যাপক শব্দ যার মধ্যে অনন্তকালিন পরিত্রাণ, পাপের ক্ষমা, পাপের উপর বিজয়লাভ, অসুস্থতা থেকে সুস্থতা, লড়াইয়ের মধ্যে জয়লাভ, শত্রুর সকল কাজ থেকে মুক্ত হওয়া, আঘাত পাওয়া থেকে মুক্ত হওয়া, বিপদের মুখে সুরক্ষা লাভ করা এবং একটি সম্পূর্ণতা রয়েছে। এর অর্থ হল উদ্ধার পাওয়া, সুস্থ হওয়া, মুক্ত হওয়া, জয়ী হওয়া, রক্ষা পাওয়া, সুরক্ষিত থাকা এবং সম্পূর্ণ হওয়া। যীশুর নামেতে পরিত্রাণ রয়েছে।

প্রেরিত্ 4:12
আর অন্য কাহারও কাছে পরিত্রাণ নাই; কেননা আকাশের নীচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত এমন আর কোন নাম নাই, যে নামে আমাদিগকে পরিত্রাণ পাইতে হইবে।

বাইবেল অত্যন্ত স্পষ্ট এবং অত্যন্ত জোর দিয়ে বলে যে শুধুমাত্র যীশুর নামেতে পরিত্রাণ রয়েছে। এই কারণে আমরা যেন যীশুকে ভাগ করে নিই যাতে সকল মানুষ তাঁকে জানতে পারে এবং তাঁর নামের উদ্দেশে ডাকতে পারে।

রোমীয় 10:13
কারণ, "যে কেহ প্রভুর নামে ডাকে, সে পরিত্রাণ পাইবে।"

সুসমাচার এটা যে যে কেউ যীশুর নামে ডাকতে পারে ও উদ্ধার পেতে পারে।

মনে রাখবেন যে পরিত্রাণের মধ্যে পাপের ক্ষমা ছাড়াও আরও অনেক কিছু যুক্ত রয়েছে। বিশ্বাসী হিসেবে আমরা প্রভুর নামে ডাকতে পারি সুস্থতার জন্য, মুক্ত হওয়ার জন্য, নিরাপত্তার জন্য, রক্ষা পাওয়ার জন্য - কারণ এই সবকিছু এই নামের মধ্যে রয়েছে - এবং শাস্ত্র আমাদেরকে বলে যে আমরা অবশ্যই উদ্ধার পাব। মনে রাখবেন সেই নামের মধ্যে পরিত্রাণ রয়েছে। যীশুর উপর বিশ্বাস সহকারে আমরা সেই নামকে উল্লেখ করতে পারি, সাহসের সাথে ঘোষণা করতে পারি, এবং তাহলে আমরা পরিত্রাণ লাভ করবো।

12. যীশুর নামেতে অনন্ত জীবন

যোহন 1:12
কিন্তু যত লোক তাঁহাকে গ্রহণ করিল, সেই সকলকে, যাহারা তাঁহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন।

যোহন 3:18
যে তাঁহাতে বিশ্বাস করে, তাহার বিচার করা যায় না; যে বিশ্বাস না করে, তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে, যেহেতুক সে ঈশ্বরের একজাত পুত্রের নামে বিশ্বাস করে নাই।

যোহন 20:30-31
30 যীশু শিষ্যদের সাক্ষাতে আরও অনেক চিহ্ন-কার্য্য করিয়াছিলেন; সে সকল এই পুস্তকে লেখা হয় নাই।
31 কিন্তু এই সকল লেখা হইয়াছে, যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, আর বিশ্বাস করিয়া যেন তাঁহার নামে জীবন প্রাপ্ত হও।

1 যোহন 5:13
তোমরা যাহারা ঈশ্বরের পুত্রের নামে বিশ্বাস করিতেছ, আমি তোমাদিগকে এই সকল কথা লিখিলাম, যেন তোমরা জানিতে পার যে, তোমরা অনন্ত জীবন পাইয়াছ।

আমরা নতুন জন্ম লাভ করি, ঈশ্বরের পরিবারে তাঁর পুত্র ও কন্যা হিসেবে জন্মাই যখন আমরা যীশু খ্রীষ্টের নামে বিশ্বাস করি এবং তাঁর নামকে আলিঙ্গন করি। যখন আমরা তাঁর নামেতে বিশ্বাস করি তখন আমরা এই জগতেই অনন্ত জীবন লাভ করি। আমরা জানতে পারি, নিশ্চিত হতে পারি, প্রত্যয়ী হতে পারি যে আমরা অনন্ত জীবন লাভ করেছি। এবং এটাই ঈশ্বর আমাদেরকে করার জন্য আদেশ দিয়েছেন, তাঁর পুত্র যীশুর খ্রীষ্টের নামে বিশ্বাস করার জন্য (1 যোহন 3:23)।

যীশু নামটি অনন্ত জীবন নিয়ে আসে, ঈশ্বরের জীবন নিয়ে আসে (গ্রীক ভাষায় '*zoe*'), ঈশ্বরের মতো এক জীবন। যীশু এসেছিলেন প্রচুর পরিমাণে আমাদেরকে অনন্ত জীবন দেওয়ার জন্য। এই জীবনটি আমাদেরকে জ্যোতি দিয়ে পূর্ণ করে এবং আমাদের জীবনের মধ্যে থেকে অন্ধকারকে দূর করে (যোহন 1:4-5)। যীশুর নামকে উল্লেখ করার মধ্যে দিয়ে সেই পরিস্থিতিতে যীশুকে, অর্থাৎ সেই জীবনকে নিয়ে আসে। যেখানে তাঁর জীবন রয়েছে, সেখানে মৃত্যুর বিষয়গুলি থাকে না। যেখানে তাঁর জীবন রয়েছে, সেখান থেকে অন্ধকারের বিষয়গুলি পালিয়ে যায়। সেই নামটিকে মুখে উচ্চারণ করুন, ঘোষণা করুন, সেই নামটি নিয়ে গান করুন, এবং দেখুন যে কীভাবে মৃত্যু ও অন্ধকার দূর হয়, কারণ তাঁর নাম হল জীবন ও জ্যোতি, ঈশ্বরের মতো এক জীবন এবং ঈশ্বরের জ্যোতি।

13. যীশুর নামেতে ধৌত হওয়া, পবিত্রীকৃত হওয়া, ধার্মিক গণিত হওয়া

1 করিন্থীয় 6:9-11
9 অথবা তোমরা কি জান না যে, অধার্ম্মিকেরা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না? ভ্রান্ত হইও না;
10 যাহারা ব্যভিচারী কি প্রতিমাপূজক কি পারদারিক কি স্ত্রীবৎ আচারী কি পুঙ্গামী কি চোর কি লোভী কি মাতাল কি কটুভাষী কি পরধনগ্রাহী, তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না।
11 আর তোমরা কেহ কেহ সেই প্রকার লোক ছিলে; কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় আপনাদিগকে ধৌত করিয়াছ, পবিত্রীকৃত হইয়াছ, ধার্ম্মিক গণিত হইয়াছ।

প্রেরিত্ 22:16
আর এখন কেন বিলম্ব করিতেছ? উঠ, তাঁহার নামে ডাকিয়া বাপ্তাইজিত হও, ও তোমার পাপ ধুইয়া ফেল।

করিন্থের বিশ্বাসীদের মতো, আমাদের সকলের অতীতে এমন বিষয় ছিল যা ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করত। ভাল ও অসাধারণ সংবাদ এটাই যে এখন আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে এবং ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা ধৌত হয়েছি, শুচি হয়েছি এবং ধার্মিক গণিত হয়েছি।

"ধৌত" শব্দটির (গ্রীয় ভাষায় '*apoloud*') অর্থ হল ধুইয়ে ফেলা, সম্পূর্ণ ব্যক্তিকে পরিষ্কার করা। যখন আমরা প্রভু যীশুর নামে ডাকি তখন যীশু খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহের কারণে আমাদের সকল পাপ থেকে ধৌত হই। যীশুর নামে আমরা পরিষ্কার হই। আমাদের পাপের কোনো দাগ আর আমাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না! *"পবিত্রীকৃত"* শব্দটির (গ্রীক '*hagiazo*') অর্থ হল পবিত্র করা, পৃথক করা, শুচি করা, ঈশ্বরের জন্য পাপ থেকে আলাদা করা। আমাদের পৃথক করা হয়েছে, এই জগত থেকে এবং ঈশ্বরের জন্য আলাদা করা হয়েছে, এবং যীশুর নামেতে তাঁর নিজস্ব (আপন) করে তোলা হয়েছে। *"ধার্মিক গণিত"* হওয়া শব্দটির (গ্রীক '*dikaioo*') অর্থ হল ধার্মিক ঘোষিত হওয়া, সকল দোষ, লজ্জা, বিচার ও দণ্ডাজ্ঞা থেকে মুক্ত হওয়া। যীশুর নামের উপর বিশ্বাস করা দ্বারা, ঈশ্বরের অনুগ্রহের কারণে আমার বিনামূল্যে ধার্মিক গণিত হয়েছি।

আমরা যেন সাহসের সাথে ঘোষণা করি যে আমরা ধৌত হয়েছি, পবিত্রীকৃত হয়েছি ও ধার্মিক গণিত হয়েছি যীশুর নামেতে। শয়তানের একটা কৌশল হল আমাদেরকে দূষিত, পাপী, অপবিত্র, অযোগ্য, দোষী, লজ্জিত অনুভব করানো। শত্রু যদি আমাদেরকে এইগুলির মধ্যে থেকে কোনো একটার মধ্যে আটকে ফেলতে পারে, তখন আমরা নিজেদেরকে ঈশ্বরের সেবা করার জন্য অযোগ্য মনে করি। কিন্তু আমাদেরকে সাহসের সাথে সেই সবকিছু ঘোষণা করতে হবে যা আমরা যীশুর নামেতে পেয়েছি। প্রভু যীশু নিজেকে আমাদের কাছে দিয়ে দিয়েছেন আমাদেরকে ধৌত, পবিত্র ও ধার্মিক গণিত করার জন্য।

যখন আমরা লোকেদেরকে পাপের গভীরে পরে থাকতে দেখি, তখন যেন আমরা তাদের প্রতি একটা প্রত্যাশার দৃষ্টি নিয়ে দেখি। প্রভু যীশু ধৌত করতে পারেন, পবিত্র করতে পারেন ও তাদেরকে ধার্মিক গণিত করতে পারেন, ঠিক যেমন ভাবে তিনি আমাদের প্রতি করেছিলেন! প্রার্থনা করুন এবং আশা করুন যেন এটা তাদের সাথে ঘটে। লোকেদেরকে যেকোনো প্রকারের পাপ থেকে বের করে আনা যেতে পারে - তাদের ধৌত, পবিত্র, এবং ধার্মিক গণিত করা যেতে পারে - যীশুর নামেতে এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে। প্রত্যাশার সাথে তাদের উপরে যীশুর নামটিকে ঘোষণা করুন।

14. যীশুর নামেতে বাপ্তাইজিত হওয়া

মথি 28:19
অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর

প্রেরিত্ 2:38
তখন পিতর তাহাদিগকে কহিলেন, মন ফিরাও, এবং তোমরা প্রত্যেক জন তোমাদের পাপমোচনের নিমিত্ত যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও; তাহা হইলে পবিত্র আত্মারূপ দান প্রাপ্ত হইবে।

মহান আদেশের মধ্যে প্রভু যীশু আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন শিষ্যদেরকে বাপ্তিস্ম দেওয়ার জন্য *"পিতা, পুত্র ও পিত্র আত্মার নামেতে"।* অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, জল বাপ্তিস্ম খ্রীষ্টের সাথে চিহ্নিত হওয়া ও তাঁর অধীনে বশীভূত হওয়ার জন্য একটি শক্তিশালী অভিব্যক্তি। এই ক্ষেত্রে আমরা বাইবেলের ঈশ্বরের সাথে, ত্রিত্ব ঈশ্বরের সাথে, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার সাথে নিজেদেরকে চিহ্নিত করছি।

প্রভুর স্বর্গারোহণের পর, পঞ্চাশত্তামির দিন থেকে শুরু করে (প্রেরিত্ 2:28) শমরীয়া থেকে কিছু নতুন বিশ্বাসীদের লক্ষ্য করতে পারি (প্রেরিত্ 8:16), কর্ণীলিয়ের পরিবারের লোকেদের মন পরিবর্তন (প্রেরিত্ 10:48), ইফিষে বিশ্বাসীদের (প্রেরিত্ 19:5) এবং আরও অনেককে যীশুর নামে বাপ্তাইজিত হতে দেখেছি। কোথাও লেখা নেই যে তারা বাপ্তিস্মের এই ফর্মুলাটি অনুসরণ করেছিলেন: *"পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে"।* এটা অবশ্যই একটা বড় চিন্তাশীল বিষয়। কিন্তু, আমরা ধারণা করতে পারি যে প্রেরিতেরা যারা তাদের পরে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন, তারা নির্দেশ পালন করেছিলেন ও 'বাপ্তিস্মের ফর্মুলা' অনুযায়ী তারা বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন, যেমন প্রভু যীশু তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

প্রেরতিদের দ্বারা নতুন বিশ্বাসীরা আমন্ত্রিত হয়েছিল যীশুর নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার জন্য এবং তারপর যীশুর নামে বাপ্তাইজিত হওয়া দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে দেখায়। প্রথমত, নতুন বিশ্বাসীদেরকে যীশু খ্রীষ্টের দাবীগুলিকে বিশ্বাস করতে হয়েছিল ও তাঁর সাথে চিহ্নিত হতে হয়েছিল। যে তিনিই একমাত্র ঈশ্বর যিনি মানুষ রূপে এসেছিলেন, ঈশ্বরের পুত্র, যিনি পিতা থেকে এসেছিলেন, আমাদের পরিত্রাণের জন্য সম্পূর্ণ মূল্য দিয়েছিলেন, পবিত্র আত্মার দ্বারা পুনরুত্থিত হয়েছিলেন এবং এখন স্বর্গে পিতার দক্ষিণ হস্তে বসে আছেন। দ্বিতীয়ত, যীশুর নামেতে লোকেদেরকে বাপ্তিস্ম দেওয়াতে, যে ব্যক্তি বাপ্তিস্ম দিচ্ছেন, তিনি যীশুকে প্রতিনিধিত্ব করছেন, তাঁর স্থানে, তাঁর হয়ে করছেন, এবং তিনি যা চান সেটাই করছেন। তাই বর্তমানে, যখন আমরা জল বাপ্তিস্ম দিয়ে থাকি, তখন আমরা বলি 'যীশুর নামেতে, আমি তোমাকে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামেতে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি' এবং তারপর তাকে সম্পূর্ণ ভাবে জলে নিমজ্জিত করি।

যখন আমরা যীশুর নামে জল বাপ্তিস্ম নিই তখন আমরা যীশুর সাথে আমাদের আত্মিক পরিচয়ের একটা প্রকাশ্যে ঘোষণা করি (আত্মিক ভাবে যুক্ত হওয়া)। যেমন গালাতীয় 3:27 পদে লেখা আছে, *"কারণ তোমরা যত লোক খ্রীষ্টের উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছ, সকলে খ্রীষ্টকে পরিধান করিয়াছ"।* আমরা খ্রীষ্টকে পরিধান করি এবং যীশু যেন সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের মধ্যে দিয়ে দেখতে পাওয়া যায়। সরল ভাবে যদি বলি, খ্রীষ্টের মতো জীবন যাপন করার মধ্যে দিয়ে যীশু খ্রীষ্টকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিনিধিত্ব করার ডাকে আমরা 'হ্যাঁ' বলেছি। আমরা এখানে তাঁর নামে রয়েছি।

যীশুর নামেতে ক্ষমা, পরিত্রাণ, এবং অনন্ত জীবন রয়েছে।
আমরা যীশুর নামে ধৌত, পবিত্রীকৃত ও ধার্মিক গণিত হয়েছি।
আমরা যীশুর নামে বাপ্তাইজিত হয়েছি।

চিন্তাভাবনা

অধ্যায় 10-14 -র জন্য

1. এই সত্যটিকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন যে যীশুর নামেতে পাপের ক্ষমা, পরিত্রাণ এবং অনন্ত জীবন রয়েছে। এটা আপনার কাছে, ব্যক্তিগত ভাবে কী অর্থ ধারণ করে? যখন আপনি অন্যদের প্রতি পরিচর্যা করেন তখন এই সত্যটিকে কীভাবে ব্যবহার করেন?

2. এই সত্যটিকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন যে যীশুর নামেতে আপনি ধৌত হয়েছেন, পবিত্রীকৃত হয়েছেন এবং ধার্মিক গণিত হয়েছেন। এটা আপনার কাছে, ব্যক্তিগত ভাবে কী অর্থ ধারণ করে? যখন আপনি অন্যদের প্রতি পরিচর্যা করেন তখন এই সত্যটিকে কীভাবে ব্যবহার করেন?

3. যীশুর নামেতে জলে বাপ্তাইজিত হওয়ার অর্থ (আত্মিক গুরুত্ব) কী, যখন আমরা যীশুর দেওয়া মহান আদেশ অনুযায়ী 'পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে' বাপ্তিস্ম দিয়ে থাকি?

15. যীশুর নামেতে প্রার্থনা করা

যোহন 14:13-14
13 আর তোমরা আমার নামে যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, তাহা আমি সাধন করিব, যেন পিতা পুত্রে মহিমান্বিত হন।
14 যদি আমার নামে আমার কাছে কিছু যাচ্ঞা কর, তবে আমি তাহা করিব।

যোহন 15:7,16
7 তোমরা যদি আমাতে থাক, এবং আমার বাক্য যদি তোমাদিগেতে থাকে, তবে তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয়, যাচ্ঞা করিও, তোমাদের জন্য তাহা করা যাইবে।
16 তোমরা যে আমাকে মনোনীত করিয়াছ, এমন নয়, কিন্তু আমিই তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছি; আর আমি তোমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছি, যেন তোমরা গিয়া ফলবান্ হও, এবং তোমাদের ফল যেন থাকে; যেন তোমরা আমার নামে পিতার নিকটে যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, তাহা তিনি তোমাদিগকে দেন।

যোহন 16:23-24,26-27
23 আর সেই দিনে তোমরা আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না। সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, পিতার নিকটে যদি তোমরা কিছু যাচ্ঞা কর, তিনি আমার নামে তোমাদিগকে তাহা দিবেন।
24 এ পর্য্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছু যাচ্ঞা কর নাই; যাচ্ঞা কর, তাহাতে পাইবে, যেন তোমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়।
26 সেই দিন তোমরা আমার নামেই যাচ্ঞা করিবে, আর আমি তোমাদিগকে বলিতেছি না যে, আমিই তোমাদের নিমিত্ত পিতাকে নিবেদন করিব;
27 কারণ পিতা আপনি তোমাদিগকে ভাল বাসেন, কেননা তোমরা আমাকে ভাল বাসিয়াছ, এবং বিশ্বাস করিয়াছ যে, আমি ঈশ্বরের নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি।

যীশু অনেক বিষয় সম্পর্কে শিখিয়েছেন যেখানে তাঁর নামকে ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছেন, এবং সেইগুলির মধ্যে থেকে একটা বিষয় হল প্রার্থনা। তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর নামকে ব্যবহার করে সরাসরি পিতার কাছ থেকে যাচ্ঞা করতে। তিনি আমাদেরকে এই নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে যখন আমরা এটা করবো তখন আমরা যা কিছু যাচ্ঞা করবো তা আমরা পাব, যাতে আমাদের আনন্দ উপচে ওঠে।

আসুন, এখন আমরা বিবেচনা করি যে যীশুর নামেতে প্রার্থনা করার অর্থ কী। যখন আমরা যীশুর নামেতে প্রার্থনা করি, তখন যেন যীশু স্বয়ং এই পৃথিবীতে থেকে প্রার্থনা করছেন। আমরা তাঁর স্থানে দাঁড়াই, তাঁকে প্রতিনিধিত্ব করি, তাঁর হয়ে কাজ করি এবং এমন একটি প্রার্থনা তুলে ধরি যেটা যীশু নিজে তুলে ধরতেন যদি তিনি এই পৃথিবীতে থাকতেন। এবং স্বর্গে, যেন যীশু নিজে পিতার সামনে সেই বিনতিগুলিকে তুলে ধরছেন, এমন যা পিতা কখনই অস্বীকার করবেন না। এটা প্রার্থনাকে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরে নিয়ে যায়, যীশুর নামেতে প্রার্থনা করাকে অনেক গুরুত্ব প্রদান করে। প্রত্যেকটি প্রার্থনা যা আমরা যীশুর নামেতে করি, সেখানে যীশুর স্বাক্ষর রয়েছে। আমরা নিশ্চিত যে যীশুর নামে আমরা যা কিছু যাচ্ঞা করি, পিতা তা আমাদেরকে দেবেন। এই প্রকারের 'প্রার্থনায় শক্তি'-র রহস্য হল যে আমাদের মধ্যে তাঁর বাক্যের অবস্থিতি এবং তাঁর সাথে আমাদের সংযোগ (যোহন 15:7)। যীশুর নামেতে আমাদের প্রার্থনা যেন তাঁর সাথে সম্পূর্ণ ভাবে যুক্ত থাকার পরিণতি হিসেবে বেরিয়ে আসে। এই ধরণের প্রার্থনা পিতা কখনই ফিরিয়ে দেবেন না।

উপরে উল্লেখিত শাস্ত্রাংশগুলিতে, প্রার্থনার উত্তরগুলির সাথে আমাদের জীবনে পিতার মহিমান্বিত হওয়া, চিরস্থায়ী ফল ধারণ করা এবং আমাদের আনন্দ উপচে পরা জড়িত রয়েছে। পিতা চান যে আমাদের সকল প্রার্থনাগুলির উত্তর পাওয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা যেন এই সৌভাগ্যগুলিকে উপভোগ করতে পারি, যখন আমরা যীশুর নামেতে তাঁর কাছে প্রার্থনা করি।

16. যীশুর নামেতে ধন্যবাদ দেওয়া ও আরাধনা করা

1 করিন্থীয় 1:2
করিন্থে স্থিত ঈশ্বরের মণ্ডলীর সমীপে, খ্রীষ্ট যীশুতে পবিত্রীকৃত ও আহূত পবিত্রগণের সমীপে, এবং যাহারা সর্ব্বস্থানে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে ডাকে, তাহাদের সর্ব্বজন সমীপে; তিনি তাহাদের এবং আমাদের প্রভু।

ইফিষীয় 5:18-21
18 আর দ্রাক্ষারসে মত্ত হইও না, তাহাতে নষ্টামি আছে; কিন্তু আত্মাতে পরিপূর্ণ হও;
19 গীত, স্তোত্র ও আত্মিক সঙ্কীর্ত্তনে পরস্পর আলাপ কর; আপন আপন অন্তঃকরণে প্রভুর উদ্দেশে গান ও বাদ্য কর;
20 সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ের নিমিত্ত আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর;
21 খ্রীষ্টের ভয়ে এক জন অন্য জনের বশীভূত হও।

কলসীয় 3:16-17
16 খ্রীষ্টের বাক্য প্রচুররূপে তোমাদের অন্তরে বাস করুক; তোমরা সমস্ত বিজ্ঞতায় গীত, স্ত্রোত্র ও আত্মিক সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা পরস্পর শিক্ষা ও চেতনা দান কর; অনুগ্রহে আপন আপন হৃদয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে গান কর।
17 আর বাক্যে কি কার্য্যে যাহা কিছু কর, সকলই প্রভু যীশুর নামে কর, তাঁহার দ্বারা পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে করিতে ইহা কর।

ইব্রীয় 13:15
অতএব আইস, আমরা তাঁহারই দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশে নিয়ত স্তব-বলি, অর্থাৎ তাঁহার নাম স্বীকারকারী ওষ্ঠাধরের ফল, উৎসর্গ করি।

আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যীশু খ্রীষ্টের নামে আমাদের ধন্যবাদ, প্রশংসা, আমাদের আরাধনা উত্তোলন করতে। আমরা যখন আরাধনা করতে শুরু করি, আমরা বলি 'পিতা, যীশুর নামেতে আমরা তোমার আরাধনা করি'। এটা সেই নাম যেটা আমাদেরকে পিতার উপস্থিতির সামনে যাওয়ার প্রবেশাধিকার দেয়। এটা সেই নাম যেটা আমাদেরকে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে গ্রহণযোগ্য করেছে, ধৌত করেছে, পবিত্রীকৃত করেছে ও ধার্মিক গণিত করেছে। এটা সেই নাম যা আমাদের নৈবেদ্যকে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য ও প্রীতিজনক করে তোলে। যেহেতু এই নামটি সেই ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে যিনি নিজের রক্ত দিয়ে আমাদেরকে ধৌত করেছেন এবং ঈশ্বরের সামনে আমাদেরকে রাজা ও যাজকবর্গ করেছেন। এটি সেই ব্যক্তিকে প্রতিনিধিত্ব করে যিনি আমাদের জন্য একটি নতুন ও জীবন্ত পথ খুলে দিয়েছেন ক্রুশের উপরে তাঁর বলিদানের মধ্যে দিয়ে, এবং যার রক্ত আমাদেরকে মহা পবিত্র স্থানে প্রবেশ করার সাহস দিয়ে থাকে। এই নামেতে এবং শুধুমাত্র এই নামেতে আমরা আমাদের প্রশংসা, আরাধনা ও ধন্যবাদ দিয়ে থাকি।

সুতরাং, যখন আমরা আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসা ও আরাধনা করি, তখন আমরা এই সত্যের উপর স্থির থাকি। আমাদের বলিদান আমাদের যোগ্যতার কারণে গ্রহণ করা হয় না, আমাদের ধার্মিকতা অথবা আমাদের কোনো মহান কাজের জন্য গ্রহণ করা হয় না। আমাদের প্রশংসা, আরাধনা ও ধন্যবাদের নৈবেদ্য হল ঈশ্বরের সামনে সুগন্ধি ধূপের মতো, কারণ এইগুলিকে যীশু খ্রীষ্টের নামে উৎসর্গ করা হয়।

পুরাতন নিয়মে, ঈশ্বরের প্রাঙ্গনে যাজকেরা পরিচর্যা করতেন, যারা লোকেদের দ্বারা নিয়ে আসা নৈবেদ্যগুলিকে নিয়ে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করতেন। এই যাজকেরা মানুষ ছিলেন, তারা নিজেরাও ব্যর্থ হত এবং ঈশ্বরের দ্বারা প্রত্যাখিত হতে পারতো। কিন্তু, যীশু হলেন আমাদের মহা যাজক, স্বর্গীয় প্রাঙ্গনে একজন পরিচর্যাকারী। *"এই সমস্ত কথার সার এই, আমাদের এমন এক মহাযাজক আছেন, যিনি স্বর্গে, মহিমা-সিংহাসনের দক্ষিণে, উপবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি পবিত্র স্থানের, এবং যে তাম্বু মনুষ্যকর্ত্তৃক নয়, কিন্তু প্রভুকর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে, সেই প্রকৃত তাম্বুর সেবক"* (ইব্রীয় 8:1-2)। যখন আমরা আমাদের প্রশংসা, আরাধনা ও ধন্যবাদের, দান ও দশমাংশের নৈবেদ্য যীশুর নামে উৎসর্গ করি, তখন এটা আমাদের মহান যাজকের কাছে, স্বর্গীয় স্থানে প্রাঙ্গনে পরিচর্যাকারীর কাছে পৌঁছায় এবং আমাদের পিতার সামনে উৎসর্গ করা হয়। এটাই ঘটে যখন আমরা যীশুর নামেতে আমাদের আত্মিক নৈবেদ্য উৎসর্গ করে থাকি!

17. যীশুর নামেতে সকল কাজ করা

কলসীয় 3:16-17
16 খ্রীষ্টের বাক্য প্রচুররূপে তোমাদের অন্তরে বাস করুক; তোমরা সমস্ত বিজ্ঞতায় গীত, স্তোত্র ও আত্মিক সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা পরস্পর শিক্ষা ও চেতনা দান কর; অনুগ্রহে আপন আপন হৃদয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে গান কর।
17 আর বাক্যে কি কার্য্যে যাহা কিছু কর, সকলই প্রভু যীশুর নামে কর, তাঁহার দ্বারা পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে করিতে ইহা কর।

আমরা যা কিছুই করি না কেন, প্রত্যেকটি ক্রিয়াকলাপ, প্রত্যেক বিস্তারিত বিষয়সকল, শাস্ত্র আমাদের বলে যে সবকিছু যেন প্রভু যীশুর নামেতে করতে পারি! আসুন, আমরা এটা করি! মনে রাখবেন, অধ্যায় 7-এ আমরা ইতিমধ্যে আবিষ্কার করেছি যে কী হয় যখন আমরা যীশুর নামকে ব্যবহার করি। যখন আমরা ঘোষণা করি 'যীশুর নামেতে', তখন যীশুকে সেই পরিস্থিতির মধ্যে নিয়ে আসি। তাঁর উপস্থিতি, তাঁর শক্তি, তাঁর কর্তৃত্ব, এবং তাঁর আত্মা সেই বিষয়ের মধ্যে জড়িত থাকে। তিনি যা কিছু, সেই সব পরিস্থিতিতে এসে পরে কারণ আমরা তাঁর নামে ডাকি এবং তাঁর নামে পদক্ষেপ নিয়ে থাকি।

যখন আপনি সকালে ঘুম থেকে ওঠেন, মাটিতে পা ফেলেন, তখন ঘোষণা করুন 'যীশুর নামেতে আমি আজকের দিনটি অতিবাহিত করবো। যীশুর নামেতে আমার সকল পথে আমি বিজয় ঘোষণা করি, আশীর্বাদ, শান্তি, আনন্দ, প্রজ্ঞা এবং সমৃদ্ধি ঘোষণা করি'।

যখন আপনি রান্নাঘরে রান্না করছেন তখন ঘোষণা করুন, 'যীশুর নামেতে আমি আজকের রান্না করছি'।

যখন আপনি আপনার গাড়িতে চেপে গাড়ি চালানো শুরু করেন তখন ঘোষণা করুন, 'যীশুর নামেতে আমি আজকে গাড়ি চালাচ্ছি'।

যখন আপনি কোনো ব্যবসায়ী সভাতে যান তখন ঘোষণা করুন, 'যীশুর নামেতে আজকের মিটিং-এ আমি অংশগ্রহণ করছি'।

যখন আপনি কাউকে সাহায্য করছেন, কারুর সেবা করছেন, কারুর জন্য প্রার্থনা করছেন, তাদের প্রয়োজনগুলির প্রতি পরিচর্যা করছেন, তাদের প্রয়োজন মেটাচ্ছেন, তাদের প্রতি সুস্থতার পরিচর্যা করছেন, সেই সবকিছু যীশুর নামেতে করুন।

আপনি যা কিছুই করুন না কেন, ঘোষণা করুন যে আপনি তা যীশুর নামে করছেন। তারপর সঠিক ও নিখুঁত ভাবে যীশুকে প্রতিনিধিত্ব করুন। যীশু যা চিন্তাভাবনা করতেন, বলতেন ও কাজ করতেন, সেইগুলিই করুন। পবিত্র আত্মার কাছ থেকে এই কাজটি করার জন্য সাহায্য যাচ্ঞা করুন। *"আর বাক্যে কি কার্য্যে যাহা কিছু কর, সকলই প্রভু যীশুর নামে কর, তাঁহার দ্বারা পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে করিতে ইহা কর"*(পদ 17)।

আমাদের প্রার্থনা যীশুর নামে উত্তর পেয়ে থাকে।
আমাদের প্রশংসা, আরাধনা ও ধন্যবাদের নৈবেদ্য যীশুর
নামে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।
আমরা যা কিছু বলি ও করি, আমরা যীশুর নামেতে তা করি।

চিন্তাভাবনা

অধ্যায় 15-17 -এর জন্য।

1. যীশুর নামেতে পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার গুরুত্ব নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন। কীভাবে আপনি 'প্রার্থনায় শক্তি' গড়ে তুলতে পারবেন যাতে আপনি আপনার সকল প্রার্থনার উত্তর দেখতে পান এবং আপনার প্রার্থনার জীবনের জন্য যীশু যা কিছু আপনার বলে ঘোষণা করেছেন, সেই পথে চলতে পারেন?

2. যীশুর নামেতে যখন আপনি আপনার আত্মিক নৈবেদ্যগুলিকে উৎসর্গ করেন তখন কী ঘটে, সেই বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন। আপনি যা কিছু উৎসর্গ করছেন, সেইগুলিতে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হচ্ছেন কিনা, সেই সংক্রান্ত সকল প্রশ্ন ও সন্দেহগুলিকে কীভাবে আপনি অতিক্রম করতে পারেন?

3. যখনই আপনি কিছু করছেন, বাড়িতে, কর্মক্ষেত্রে, অথবা যেকোনো স্থানে, তখন যীশুর নামেতে সেই কাজটি করার ঘোষণা করার অর্থ কী? অধ্যায় ৭ থেকে কিছু অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োগ করুন যেখানে আমরা ব্যাখ্যা করেছি যে কী ঘটে যখন আমরা যীশুর নামটিকে ব্যবহার করে থাকি।

18. যীশুর নামেতে আমরা একত্র হই

মথি 18:18-20
18 আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা পৃথিবীতে যাহা কিছু বদ্ধ করিবে, তাহা স্বর্গে বদ্ধ হইবে; এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু মুক্ত করিবে, তাহা স্বর্গে মুক্ত হইবে।
19 আবার আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, পৃথিবীতে তোমাদের দুই জন যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, সেই বিষয়ে যদি একচিত্ত হয়, তবে আমার স্বর্গস্থ পিতা কর্ত্তৃক তাহাদের জন্য তাহা করা যাইবে।
20 কেননা যেখানে দুই কি তিন জন আমার নামে একত্র হয়, সেইখানে আমি তাহাদের মধ্যে আছি।

1 করিন্থীয় 5:4
আমাদের প্রভু যীশুর নামে তোমরা এবং আমার আত্মা সমাগত হইলে

প্রভু যীশু এই সত্যটি প্রকাশ করেছিলেন যে যখন দুইজন অথবা অধিক তাঁর নামে একত্র হয়, তখন তিনি সেখানে উপস্থিত থাকেন। যেমন আমরা আগেই বলেছি, তাঁর নাম তাঁকে সেই পরিস্থিতিতে নিয়ে আসে! যীশু তাঁর নামের মধ্যে উপস্থিত থাকেন। যখন আমরা বিশ্বাসী হিসেবে তাঁর নামে একত্র হই, তখন আমরা একসঙ্গে অনেক কিছু করতে পারি। আমরা আরাধনা, প্রার্থনা, তাঁর বাক্য অধ্যয়ন, সহভাগীতা, পরস্পরকে উৎসাহদান ও পরিচর্যা এবং ইত্যাদি বিষয় করতে পারি। মথি সুসমাচারের এই অংশে আমরা নির্দিষ্ট ভাবে লক্ষ্য করি যে যখন প্রভু স্বয়ং আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকেন তখন আমরা তাঁর কর্তৃত্ব থেকে শক্তি লাভ করি এবং একমত হয়ে বিষয়টিকে প্রার্থনাতে নিয়ে আসি (যে লোকেরা যীশুর নামেতে একত্র হয়, তারা প্রার্থনায় একমত হয়) এবং "বদ্ধ করা ও মুক্ত করার" মধ্যে দিয়ে নিয়ে আসি।

প্রেরিত পৌল এই বিষয়টিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন যখন তিনি বলেছেন যে যখন বিশ্বাসীরা প্রভু যীশুর নামে একত্র হয়, সেখানে আমাদের প্রভু যীশুর শক্তিও উপস্থিত থাকে।

যখন আমরা বিশ্বাসীরা যীশুর নামেতে একত্র হই, সেটা দুইজন হোক, তিনজন হোক অথিওবা অনেকে হোক, তখন সেখানে যীশু উপস্থিত থাকেন। আমরা তাঁর শক্তিকে লাভ করতে পারি এবং সেই পরিস্থিতির মাঝে নিয়ে আসতে পারি। আমরা যেন একমত, একচিত্ত ও একমনা হই, এবং আমাদের একমত হওয়ার মধ্যে দিয়ে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্ষমতা সেই পরিস্থিতিতে কাজ করে, যে পরিস্থিতি নিয়ে আমরা প্রার্থনা করি। আমরা পৃথিবীতে বদ্ধ করি ও মুক্ত করি, পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী এই পৃথিবীতে বিষয়গুলি হওয়ার অনুমতি দিই অথবা নিষেধ করি, এবং স্বর্গ আমাদের পক্ষে দাঁড়ায়। আমরা যখন যীশুর নামেতে একত্র হই তখন আমাদের কাছে মহান শক্তি, কর্তৃত্ব ও আধিপত্য উপলব্ধ থাকে। আসুন, সেই বিষয়গুলিকে ধরতে সক্ষম হই যা যীশু আমাদের কাছে উপলব্ধ করেন।

19. যীশুর নামেতে পরস্পরকে গ্রহণ করা, সমাদর করা ও আশীর্বাদ করা

মথি 10:41-42
41 যে ভাববাদীকে ভাববাদী বলিয়া গ্রহণ করে, সে ভাববাদীর পুরস্কার পাইবে; এবং যে ধার্ম্মিককে ধার্ম্মিক বলিয়া গ্রহণ করে, সে ধার্ম্মিকের পুরস্কার পাইবে।
42 আর যে কেহ এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে কোন এক জনকে শিষ্য বলিয়া কেবল এক বাটী শীতল জল পান করিতে দেয়, আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, সে কোন মতে আপন পুরস্কারে বঞ্চিত হইবে না।

মার্ক 9:37 (দেখুন মথি 18:5; লূক 9:48)
যে কেহ আমার নামে ইহার মত কোন শিশুকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; আর যে কেহ আমাকে গ্রহণ করে, সে আমাকে নয়, কিন্তু যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাকেই গ্রহণ করে।

ইব্রীয় 6:10
কেননা ঈশ্বর অন্যায়কারী নহেন; তোমাদের কার্য্য, এবং তোমরা পবিত্রগণের যে পরিচর্য্যা করিয়াছ ও করিতেছ, তদ্দ্বারা তাঁহার নামের প্রতি প্রদর্শিত তোমাদের প্রেম, এই সকল তিনি ভুলিয়া যাইবেন না।

3 যোহন 1:5-8
5 প্রিয়তম, সেই ভ্রাতৃগণের, এমন কি, সেই বিদেশীদের প্রতি যাহা যাহা করিয়া থাক, তাহা বিশ্বাসীর উপযুক্ত কার্য্য।
6 তাঁহারা মণ্ডলীর সাক্ষাতে তোমার প্রেমের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন; তুমি যদি ঈশ্বরের উপযোগীরূপে তাঁহাদিগকে সযত্নে পাঠাইয়া দেও, তবে ভালই করিবে।
7 কারণ সেই নামের অনুরোধে তাঁহারা বাহির হইয়াছেন, পরজাতীয়দের কাছে কিছুই গ্রহণ করেন না।
8 অতএব আমরা এই প্রকার লোকদিগকে সাদরে গ্রহণ করিতে বাধ্য, যেন সত্যের সহকারী হইতে পারি।

যখন আমরা যীশুর নামের কারণে কারুকে সম্মান করি, তখন স্বয়ং যীশুকে সম্মান করে থাকি। সেটা আরেকজন শিষ্য হোক, অথবা কোনো শিশু হোক, অথবা সুসমাচারের কোনো পরিচর্যাকারী হোক, যখন আমরা তাদেরকে যীশুর নামের কারণে সম্মান করে থাকি, তখন আমরা প্রভু যীশুকে ও পিতাকে সমাদর করে থাকি। যীশুর নামে যে ভাল কাজগুলি আমরা করি, এমনকি এক কাপ ঠাণ্ডা পানীয় জল দেওয়ার মতো সরল কাজ হোক, অথবা যেকোনো কাজ হোক না কেন, সেটা আমরা প্রভুর প্রতি করে থাকি। যারা পরিচর্যা কাজের জন্য এগিয়ে আসে, তাদেরকে যখন যীশুর নামেতে সম্মান করি, আশীর্বাদ করি ও সহযোগিতা করি, তখন আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের কাজের ভাগীদার হই। এবং প্রভু এই কাজগুলিকে স্মরণ করবেন ও আমাদের পুরস্কৃত করবেন।

আমরা যেন অবশ্যই যীশুর নামেতে পরস্পরকে গ্রহণ করা ও সম্মান করার গুরুত্বটিকে বুঝতে পারি। বাস্তব এটা যে আমরা সর্বদা প্রত্যেক ব্যক্তিদের 'পছন্দ' নাও করতে পারি যাদের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সবকিছুতে একমত নাও হতে পারি। কিন্তু আমরা তবুও প্রেমেতে, সমাদরে চলতে পারি ও পরস্পরকে যীশু খ্রীষ্টের নামেতে আশীর্বাদ করতে পারি।

যদিও শাস্ত্র আমাদের শেখায় সেই সকল মানুষদের প্রতি "দ্বিগুণ সমাদর" প্রদর্শন করতে যারা "বাক্যে ও শিক্ষাদানে পরিশ্রম করেন" (1 তীমথিয় 5:17) আমরা যেন এটা মনে না করি যে ঈশ্বরের লোকেদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিদের আশীর্বাদ করা কম গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখবেন, যীশু বলেছেন: *"…আমার এই ভ্রাতৃগণের—এই ক্ষুদ্রতমদিগের—মধ্যে এক জনের প্রতি যখন ইহা করিয়াছিলে, তখন আমারই প্রতি করিয়াছিলে"* (মথি 25:40)। আমরা যাই করি না কেন, ছোট অথবা বড়, যখন আমরা যীশুর নামেতে করি, ঈশ্বরের ক্ষুদ্র একজন পরিচর্যাকারী অথবা বিশিষ্ট কোনো পরিচর্যাকারীর প্রতি, তখন আমরা যীশুর প্রতি করে থাকি। এটাই গুরুত্বপূর্ণ। যখন আমরা এটা করি তখন আমরা সঠিক ও নিখুঁত ভাবে যীশুকে প্রতিনিধিত্ব করে থাকি।

[বি:দ্র: একটি সতর্কবার্তা, আমরা যেন "সাপের ন্যায় চালাক" হই এবং কোনো ব্যক্তিকে যেন আমাদের দয়ার মনোভাবের অপব্যবহার করতে না দিই এবং ঈশ্বর দত্ত সময়, শক্তি ও অর্থকে যেন "কোনো শিষ্যের নামে" নষ্ট না করি।]

যখন আমরা যীশুর নামে একত্র হই, সেখানে যীশু উপস্থিত থাকেন ও তাঁর শক্তি উপলব্ধ থাকে! যখন আমরা পরস্পরকে আশীর্বাদ করি ও সমাদর করি যীশুর নামেতে, তখন আমরা যীশু এবং পিতাকে সমাদর করে থাকি।

চিন্তাভাবনা

অধ্যায় 18 ও 19 -এর জন্য

1. এই সত্যটির উপর চিন্তাভাবনা করুন যে যখন আমরা যীশুর নামে একত্র হই, তখন যীশু সেখানে উপস্থিত থাকেন এবং তাঁর শক্তি আমাদের জন্য উপলব্ধ থাকে। মথি ১৮:১৮-২০ পদে যীশু কী নির্দেশ দিয়েছেন যেটা শেখায় যে কীভাবে আমরা তাঁর উপস্থিতি ও শক্তি থেকে সামর্থ্য নিতে পারব যেটা পার্থিব বিষয়গুলির উপর প্রভাব ফেলে?

2. কীভাবে আপনি যীশুর নামেতে অন্যদেরকে সমাদর করা ও আশীর্বাদ করা আপনার জীবনের একটা স্বাভাবিক, ও ধারাবাহিক বিষয় করে তুলতে পারেন? যদি কোনো অভ্যন্তরীণ সমস্যা থাকে (যেমন ক্ষমাহীনতা, ঘৃণা, পূর্বধারণা, বিবাদ, হিংসা, প্রতিযোগিতা, নিরাপত্তার অভাব, ইত্যাদি) যা আপনাকে এক অথবা একাধিক ব্যক্তিদের সমাদর করা থেকে আটকাচ্ছে, তাহলে প্রভুর কাছে স্বীকার করুন এবং এখান থেকে আপনাকে মুক্ত করতে বলুন। আপনার হৃদয়কে পরিষ্কার রাখুন যাতে স্বাধীন ভাবে সকল মানুষদের যীশুর নামে সমাদর ও আশীর্বাদ করতে পারেন।

20. যীশুর নামেতে প্রচার করা, শিক্ষা দেওয়া ও পরিচর্যা করা

প্রেরিত্ 4:17-18
17 কিন্তু কথাটা যেন লোকদের মধ্যে আরও রটিয়া না যায়, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে ভয় দেখান যাউক, যেন কোন লোককেই আর এই নামে কিছু না বলে।
18 পরে তাঁহারা উহাঁদিগকে ডাকিয়া এই আজ্ঞা দিলেন, তোমরা যীশুর নামে একেবারেই কোন কথা বলিও না, কোন উপদেশও দিও না।

প্রেরিত্ 5:28
আমরা তোমাদিগকে এই নামে উপদেশ দিতে দৃঢ়রূপে নিষেধ করিয়াছিলাম; তথাপি দেখ, তোমরা আপনাদের উপদেশে যিরূশালেম পরিপূর্ণ করিয়াছ, এবং সেই ব্যক্তির রক্ত আমাদের উপরে বর্ত্তাইতে মনস্থ করিতেছ।

প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলীর একটি বিষয় যেটা সেই সময়কার ধর্মীয় গুরুরা ভয় পেত, সেটা হল তাদের প্রচার, শিক্ষা ও পরিচর্যা যা তারা যীশু খ্রীষ্টের নামে করত। তারা সেই নামটিকে ভয় পেত! এটি বর্তমানেও সত্য। লোকেরা সুন্দর অনুপ্রেরনাদায়ক প্রচার শুনতে আপত্তি করে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা যীশু খ্রীষ্টের নাম উচ্চারণ করি। কিন্তু বাহ্যিক চাপ ও হুমকিগুলি প্রেরিতদেরকে যীশুর নামেতে প্রচার করা, শিক্ষা দেওয়া ও পরিচর্যা করা থেকে আটকাতে পারেনি। তারা সেই নামেতে পরিচর্যা করে গিয়েছিল, এবং আমরাও যেন তাই করি। আমাদের জীবনের ও পরিচর্যার ভিত্তি হল যে আমরা সবাই সেই নামেতে প্রচার করি ও শিক্ষা দিয়ে থাকি।

যীশুর নামেতে প্রচার করা জীবন পরিবর্তন করে, আরোগ্যতা আনে, অলৌকিক কাজ ঘটায় ও মানুষদের মুক্ত করে। প্রথম শতাব্দীতে এমনই যিরূশালেমে ঘটেছিল।

প্রেরিত্ 8:5-8,12
5 আর ফিলিপ শমরিয়ার নগরে গিয়া লোকদের কাছে খ্রীষ্টকে প্রচার করিতে লাগিলেন।
6 আর লোকসমূহ ফিলিপের কথা শুনিয়া ও তাঁহার কৃত চিহ্ন-কার্য্য সকল দেখিয়া একচিত্তে তাঁহার কথায় অবধান করিল।
7 কারণ অশুচি আত্মাবিষ্ট অনেক লোক হইতে সেই সকল আত্মা উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া বাহির হইয়া আসিল, এবং অনেক পক্ষাঘাতী ও খঞ্জ সুস্থ হইল;
8 তাহাতে ঐ নগরে বড়ই আনন্দ হইল।
12 কিন্তু ফিলিপ ঈশ্বরের রাজ্য ও যীশু খ্রীষ্টের নাম বিষয়ক সুসমাচার প্রচার করিলে তাহারা যখন তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিল, তখন পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরাও বাপ্তাইজিত হইতে লাগিল।

ফিলিপ যিরূশালেমের স্থানীয় মণ্ডলীতে পরিপক্ক ও প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন। শমরীয়াতে তিনি খ্রীষ্টকে প্রচার করেছিলেন, যার মধ্যে ছিল ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে ও যীশু খ্রীষ্টের নামের বিষয়ে প্রচার। ফিলিপ তাই করেছিলেন যা তিনি প্রেরিতদের করতে দেখেছিলেন এবং তিনি একই ফলাফল পেয়েছিলেন। লোকেরা যীশুর প্রতি ফিরেছিল, অলৌকিক কাজ হয়েছিল, মন্দ আত্মারা বিতাড়িত হয়েছিল, লোকেরা সুস্থ হয়েছিল এবং মহা আনন্দ লাভ করেছিল! যীশু খ্রীষ্টের নামে প্রচার এমনই পরিণতি উৎপাদন করবে।

আমরা যখন বর্তমানে প্রচার করি, শিক্ষা দিই এবং পরিচর্যা করি, আমরাও যেন যীশুর নামেতে করি। এর অর্থ এই যে আমরা যেন যীশুকে প্রতিনিধিত্ব করি এবং যীশুকে প্রকৃত ভাবে প্রকাহ করার উদ্দেশ্য নিয়ে করি। যীশুর নাম কোনো শক্তি হারায়নি, এবং আমরা যদি সঠিক ভাবে তাঁর নামেতে প্রচার করি, শিক্ষা দিই ও পরিচর্যা করি, তাহলে আমরাও প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলীর মতো পরিণতি লক্ষ্য করবো।

যীশুর নামেতে প্রচার করার ক্ষেত্রে আমরা যেন সাহসী হই। শৌল একজন অতিশয় শিক্ষিত ফরীশী ছিলেন যিনি সম্পূর্ণ ভাবে যীশু খ্রীষ্টের নামের বিরুদ্ধে ছিলেন। দম্মেশকে যাওয়ার পথে যীশুর সাথে পরাক্রমশালী ভাবে সাক্ষাৎ হওয়ার পর তিনি *"দম্মেশকে যীশুর নামে সাহসপূর্ব্বক প্রচার করিয়াছেন"* (প্রেরিত্ 9:27,29)।

আমাদের প্রত্যেকে যেন অবশ্যই উপলব্ধি করতে পারি যে, যে অনুগ্রহ ও আহ্বান আমাদের দেওয়া হয়েছে, সেটা দেওয়া হয়েছে তাঁর নামেতে জাতীগণকে স্পর্শ করার জন্য। যেমন প্রেরিত পৌল রোমীয় 1:5 পদে লিখেছেন, *"তিনি যীশু খ্রীষ্ট, আমাদের প্রভু, যাঁহার দ্বারা আমরা তাঁহার নামের পক্ষে সকল জাতির মধ্যে বিশ্বাসের আজ্ঞাবহতার উদ্দেশে অনুগ্রহ ও প্রেরিতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি"।*

প্রভু যীশু, যিনি মণ্ডলীর মস্তক, আমাদেরকে প্রচার করতে, শিক্ষা দিতে ও পরিচর্যা করতে দেখেন। তাঁর নামের জন্য আমাদের অধ্যাবসায়, ধৈর্য ও অক্লান্ত পরিশ্রম তিনি লক্ষ্য করেন (প্রকাশিত বাক্য 2:3)।

তাহলে আসুন, আমাদের প্রচারে, শিক্ষাদানে ও পরিচর্যাতে যীশু খ্রীষ্টের নামের প্রতি বিশ্বস্ত থাকি। আমরা যদি তাঁর নামকে ও তাঁকে সাহসের সাথে ঘোষণা না করি, তাহলে আমরা তাঁকে নিরাশ করি, যিনি আমাদেরকে তাঁর নাম ব্যবহার করার সৌভাগ্য ও কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন।

21. যীশুর নামেতে আরোগ্য দান করা

মার্ক 16:17-18
17 আর যাহারা বিশ্বাস করে, এই চিহ্নগুলি তাহাদের অনুবর্ত্তী হইবে; তাহারা আমার নামে ভূত ছাড়াইবে, তাহারা নূতন নূতন ভাষায় কথা কহিবে,
18 তাহারা সর্প তুলিবে, এবং প্রাণনাশক কিছু পান করিলেও তাহাতে কোন মতে তাহাদের হানি হইবে না; তাহারা পীড়িতদের উপরে হস্তার্পণ করিবে, আর তাহারা সুস্থ হইবে।

প্রেরিত্ 3:6,12,16
6 কিন্তু পিতর বলিলেন, রৌপ্য কি স্বর্ণ আমার নাই, কিন্তু যাহা আছে, তাহা তোমাকে দান করি; নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে হাঁটিয়া বেড়াও।
12 তাহা দেখিয়া পিতর লোকসমূহকে কহিলেন, হে ইস্রায়েলীয় লোকেরা, এই ব্যক্তির বিষয়ে কেন আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছ? অথবা আমরাই যে নিজ শক্তি বা ভক্তিগুণে ইহাকে চলিবার শক্তি দিয়াছি, ইহা মনে করিয়া কেনই বা আমাদের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছ?
16 আর তাঁহার নামে বিশ্বাস হেতু, এই যে ব্যক্তিকে তোমরা দেখিতেছ ও জান, তাঁহারই নাম ইহাকে বলবান্ করিয়াছে; তাঁহারই দত্ত বিশ্বাস তোমাদের সকলের সাক্ষাতে ইহাকে এই সম্পূর্ণ সুস্থতা দিয়াছে।

প্রেরিত্ 4:7,10
7 তাঁহারা উহাঁদিগকে মধ্যস্থানে দাঁড় করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ক্ষমতায় অথবা কি নামে তোমরা এই কর্ম্ম করিয়াছ?
10 তবে আপনারা সকলে ও সমস্ত ইস্রায়েল লোক ইহা জ্ঞাত হউন, নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে, যাঁহাকে আপনারা ক্রুশে দিয়াছিলেন, যাঁহাকে ঈশ্বর মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইলেন, তাঁহারই গুণে এই ব্যক্তি আপনাদের সম্মুখে সুস্থ শরীরে দাঁড়াইয়া আছে।

যাকোব 5:14-15
14 তোমাদের মধ্যে কেহ কি রোগগ্রস্ত? সে মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গকে আহ্বান করুক; এবং তাঁহারা প্রভুর নামে তাহাকে তৈলাভিষিক্ত করিয়া তাহার উপরে প্রার্থনা করুন।
15 তাহাতে বিশ্বাসের প্রার্থনা সেই পীড়িত ব্যক্তিকে সুস্থ করিবে, এবং প্রভু তাহাকে উঠাইবেন; আর সে যদি পাপ করিয়া থাকে, তবে তাহার মোচন হইবে।

যীশু একজন মহান চিকিৎসক, পরাক্রমশালী আরোগ্যদাতা এবং তাঁর নামের মধ্যে সুস্থতা রয়েছে। যীশু প্রত্যেক বিশ্বাসীদেরকে প্রেরণ করেছেন তাঁর নামকে ব্যবহার করে অসুস্থদের সুস্থ করার জন্য। অলৌকিক ভাবে আরোগ্যতার পরিচর্যা করার কোনো একটিমাত্র উপায় নেই। আপনি অসুস্থ ব্যক্তির উপর হাত রাখতে পারেন, দূর থেকে তাদের প্রতি পরিচর্যা করতে পারেন, ফোনের মধ্যে দিয়ে পরিচর্যা করতে পারেন, একটি প্রার্থনার কাপড় পাঠাতে পারেন (যে কাপড়ের উপর প্রার্থনা করা হয়েছে), তেল দিয়ে অভিষেক করতে পারেন, ইত্যাদি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আমরা যীশুর নামে যেন পরিচর্যা করি। যীশুর নামটি যীশুকে নিয়ে আসে। যখন আমরা অসুস্থতাকে আদেশ দিই ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য এবং যীশুর নামে অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ হওয়ার জন্য বলি, তখন আমরা যেন জানি যে আমরা যীশুর স্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, তাঁকে প্রতিনিধিত্ব করছি, এবং এটা স্বয়ং যীশুর দ্বারা সেই ব্যক্তিকে পরিচর্যা করার সমান। এটাই হল যীশুর নামেতে অসুস্থ ব্যক্তিদের প্রতি পরিচর্যা করার অর্থ। আমরা আমাদের ক্ষমতা অথবা পবিত্রতার উপর নির্ভর করে পরিচর্যা করি না। আমরা যীশুর নামেতে যে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা রয়েছে, সেই ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে পরিচর্যা করে থাকি।

22. যীশুর নামেতে অলৌকিক কাজ করা

মার্ক 9:38-39
38 যোহন তাঁহাকে কহিলেন, হে গুরু, আমরা এক ব্যক্তিকে আপনার নামে ভূত ছাড়াইতে দেখিয়াছিলাম, আর তাহাকে বারণ করিতেছিলাম, কারণ সে আমাদের পশ্চাদগমন করে না।
39 কিন্তু যীশু কহিলেন, তাহাকে বারণ করিও না, কারণ এমন কেহ নাই, যে আমার নামে পরাক্রম-কার্য্য করিয়া সহজে আমার নিন্দা করিতে পারে।

মার্ক 16:17-18
17 আর যাহারা বিশ্বাস করে, এই চিহ্নগুলি তাহাদের অনুবর্ত্তী হইবে; তাহারা আমার নামে ভূত ছাড়াইবে, তাহারা নূতন নূতন ভাষায় কথা কহিবে,
18 তাহারা সর্প তুলিবে, এবং প্রাণনাশক কিছু পান করিলেও তাহাতে কোন মতে তাহাদের হানি হইবে না; তাহারা পীড়িতদের উপরে হস্তার্পণ করিবে, আর তাহারা সুস্থ হইবে।

প্রেরিত্ 4:29-31,33
29 আর এখন, হে প্রভু, উহাদের ভয়প্রদর্শনের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; এবং তোমার এই দাসদিগকে সম্পূর্ণ সাহসের সহিত তোমার বাক্য বলিবার ক্ষমতা দেও,
30 আরোগ্য-দানার্থে তোমার হস্ত বিস্তার কর; আর তোমার পবিত্র দাস যীশুর নামে যেন চিহ্ন-কার্য্য ও অদ্ভুত লক্ষণ সাধিত হয়।
31 তাঁহারা প্রার্থনা করিলে, যে স্থানে তাঁহারা সমবেত হইয়াছিলেন, সেই স্থান কাঁপিয়া উঠিল; এবং তাঁহারা সকলেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইলেন ও সাহসপূর্ব্বক ঈশ্বরের বাক্য বলিতে থাকিলেন।
33 আর প্রেরিতেরা মহাপরাক্রমে প্রভু যীশুর পুনরুত্থান বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেন, এবং তাহাদের সকলের উপরে মহা অনুগ্রহ ছিল।

যীশুর নামেতে অলৌকিক কাজ, চিহ্ন কাজ ও আশ্চর্য কাজ হয়ে থাকে। যীশুর নামেতে অলৌকিক, অস্বাভাবিক, অপ্রত্যাশিত ও অসম্ভব ঘটনা ঘটে থাকে। স্বাভাবিক নিয়মগুলিকে ক্ষণিকের জন্য স্থগিত রাখা যেতে পারে; স্বাভাবিক ক্ষেত্রে, উভয় অচল ও সচল বস্তু যীশুর নামের কর্তৃত্বের অধীনে বশীভূত হয়। প্রত্যেক বিশ্বাসীদের কাছে যীশুর নামেতে অলৌকিক কাজ, চিহ্ন কাজ ও আশ্চর্য কাজ করার প্রবেশাধিকার দেওয়া আছে।

পরিবেশ, পরিস্থিতি, পার্থিব বস্তু, ইত্যাদি সেই সকল আদেশের প্রতি সাড়া দেবে যা আমরা যীশুর নামেতে বলে থাকি। অবশ্যই আমরা নিজেদের ইচ্ছামতো এবং শৃঙ্খলবিহীন হয়ে বস্তুগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে বলি না। আমরা এই প্রকারের কাজ করতে পারি না। কিন্তু যখন প্রয়োজন হয়ে ওঠে আমাদের জীবনে অথবা অন্য কোনো ব্যক্তির জীবনে পিতার ইচ্ছাকে পূর্ণ করার জন্য, তখন আমরা হৃদয়ে বিশ্বাস নিয়ে যীশুর নামেতে ঘোষণা করতে পারি অথবা প্রার্থনা করতে পারি, এবং তাহলে আমরা অলৌকিক কাজগুলিকে ঘটতে দেখবো। যীশু হলেন একজন অলৌকিক কার্যকারী ঈশ্বর। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি অলৌকিক কাজ, চিহ্ন কাজ ও আশ্চর্য কাজ করে থাকেন। তিনি আমাদেরকে তাঁর নাম ব্যবহার করে এইগুলি করার কর্তৃত্ব ও অধিকার দিয়েছেন। প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলী এটার জন্য প্রার্থনা করেছিল। তারা যীশুর নামেতে আশ্চর্য ও চিহ্ন কাজ দেখতে চেয়েছিল। এবং তারা দেখেছিল। এবার আমাদের পালা।

23. যীশুর নামেতে মন্দ আত্মাদের দূর করা

লূক 10:17-19
17 পরে সেই সত্তর জন আনন্দে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, প্রভু, আপনার নামে ভূতগণও আমাদের বশীভূত হয়।
18 তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমি শয়তানকে বিদ্যুতের ন্যায় স্বর্গ হইতে পতিত দেখিতেছিলাম।
19 দেখ, আমি তোমাদিগকে সর্প ও বৃশ্চিক পদতলে দলিত করিবার, এবং শত্রুর সমস্ত শক্তির উপরে কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা দিয়াছি। কিছুতেই কোন মতে তোমাদের হানি করিবে না।

মার্ক 16:17-18
17 আর যাহারা বিশ্বাস করে, এই চিহ্নগুলি তাহাদের অনুবর্ত্তী হইবে; তাহারা আমার নামে ভূত ছাড়াইবে, তাহারা নূতন নূতন ভাষায় কথা কহিবে,
18 তাহারা সর্প তুলিবে, এবং প্রাণনাশক কিছু পান করিলেও তাহাতে কোন মতে তাহাদের হানি হইবে না; তাহারা পীড়িতদের উপরে হস্তার্পণ করিবে, আর তাহারা সুস্থ হইবে।

প্রেরিত্ 16:16-18
16 এক দিন আমরা সেই প্রার্থনাস্থানে যাইতেছিলাম, এমন সময়ে দৈবজ্ঞ আত্মাবিষ্টা এক দাসী আমাদের সম্মুখে পড়িল; সে ভাগ্যকথন দ্বারা তাহার কর্ত্তাদের বিস্তর লাভ জন্মাইত।
17 সে পৌলের এবং আমাদের পশ্চাৎ চলিতে চলিতে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, এই ব্যক্তিরা পরাৎপর ঈশ্বরের দাস, ইহাঁরা তোমাদিগকে পরিত্রাণের পথ জানাইতেছেন।
18 সে অনেক দিন পর্য্যন্ত এইরূপ করিতে থাকিল। কিন্তু পৌল বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া সেই আত্মাকে কহিলেন, আমি যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাকে আজ্ঞা দিতেছি, ইহা হইতে বাহির হইয়া যাও; তাহাতে সেই দণ্ডেই সে বাহির হইয়া গেল।

যীশুর নামেতে, প্রত্যেক বিশ্বাসীদেরকে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা (গ্রীক ভাষায় '*exousia*' যার অর্থ হল অধিকার যা দেওয়া হয়েছে) দেওয়া হয়েছে মন্দ আত্মাদের উপরে (*"সর্প ও বৃশ্চিক"*) এবং শয়তানের সকল শক্তির উপরে (গ্রীক '*dunamis*' যার অর্থ অলৌকিক শক্তি)। শত্রুর সকল ক্ষমতার উপর আমাদেরকে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে। যীশু আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন তাঁর নামের কর্তৃত্বকে ব্যবহার করে মন্দ আত্মাদের দূর করার জন্য। কীভাবে এটা করতে হয় তার একটা উদাহরণ প্রেরিত্ ১৬ অধ্যায়ে দেখতে পাই। যীশু খ্রীষ্টের নামে আমরা মন্দ আত্মাদের বেরিয়ে আসার জন্য, দূর হওয়ার জন্য অথবা তাদের কাজকে বন্ধ করার জন্য আদেশ দিই। এবং তারা আমাদের কথা শুনবে।

অনেক সময় থাকতে পারে যখন মন্দ আত্মারা আমাদের জীবনে হস্তক্ষেপ করে এবং আমাদের জীবনের কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাড়না করার, সমস্যা তৈরি করার, অত্যাচার করার চেষ্টা করে থাকে। আমরা যেন দৃঢ় ভাবে ও সাহসের সাথে তাদের কাজগুলিকে ধমক দিতে পারি এবং যীশু খ্রীষ্টের নামে তাদেরকে থামার জন্য, বেরিয়ে যাওয়ার জন্য আদেশ দিতে পারি। যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে নিজেদের সমর্পণ করি ও শয়তানের প্রতিরোধ করি, শাস্ত্র বলে যে তখন সে আমাদের থেকে ভয় পেয়ে দূরে পালাবে (যাকোব 4:7)। একই বিষয় আমরা করে থাকি যখন অন্য কোনো ব্যক্তির প্রতি পরিচর্যা করে থাকি যারা কোনো না কোনো ভাবে মন্দ আত্মার দ্বারা তাড়িত থাকে।

যীশুর নামের যখন আপনি কোনো মন্দ আত্মাকে ধমক দেন তখন স্বর্গীয় স্থানে কী ঘটে সেটা দেখতে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করুন। স্বর্গীয় স্থানে, আপনি খ্রীষ্টেতে আছেন, ঈশ্বরের একজন দায়াদ ও খ্রীষ্টের সাথে সহ-দায়াদ, পিতার দক্ষিণ দিকে বসে আছেন, এবং শয়তান ও প্রত্যেক মন্দ আত্মাগুলি আপনার পায়ের নীচে রয়েছে। যীশুর রক্ত দ্বারা আপনি আচ্ছাদিত রয়েছেন এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা অভিষিক্ত রয়েছেন। আপনার হাতে রয়েছে আত্মার তলোয়ার এবং ঈশ্বরের যুদ্ধসজ্জা আপনাকে রক্ষা করছে। স্বর্গদূতেরা আপনাকে সাহায্য করছে। এখন আপনি যীশুর নামে এগিয়ে আসুন। আপনি ঘোষণা করছেন যে আপনি যীশুকে প্রতিনিধিত্ব করছেন, তাঁর স্থানে কাজ করছেন, তাঁর হয়ে সেই কাজটি করছেন যেটা তিনি এখানে উপস্থিত থাকলে করতেন। যখন আপনি যীশুর নামে ঘোষণা করেন, তখন যীশু সেখানে উপস্থিত থাকেন। পবিত্র আত্মা সেখানে থাকেন। এবং তারপর আপনি মন্দ আত্মাদের দূর হওয়ার জন্য আদেশ দিয়ে থাকেন। সেখানে মন্দ

আত্মাদের কাছে কোনো কি সুযোগ থাকতে পারে? তারা জেদি হতে পারে ও আপনার প্রতিরোধ করতে পারে, কিন্তু আপনি ভাল করে জানেন যে তাদের জয়ী হওয়ার কোনো সুযোগই নেই। একেবারেই নেই! যীশুর নামেতে আপনাকে থামানো যেতে পারবে না। তাদেরকে পলায়ন করতেই হবে।

বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে, মন্দ আত্মারা আমাদেরকে ভয় পায়, যখন আমরা যীশুর নামেতে আমাদের আত্মিক কর্তৃত্ব সম্পর্কে অবগত থাকি ও সেই অনুযায়ী কাজ করি। বিশ্বাসী হিসেবে আমরা যেন মন্দ আত্মাদের দূর করার সময় তাদের দ্বারা পরাজিত হওয়ার অথবা আক্রান্ত হওয়ার ভয় না করি। মন্দ আত্মাদের সাথে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে যীশু স্পষ্ট ভাবে বলেছেন, *"কোনো কিছুই তোমাদের আঘাত করবে না"। এটাই হল এই বিষয়ের শেষ কথা। আমরা আশা করি না যে কোনো মন্দ আত্মা আমাদেরকে ক্ষতি করবে। "আমরা জানি, যে কেহ ঈশ্বর হইতে জাত, সে পাপ করে না, কিন্তু যে ঈশ্বর হইতে জাত, সে আপনাকে রক্ষা করে, এবং সেই পাপাত্মা তাহাকে স্পর্শ করে না"* (1 যোহন 5:18)।

"…ঈশ্বরের পুত্র এই জন্যই প্রকাশিত হইলেন, যেন দিয়াবলের কার্য্য সকল লোপ করেন" (1 যোহন 3:8)। যীশু আমাদেরকে তাঁর নাম সহকারে প্রেরণ করেছেন তাঁর মতো একই কাজ করার জন্য। মন্দ আত্মাদের উপরে সাহসের সাথে যীশুর নামেতে কর্তৃত্ব ও অধিকার প্রয়োগ করুন এবং তাদের কাজকে ধ্বংস করুন।

24. যীশুর নামেতে আরও মহান কাজ করা

যোহন 14:11-14
11 আমার কথায় বিশ্বাস কর যে, আমি পিতাতে আছি এবং পিতা আমাতে আছেন; আর না হয়, সেই সকল কার্য্য প্রযুক্তই বিশ্বাস কর।
12 সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে আমাতে বিশ্বাস করে, আমি যে সকল কার্য্য করিতেছি, সেও করিবে, এমন কি, এ সকল হইতেও বড় বড় কার্য্য করিবে; কেননা আমি পিতার নিকটে যাইতেছি;
13 আর তোমরা আমার নামে যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, তাহা আমি সাধন করিব, যেন পিতা পুত্রে মহিমান্বিত হন।
14 যদি আমার নামে আমার কাছে কিছু যাচ্ঞা কর, তবে আমি তাহা করিব।

পিতার নামে যীশু যে অলৌকিক কাজগুলি করেছিলেন, সেইগুলির উপর তিনি অনেক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর আরোগ্যতার, মুক্ত করার, চিহ্ন কাজগুলির দিকে দেখিয়ে বলেছিলেন যে এইগুলি হল প্রমাণ যে তিনি প্রকৃত ঈশ্বরের থেকে এসেছেন। পঞ্চাশত্তামির দিনে পিতর যেমন প্রচার করেছিলেন: *"নাসরতীয় যীশু পরাক্রম-কার্য্য, অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্নসমূহ দ্বারা তোমাদের নিকটে ঈশ্বর কর্তৃক প্রমাণিত মনুষ্য; তাঁহারই দ্বারা ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে ঐ সকল কার্য্য করিয়াছেন, যেমন তোমরা নিজেই জান"* (প্রেরিত্ 2:22)।

প্রভু যীশু ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর বিশ্বাসীরাও একই প্রকারের অলৌকিক কাজ করবে, এমনকি আরও মহান কাজ করবে। এবং ঠিক এই ঘোষণাটি করার পর তিনি তাঁর নামে যাচ্ঞা করার বিষয়ে বলেছিলেন। তাঁর নামকে ব্যবহার করার সুযোগ প্রয়োগ করার দ্বারা আমরা তাঁর মতো অলৌকিক কাজ করতে পারব, এমনকি আরও মহৎ অলৌকিক কাজ করতে পারব।

আরও মহান অলৌকিক কাজ করার অর্থ এই যে আমরা শুধুমাত্র বাইবেলে দেখতে পাওয়া অলৌকিক কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নই। যেমন উদাহরণ, বাইবেলের মধ্যে কোথাও উল্লেখ করা নেই যে কারুর শরীরের মধ্যে থেকে ধাতুর টুকরো অদৃশ্য হয়ে গেছে, শরীরের কোনো অংশ যা বাদ পড়েছে সেটা আবার শরীরের মধ্যে দেখা গিয়েছে, মানুষের শরীরের মধ্যে রসায়নিক ভারসাম্যহীনতা ঠিক হয়ে গিয়েছে, ইত্যাদি। মূল বিষয় এই যে আমরা যেন অলৌকিক কাজ দেখার জন্য উন্মুক্ত থাকি বর্তমানেও সেই সকল অলৌকিক কাজ দেখার জন্য যা বাইবেলের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। যীশু বলেছেন, *"বড় বড় কাজ"* এবং এটা আমাদের কাছে সকল প্রকারের অলৌকিক কাজ, চিহ্ন কাজ ও আশ্চর্য কাজের দরজা খুলে দেয়, যা যীশুর নামেতে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে দিয়ে করে থাকেন।

আসুন, আমরা সাহসী হই! যীশুর নামেতে আরও বড় বড় কাজ করার প্রত্যাশা রাখি! যীশু বলেছেন আমরা পারব!

যীশুর নামটি কোনো শক্তি হারায়নি। যীশুর নামেতে সুস্থতা,
অলৌকিক কাজ ও মুক্তি আছে।
যীশুর নামে বড় বড় অলৌকিক কাজ ঘটতে পারে।

চিন্তাভাবনা

অধ্যায় 20-24 -এর জন্য।

1. বর্তমানে যীশুর নামেতে প্রচার করা এবং পরিচর্যা করা যেন প্রেরিত পুস্তকের মতো সমান ফলাফল নিয়ে আসে, যেহেতু যীশুর নামের শক্তি কোনোভাবেই হ্রাস পায়নি। আমাদের মধ্যে কী কী পরিবর্তন করতে হবে যাতে আমরা আরও বেশী অলৌকিক কাজ ঘটতে দেখি, লোকেদেরকে মুক্ত হতে দেখি, সুস্থ হতে দেখি এবং চিহ্ন কাজ ঘটতে দেখি যখন আমরা যীশুর নামেতে প্রচার করি ও শিক্ষা দিয়ে থাকি?

2. বিশ্বাসী হিসেবে, কোন কোন উপায়ে আপনি যীশুর নামের কর্তৃত্ব ও সুযোগকে প্রয়োগ করতে পারেন আপনার চারিপাশের মানুষদের প্রতি অলৌকিক সুস্থতা, মুক্তি এবং অলৌকিক কাজের পরিচর্যা করার জন্য?

25. অনুনমোদিত হয়ে যীশুর নামকে ব্যবহার করা

মথি 1:21-23
21 যাহারা আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু বলে, তাহারা সকলেই যে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে, এমন নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই পাইবে।
22 সেই দিন অনেকে আমাকে বলিবে, হে প্রভু, হে প্রভু, আপনার নামেই আমরা কি ভাববাণী বলি নাই? আপনার নামেই কি ভূত ছাড়াই নাই?
23 আপনার নামেই কি অনেক পরাক্রম-কার্য্য করি নাই? তখন আমি তাহাদিগকে স্পষ্টই বলিব, আমি কখনও তোমাদিগকে জানি নাই; হে অধর্ম্মাচারীরা, আমার নিকট হইতে দূর হও।

মথি 24:5
কেননা অনেকে আমার নাম ধরিয়া আসিবে, বলিবে, আমিই সেই খ্রীষ্ট, আর অনেক লোককে ভুলাইবে।

প্রেরিত্ 19:11-20
11 আর ঈশ্বর পৌলের হস্ত দ্বারা অসামান্য পরাক্রম-কার্য্য সাধন করিতেন;
12 এমন কি, তাঁহার গাত্র হইতে রুমাল কিম্বা গামছা পীড়িত লোকদের নিকটে আনিলে ব্যাধি তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইত, এবং দুষ্ট আত্মারা বাহির হইয়া যাইত।
13 আর কয়েক জন পর্য্যটনকারী যিহূদী ওঝাও দুষ্ট আত্মাবিষ্ট লোকদের কাছে প্রভু যীশুর নাম জপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিতে লাগিল, পৌল যাঁহাকে প্রচার করেন, সেই যীশুর দিব্য দিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি।
14 আর স্কিবা নামে এক জন যিহূদী প্রধান যাজকের সাত পুত্র ছিল, তাহারা এই প্রকার করিত।
15 তাহাতে দুষ্ট আত্মা উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিল, যীশুকে আমি জানি, পৌলকেও চিনি, কিন্তু তোমরা কে?
16 তখন যে ব্যক্তি দুষ্ট আত্মাবিষ্ট, সে তাহাদের উপরে লাফ দিয়া পড়িল, দুই জনকে পরাভব করিয়া তাহাদের উপরে এমন বল প্রকাশ করিল যে, তাহারা উলঙ্গ ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া সেই গৃহ হইতে পলায়ন করিল।
17 আর ইহা ইফিষ-নিবাসী যিহূদী ও গ্রীক সকলেই জানিতে পাইল, তাহাতে সকলে ভয়গ্রস্ত হইল, এবং প্রভু যীশুর নাম মহিমান্বিত হইতে লাগিল।
18 আর যাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহাদের অনেকে আসিয়া আপন আপন ক্রিয়া স্বীকার ও প্রকাশ করিতে লাগিল।
19 আর যাহারা যাদুক্রিয়া করিত, তাহাদের মধ্যে অনেকে আপন আপন পুস্তক আনিয়া একত্র করিয়া সকলের সাক্ষাতে পোড়াইয়া ফেলিল; সে সকলের মূল্য গণনা করিলে দেখা গেল, পঞ্চাশ সহস্র রৌপ্যমুদ্রা।
20 এইরূপে সপরাক্রমে প্রভুর বাক্য বৃদ্ধি পাইতে ও প্রবল হইতে লাগিল।

অনুনমোদিত হয়ে যীশুর নামকে ব্যবহার করার বিষয়ে তিনি সাবধান করেছেন। প্রথমত, এমন মানুষেরাও আছে যাদের কাছে আত্মিক ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু তাদের এই ক্ষমতা মন্দ উৎস থেকে আসে। মন্দ আত্মারা এই প্রকারের লোকেদের শক্তিযুক্ত করে ভ্রান্তজনক চিহ্ন কাজ করার জন্য (1 তীমথিয় 4:1; 2 থিষলনীকীয় 2:9; 2 করিন্থীয় 11:13-15)। লোকেদের ভ্রান্ত করার জন্য তারা এই কাজগুলিকে আপাত দৃষ্টিতে যীশুর নামেতেও করতে পারে (মনে রাখবেন, একটি নকল বস্তু সম্পূর্ণ ভাবে আসলের মতোই দেখতে হয়)। প্রকৃত প্রমাণ হল যে খ্রীষ্ট মহিমান্বিত হলেন কিনা, লোকেরা ব্যক্তিগত ভাবে যীশুকে বিশ্বাস করল কিনা, এই লোকেরা প্রকৃত ভাবে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ধারণ করে কিনা, এবং তারা একটি ধার্মিক জীবনশৈলী যাপন করে কিনা (যেটা পাপ কাজ অভ্যাস করার বিপরীত)। আমরা তাদেরকে তাদের ফল দ্বারা চিনতে পারব (মথি 7:16)। দ্বিতীয়ত, স্কীবার সাতজন পুত্রের মতো, এমনও মানুষেরা আছে যারা যীশুর নামটিকে ব্যবহার করতে চায় যীশুর সাথে সম্পর্কে না থেকেও কিছু লাভ আদায় করতে চায়, এবং তারা তা করতে পারবে না।

নকল ব্যক্তিদের উপস্থিতি আমাদেরকে যেন সাবধান করে দেয়। শুধুমাত্র মূল্যবান বিষয়ের নকল আমরা দেখতে পাই। নকল বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করতে গেলে আমাদেরকে আসলের সাথে খুব ভাল ভাবে পরিচিত হতে হবে। নকলের ভয়ে আমরা আসলটিকে বাদ দিয়ে দিই না। বরং, আমরা সত্যে আরও দৃঢ় ভাবে স্থাপিত হই। আমরা নিজেরাই যীশুর নামের ক্ষমতায় ও কর্তৃত্বে গমনাগমন করা শুরু করি। যীশুর সাথে আমরা আরও বেশী ঘনিষ্ট হই যাতে আমরা তাঁর সাথে গমনাগমন করতে পারি ও তাঁকে সঠিক ও নিখুঁত ভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারি। আমরা আমাদের উদ্দেশ্যগুলিকে রক্ষা করি এবং তাঁর নামের ব্যবহার করার মধ্যে দিয়ে যীশুকে প্রকাশ করা ও মহিমান্বিত করার জন্য অন্বেষণ করি।

26. যীশুর নামের জন্য তাড়িত হওয়া

মথি 10:22
আর আমার নাম প্রযুক্ত তোমরা সকলের ঘৃণিত হইবে; কিন্তু যে কেহ শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে।

লূক 21:12,17
12 কিন্তু এই সকল ঘটনার পূর্ব্বে লোকেরা তোমাদের উপরে হস্তক্ষেপ করিবে, তোমাদিগকে তাড়না করিবে, সমাজ-গৃহে ও কারাগারে সমর্পণ করিবে; আমার নামের নিমিত্ত তোমরা রাজাদের ও শাসনকর্ত্তাদের সম্মুখে নীত হইবে।
17 আর আমার নাম প্রযুক্ত তোমরা সকলের ঘৃণিত হইবে।

প্রভু যীশু আমাদের সাবধান করে দিয়েছিলেন যে তাঁর নামের জন্য আমাদের ঘৃণা ও তাড়না করা হবে। যারা আমাদেরকে তাড়না করবে তারা মনে করবে যে তারা কোনো ভাল কাজ করছে।

প্রেরিত্ 5:40-42
40 তখন তাঁহারা তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন, আর প্রেরিতদিগকে কাছে ডাকিয়া প্রহার করিলেন, এবং যীশুর নামে কোন কথা কহিতে নিষেধ করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।
41 তখন তাঁহারা মহাসভার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলেন, আনন্দ করিতে করিতে গেলেন, কারণ তাঁহারা সেই নামের জন্য অপমানিত হইবার যোগ্যপাত্র গণিত হইয়াছিলেন।
42 আর তাঁহারা প্রতিদিন ধর্ম্মধামে ও বাটীতে উপদেশ দিতেন, এবং যীশুই যে খ্রীষ্ট, এই সুসমাচার প্রচার করিতেন, ক্ষান্ত হইতেন না।

যীশুর স্বর্গারোহণের ঠিক পরে প্রেরিতেরা হুমকি, বিরোধিতা ও তাড়নার সম্মুখীন হয়েছিলেন সেই সময়ের ধর্মীয় গুরুদের থেকে। কিন্তু, প্রেরিতেরা মনে করেছিলেন যে তাঁর নামের জন্য তাড়না সহ্য করা একটি সম্মানীয় বিষয়। তারা প্রভু যীশুকে ও তাঁর নামকে এতটাই ভালোবাসতেন। প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলী তীব্র তাড়নার সম্মুখীন হয়েছিল কিন্তু তবুও তারা তাদের বিশ্বাসে ও যীশু খ্রীষ্টকে সেবা করার বিষয়ে নির্ভীক ছিল।

উদাহরণ স্বরূপ, প্রভু যীশু ও তাঁর নামের প্রতি পৌলের অঙ্গীকারকে বিবেচনা করে দেখুন যেটা তিনি কইসরিয়ার বিশ্বাসীদের উদ্দেশে বলেছিলেন, যারা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিল যে পৌল যিরুশালেমে চলে যাওয়ার পর তার কী হবে: *"তখন পৌল উত্তর করিলেন, তোমরা এ কি করিতেছ? ক্রন্দন করিয়া আমার হৃদয় চূর্ণ করিতেছ? কারণ আমি প্রভু যীশুর নামের নিমিত্ত যিরূশালেমে কেবল বদ্ধ হইতে, তাহা নয়, বরং মরিতেও প্রস্তুত আছি"*(প্রেরিত্ 21:13)।

আমরা যেন প্রভু যীশুকে ও তাঁর নামকে এতটাই প্রেম করতে পারি যে আমাদের প্রভুর নামের জন্য আমরা যেন লজ্জিত না হই এবং তাড়নার ও অপমানের সম্মুখীন হতে যেন ভয় না পাই। প্রেরিত পিতর তাড়িত বিশ্বাসীদের উদ্দেশে লিখেছিলেন এবং তাদেরকে জানিয়েছিলেন, *"তোমরা যদি খ্রীষ্টের নাম প্রযুক্ত তিরস্কৃত হও, তবে তোমরা ধন্য; কেননা প্রতাপের আত্মা, এমন কি, ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের উপরে অবস্থিতি করিতেছেন"*(1 পিতর 4:14)। প্রভু যীশু লক্ষ্য করেন যখন আমরা তাঁর নামকে ধরে থাকি এবং তাড়নার মুখেও তাঁর নামকে ও আমাদের বিশ্বাসকে অস্বীকার করতে অস্বীকার করি (প্রকাশিত বাক্য 2:13; প্রকাশিত বাক্য 3:8)।

27. যীশুর নামের জন্য ত্যাগস্বীকার করা

মথি 19:29
আর যে কোন ব্যক্তি আমার নামের জন্য বাটী, কি ভ্রাতা, কি ভগিনী, কি পিতা, কি মাতা, কি সন্তান, কি ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছে, সে তাহার শত গুণ পাইবে, এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে।

প্রেরিত্ 9:16
কারণ আমি তাহাকে দেখাইয়া দিব, আমার নামের জন্য তাহাকে কত ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে।

প্রেরিত্ 15:26
আমাদের প্রিয় যে বার্ণবা ও পৌল আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামের নিমিত্ত প্রাণপণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে উঁহাদিগকে তোমাদের নিকটে পাঠাইতে বিহিত বুঝিলাম।

এমনও সময় আসে যখন আমাদেরকে প্রভু যীশুর নামের হেতু স্বেচ্ছায় ত্যাগস্বীকার করতে হয়। কেউ কেউ পার্থিব লাভ ত্যাগ করে। কেউ কেউ পার্থিব সম্পর্কগুলি ত্যাগ করে। কেউ কেউ প্রভুর দ্বারা দেওয়া কাজকে সম্পন্ন করার জন্য কঠিন কাজ নিজেদের কাঁধে তুলে নেয়। কেউ কেউ যীশুর সেবা করার জন্য নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে থাকে। কেউ কেউ মহান দায়িত্বভার নেয় ঈশ্বরের রাজ্যের কাজকে অগ্রসর করানোর জন্য। অনেক প্রকারের ত্যাগস্বীকার আছে যেটা প্রভু যীশুর নামের জন্য বহন করার জন্য আহূত হতে পারি।

এই সবকিছুর মধ্যে যীশুর প্রতি, তাঁর নামের প্রতি আমাদের ভালোবাসার দ্বারা এবং সেই লোকেদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হই, যাদের সেবা করার জন্য ঈশ্বর আমাদের আহ্বান দেন: *"কারণ খ্রীষ্টের প্রেম আমাদিগকে বশে রাখিয়া চালাইতেছে; কেননা আমরা এরূপ বিচার করিয়াছি যে, এক জন সকলের জন্য মরিলেন, সুতরাং সকলেই মরিল; আর তিনি সকলের জন্য মরিলেন, যেন, যাহারা জীবিত আছে, তাহারা আর আপনাদের উদ্দেশে নয়, কিন্তু তাঁহারই উদ্দেশে জীবন ধারণ করে, যিনি তাহাদের জন্য মরিয়াছিলেন, ও উত্থাপিত হইলেন"* (2 করিন্থীয় 5:14-15)। আমাদের উদ্দেশ্য ও অনুপ্রেরণা যেন সিদ্ধ ও নির্মল থাকে। মানুষের দৃষ্টিতে নিজেদেরকে ধার্মিক ও ভক্তিপূর্ণ প্রমাণ করার জন্য আমরা ত্যাগস্বীকার করি না অথবা মিথ্যা নম্রতা প্রদর্শন করার জন্য করি না। ঈশ্বর আমাদের হৃদয়কে দেখেন এবং আমরা যে জীবনটি ভালোবাসি, সেটাও তিনি দেখেন।

যখন আমরা তাঁর নামের হেতু ত্যাগস্বীকার করি, তখন প্রভু বলেন যে এই জীবনে আমরা একশো গুণ (মার্ক 10:29-30) লাভ করবো এবং আগামী জগতে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবো। ঈশ্বর কোনো মানুষের প্রতি ঋণী নন এবং তিনি এই জীবনে আমাদের অনেক কিছু দেবেন যা অর্থ ক্রয় করতে পারে না।

আসুন, আমরা যেন আনন্দের বিষয় জ্ঞান করি যখন আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামের জন্য ত্যাগস্বীকার করি, যেমন আমরা প্রত্যেকেই প্রভুর দ্বারা আহূত হই।

28. আমরা যীশুর নামেক ধারণ করি

প্রেরিত্ 9:15
কিন্তু প্রভু তাঁহাকে কহিলেন, তুমি যাও, কেননা জাতিগণের ও রাজগণের এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণের নিকটে আমার নাম বহনার্থে সে আমার মনোনীত পাত্র।

প্রেরিত্ 15:14
ঈশ্বর আপন নামের জন্য পরজাতিগণের মধ্য হইতে এক দল প্রজা গ্রহণার্থে কিরূপে প্রথমে তাহাদের তত্ত্ব লইয়াছিলেন, তাহা শিমোন বর্ণনা করিয়াছেন।

বিশ্বাসী হিসেবে আমাদের কাছে তাঁর নামকে শুধুমাত্র ব্যবহার করার সুযোগ ও অধিকার নেই, কিন্তু আমাদেরকে আহ্বান করা হয়েছে তাঁর নামকে বহন করার জন্যও। পুরাতন নিয়মের মতো, নতুন নিয়মেও ঈশ্বর আমাদেরকে, নতুন নিয়মের মণ্ডলীকে "তাঁর নামের জন্য আহূত এক জাতী" বলে ডেকেছেন। আমাদের প্রত্যেকে তাঁর নামকে বহন করি, এবং যেমন যাকোব বলেছেন *"যে উত্তম নাম তোমাদের উপরে কীর্ত্তিত হইয়াছে…"*(যাকোব 2:7)। বিশ্বাসী হিসেবে আমরা যীশুর মহান, সুন্দর, আশ্চর্য, সম্মানীয় নামের দ্বারা পরিচিত।

2 থিষলনীকীয় 1:12
যেন আমাদের ঈশ্বরের ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ অনুসারে আমাদের প্রভু যীশুর নাম তোমাদিগেতে গৌরবান্বিত হয়, এবং তাঁহাতে তোমরাও গৌরবান্বিত হও।

যে ভাবে আমরা জীবন যাপন করি, যে ভাবে আমরা নিজেদের আচরণ, কথাবার্তা, অভ্যাস দেখিয়ে থাকি, সেটা যেন আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামকে মহিমান্বিত করে। লোকেরা যেন আমাদের জীবন দেখে যীশুর নামের প্রশংসা করে। বিশ্বাসী হিসেবে আমরা পাপের মধ্যে জীবন যাপন করতে পারি না অথবা এমন কোনো কাজ করতে পারি না যা ঈশ্বরের কাছে অসন্তুষ্টজনক। শাস্ত্রের মধ্যে স্পষ্ট ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *"যে কেহ প্রভুর নাম করে, সে অধার্ম্মিকতা হইতে দূরে থাকুক"*(2 তীমথিয় 2:19)।

যেমন উদাহরণ, আমাদের কর্মক্ষেত্রে আমরা যেন এমন আচরণ করি যাতে যীশুর নাম সম্মানিত হয়। পৌল লিখেছেন, *"যে সকল লোক যোঁয়ালির অধীন দাস, তাহারা আপন আপন কর্ত্তাদিগকে সম্পূর্ণ সমাদরের যোগ্য জ্ঞান করুক, যেন ঈশ্বরের নাম এবং শিক্ষা নিন্দিত না হয়"*(1 তীমথিয় 6:1)।

যখন আমরা জানি যে আমরা তাঁর নামকে বহন করি এবং তাঁর প্রতি আমাদের তীব্র ভালোবাসার কারণে আমরা এমন এক উপায়ে জীবন যাপন করি যা তাঁর মহান ও তুলনাহীন নামের প্রতি মহিমা, সম্মান ও প্রশংসা নিয়ে আসে।

29. যীশুর নামে অনুযোগ করা

1 করিন্থীয় 1:10
কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আমি তোমাদিগকে বিনয় করিয়া বলি, তোমরা সকলে একই কথা বল, তোমাদের মধ্যে দলাদলি না হউক, কিন্তু এক মনে ও এক বিচারে পরিপক্ক হও।

2 থিষলনীকীয় 3:6
আর, হে ভ্রাতৃগণ, আমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাদিগকে এই আদেশ দিতেছি, যে কোন ভ্রাতা অনিয়মিতরূপে চলে, এবং তোমরা আমাদের নিকট হইতে যে শিক্ষা পাইয়াছ, তদনুসারে চলে না, তাহার সঙ্গ ত্যাগ কর।

নতুন নিয়মের মণ্ডলীতে আমরা লক্ষ্য করি যে পৌল, একজন আত্মিক নেতা, প্রভু যীশুর নামেতে সেই সকল বিশ্বাসীদেরকে অনুযোগ করেছিলেন, সংশোধন করেছিলেন, যাদের উপর তার আত্মিক দায়িত্ব ছিল। অবশ্যই তিনি এটা প্রেমেতে করেছিলেন। তিনি এটা তাদের মঙ্গলের জন্য করেছিলেন ও তাদের উন্নতিসাধনের জন্য করেছিলেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনি তা যীশু খ্রীষ্টের নামে করেছিলেন, অর্থাৎ মণ্ডলীর মস্তক, যীশু খ্রীষ্টের হয়ে করেছিলেন। সুতরাং, এর মধ্যে দিয়ে তিনি প্রভুর হৃদয়কে বিশ্বাসীদের কাছে তুলে ধরেছিলেন। এর অর্থ এই যে যারা পৌলের আত্মিক নেতৃত্বের অধীনে ছিল, যখন তারা আত্মিক অনুশাসন ও নির্দেশ গ্রহণ করেছিল তখন তারা সেটাকে হাল্কা ভাবে নেয়নি, বরং ভয় সহকারে, সেটা পাওয়ার যোগ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল। আমরা যারা আত্মিক নেতৃত্বের মধ্যে রয়েছি, তাদের উপর একটি পবিত্র দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যীশুর নামেতে প্রেমের সাথে বিশ্বাসীদের অনুযোগ করার।

[বি:দ্র: এখানে আমরা যেন সতর্ক থাকি যে কোনো আত্মিক নেতাদেরকে অনুমতি না দিই যীশুর নাম ব্যবহার করে এবং আত্মিক কর্তৃত্ব ফলানর নাম করে আমাদের উপর নিয়ন্ত্রণ অথবা নির্যাতন করতে না দিই। এই প্রকারের নির্যাতনের কারণে অনেকে আঘাত পেয়েছে। 1 পিতর 5:2-4]।

যখন আমরা তাড়িত হই অথবা যীশুর নামেতে ত্যাগস্বীকার
করার জন্য আহূত হই, তখন আমরা এটাকে একটা সম্মানীয়
বিষয় বলে মনে করি। আমরা তাঁর নাম দ্বারা পরিচিত এবং
তাই সম্মানের সাথে তাঁর নামকে বহন করি।

চিন্তাভাবনা

অধ্যায় 25 থেকে 29 -এর জন্য।

1. চিন্তাভাবনা করুন যে শয়তান কেন নকল সৃষ্টি করবে যা বাস্তবে প্রভু যীশুর নামকে ব্যবহার করে কিন্তু মন্দ আত্মা দ্বারা পরিচালিত? কীভাবে আমরা বিশ্বাসী হিসেবে এই প্রকারের যীশুর নামের অপব্যবহার চিহ্নিত করতে পারব?

2. আপনি কি প্রভু যীশুর নামের জন্য তাড়িত হয়েছেন? কীভাবে আপনি এর মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন? আপনি কি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করেন যে তাড়নার মুখেও, যেখানে আপনার প্রাণের ঝুঁকি আছে, সেখানেও আপনি বিশ্বাস ও তাঁর নামকে অস্বীকার করবেন না?

3. আপনাকে কি প্রভু যীশুর নামে ত্যাগস্বীকার করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে, তাঁর রাজ্যের কাজের জন্য, অথবা কোনো না কোনো ভাবে তাঁকে সেবা করার জন্য আহূত করা হয়েছে? কীভাবে আপনি এর মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন? আপনি কি যীশুকে এতটাই প্রেম করেন যে তাঁর নামের জন্য আপনি যেকোনো ত্যাগস্বীকার করতে প্রস্তুত?

4. আমাদেরকে সেই লোক হওয়ার জন্য আহূত করা হয়েছে যারা তাঁর নামে আহূত। আপনার জীবনে কি এমন কোনো ক্ষেত্র আছে যেখানে আপনি জানেন যে প্রভু যীশু সম্মানিত ও গৌরবান্বিত হয়েছেন? আপনার জীবনে এমন কোনো ক্ষেত্র আছে যা আপনার প্রভু যীশুর নামকে মহিমান্বিত করতে পারছেন না? ইতিবাচক বিষয়গুলির জন্য কিছুক্ষণ সময় নিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানান এবং নেতিবাচক বিষয়গুলিকে পরিবর্তন করতে বলুন, যাতে যীশুর নাম আপনার জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মহিমান্বিত হয়।

5. অধ্যায় 3 -এ দেওয়া পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের নামগুলি এবং নতুন নিয়মে আপনি যা কিছু আবিষ্কার করেছেন, সেইগুলি প্রতিদিন পর্যালোচনা করুন (অধ্যায় 10 থেকে 29)। প্রভুর নামগুলি ব্যবহার করার মধ্যে দিয়ে কী সমান্তরাল আপনি লক্ষ্য করেছেন?

30. যীশুর চিরকালের জন্য

বাইবেলের অন্তিম পুস্তক, প্রকাশিত বাক্য, 'যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ' বলে শুরু হয়। এটি শেষ হয় আমাদের প্রভু যীশুর নামের আশীর্বচন দিয়ে। সমস্ত প্রকাশিত বাক্যের মধ্যে আমরা বেশ কয়েকটি নাম ও শিরোনাম লক্ষ্য করি যেটা প্রভু যীশুকে উল্লেখ করেছে: বিশ্বস্ত সাক্ষী, মৃতদের মধ্যে থেকে প্রথমজাত, রাজা (1:5), আলফা ও ওমেগা, আদি আর অন্ত (1:8), প্রথম ও শেষ (1:11), ঈশ্বরের বাক্য (19:13), রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু (19:16), ইত্যাদি।

এটা লক্ষ্য করা করশনিয় যে যীশু নিজেকে একটা নতুন নাম দিয়েছেন:

প্রকাশিত বাক্য 3:12
যে জয় করে, তাহাকে আমি আমার ঈশ্বরের মন্দিরে স্তম্ভস্বরূপ করিব, এবং সে আর কখনও তথা হইতে বাহিরে যাইবে না; এবং তাহার উপরে আমার ঈশ্বরের নাম লিখিব, এবং আমার ঈশ্বরের নগরী যে নূতন যিরূশালেম স্বর্গ হইতে, আমার ঈশ্বরের নিকট হইতে নামিবে, তাহার নাম এবং আমার নূতন নাম লিখিব।

"আমার নূতন নাম" কী? এটা একটা রহস্যময় বিষয়। এটা কি যীশুর নাম, যে নাম তিনি তাঁর জন্মের আগে পাননি এবং তাঁর জন্মের সময়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি যা কিছু সম্পন্ন করেছেন সেই কারণে তাঁকে দেওয়া হয়েছে? এটা কি আরও একটা শিরোনাম যেটা শাস্ত্র প্রকাশ করেনি? আমরা জানি না। আমরা এটা বলতে পারি যে "নূতন" শব্দটি যা ১ পদে ব্যবহার করা হয়েছে (গ্রীক ভাষায় '*kainos*') চরিত্র, প্রকৃতিতে, গুণে একটা নতুন নাম, যেটা 'নূতন' (গ্রীক '*neos*') শব্দ থেকে আলাদা, যেটা একটা বর্তমান, ও সময়ের সাথে নতুনকে বোঝায়।

অন্তিম অধ্যায়ে, 'চিরকালের নগর' নতুন যিরূশালেমে সকল ঈশ্বরের লোকেদের কপালে তাঁর নামটি লেখা থাকবে। এটা চিহ্ন যে আমরা চিরকালের জন্য তাঁর, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের।

প্রকাশিত বাক্য 22:1-5
1 আর তিনি আমাকে "জীবন-জলের নদী" দেখাইলেন, তাহা স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল, তাহা ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন হইতে নির্গত হইয়া তথাকার চকের মধ্যস্থানে বহিতেছে;
2 "নদীর এপারে ওপারে জীবন-বৃক্ষ আছে, তাহা দ্বাদশ বার ফল উৎপন্ন করে, এক এক মাসে আপন আপন ফল দেয়, এবং সেই বৃক্ষের পত্র জাতিগণের আরোগ্য নিমিত্তক"।
3 এবং "কোন শাপ আর হইবে না;" আর ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন তাহার মধ্যে থাকিবে; এবং তাঁহার দাসেরা তাঁহার আরাধনা করিবে, ও তাঁহার মুখ দর্শন করিবে,
4 এবং তাঁহার নাম তাহাদের ললাটে থাকিবে।
5 সেখানে রাত্রি আর হইবে না, এবং প্রদীপের আলোকে কিম্বা সূর্য্যের আলোকে লোকদের কিছু প্রয়োজন হইবে না, কারণ "প্রভু ঈশ্বর তাহাদিগকে আলোকিত করিবেন; এবং তাহারা যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে রাজত্ব করিবে"।

আমাদের সবার কাছে সেই সৌভাগ্য থাকবে চিরকালের জন্য তাঁর নামকে বহন করার জন্য!

এই কারণ ঈশ্বর তাঁহাকে অতিশয় উচ্চপদান্বিতও করিলেন,
এবং তাঁহাকে সেই নাম দান করিলেন, যাহা সমুদয় নাম
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ;
যেন যীশুর নামে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল-নিবাসীদের "সমুদয় জানু
পাতিত হয়,
এবং সমুদয় জিহ্বা যেন স্বীকার করে"
যে, যীশু খ্রীষ্টই প্রভু,
এইরূপে পিতা ঈশ্বর যেন মহিমান্বিত হন।
ফিলিপিয় ২:৯-১১

আমেন!

চিন্তাভাবনা

1. আপনি এই পুস্তকটি পাঠ করা সম্পন্ন করেছেন। অভিনন্দন জানাই আপনাকে! এই পুস্তকের মধ্যে দিয়ে গমন করার সময়ে যীশুর নাম সম্পর্কে আপনি যা কিছু শিখেছেন, সেইগুলি সমগ্র ভাবে পর্যালোচনা করা ও চিন্তাভাবনা করার জন্য সময় নিন। আপনার আত্মিক জীবনে কী কী প্রধান শিক্ষা একত্র করেছেন? কোন কোন সত্যগুলি আপনি চিরকালের জন্য ঈশ্বরের সাথে গমনাগমন করার একটা অংশ হিসেবে আলিঙ্গন করেছেন?

2. আমরা একটি বিষয়কে যত ঘন ঘন পর্যালোচনা করি, ততই আমরা সত্যের নতুন নতুন দিকগুলি আবিষ্কার করি, আমরা আরও প্রকাশ লাভ করি এবং আমরা যা কিছু শিখেছি সেটাতে আরও শক্তিযুক্ত হই। প্রায়ই "যীশুর পরাক্রমশালী নাম" বিষয়বস্তুটির সত্যগুলি পর্যালোচনা করুন। শীঘ্রই এই পুস্তকটিকে পর্যালোচনা করার জন্য পরিকল্পনা করুন। আপনার ক্যালেন্ডারে লিখে রাখুন।

3. আমরা সত্যগুলিকে সবচেয়ে ভাল ভাবে শিখতে পারি যখন আমরা সেইগুলির অভিজ্ঞতা লাভ করি। যীশুর পরাক্রমশালী নামের শক্তিকে অনুভব করাতে বৃদ্ধি পেতে থাকুন।

অল পিপলস্ চার্চের সাথে অংশীদারিত্ব করুন

অল পিপলস্ চার্চ একটি স্থানীয় মণ্ডলী রূপে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে পরিচর্যা করে থাকে, বিশেষ ভাবে উত্তর ভারতে, যেখানে আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কেন্দ্র করি (ক) নেতাদের শক্তিযুক্ত করা, (খ) পরিচর্যার জন্য যুবক-যুবতীদের তৈরি করা এবং (গ) খ্রীষ্টের দেহকে গেঁথে তোলা। যুবক-যুবতীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সেমিনার, এবং খ্রীষ্টিয় নেতাদের জন্য অধিবেশন সমস্ত বছর জুড়ে আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও, ইংরাজিতে ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় কয়েক হাজার পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে বিশ্বাসীদের বাক্যে ও আত্মায় তৈরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে।

আমরা আপনাকে আর্থিক ভাবে অংশীদারিত্ব করার জন্য আহ্বান জানাই। আপনারা আমাদের একবার দান করতে পারেন অথবা মাসিক ভাবে অর্থ দান করে সাহায্য করতে পারেন। আপনারা যে পরিমাণের অর্থ আমাদের পাঠান, সেটা সমগ্র দেশ জুড়ে পরিচর্যা কাজে ব্যবহৃত হবে ও আমরা অতিশয় কৃতজ্ঞ থাকবো আপনার সাহায্যের জন্য।

আপনারা আপনাদের উপহার এই নামে চেক/ব্যাংক ড্রাফটের দ্বারা পাঠাতে পারেন “All Peoples Church, Bangalore” এবং আমাদের কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাতে পারেন। অথবা, আপনি সরাসরি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে দান করতে পারেন। আমাদের ব্যাংক একাউন্ট নিচে দেওয়া হল:

Account Name: All Peoples Church
Account Number: 0057213809
IFSC Code: CITI0000004
Bank: Citibank N.A., No. 5, M.G. Road, Bengaluru, Karnataka 560001

অনুগ্রহ করে লক্ষ্য রাখবেন: অল পিপলস্ চার্চ শুধুমাত্র কোনো ভারতীয় ব্যাংক থেকেই অর্থ গ্রহণ করতে পারে। যখন আপনি দান করছেন, যদি চান, তাহলে আপনি উল্লেখ করতে পারেন যে আমাদের পরিচর্যার কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য আপনি দান করছেন। অতিরিক্ত তথ্যের জন্য এই ওয়েবসাইট দেখুন: ***apcwo.org/give***

এ ছাড়াও, আমাদের জন্য ও আমাদের পরিচর্যার জন্য যখনই সম্ভব, প্রার্থনা করতে স্মরণে রাখবেন।
ধন্যবাদ ও ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন!

বিনামূল্যে যে পুস্তকগুলি উপলব্ধ আছে

A Church in Revival*
A Real Place Called Heaven
A Time for Every Purpose
Ancient Landmarks*
Baptism in the Holy Spirit
Being Spiritually Minded and Earthly Wise
Biblical Attitude Towards Work
Breaking Personal and Generational Bondages
Change*
Code of Honor
Divine Favor*
Divine Order in the Citywide Church
Don't Compromise Your Calling*
Don't Lose Hope
Equipping the Saints
Foundations (Track 1)
Fulfilling God's Purpose for Your Life
Gifts of the Holy Spirit
Giving Birth to the Purposes of God*
God Is a Good God
God's Word
How to Help Your Pastor
Integrity
Kingdom Builders
Laying the Axe to the Root
Living Life Without Strife*
Marriage and Family
Ministering Healing and Deliverance
Offenses-Don't Take Them
Open Heavens*
Our Redemption
Receiving God's Guidance
Revivals, Visitations and Moves of God
Shhh! No Gossip!
The Conquest of the Mind
The Father's Love
The House of God
The Kingdom of God
The Mighty Name of Jesus
The Night Seasons of Life
The Power of Commitment*
The Presence of God
The Redemptive Heart of God
The Refiner's Fire
The Spirit of Wisdom, Revelation and Power*
The Wonderful Benefits of speaking in Tongues
Timeless Principles for the Workplace
Understanding the Prophetic
Water Baptism
We Are Different*
Who We Are in Christ
Women in the Workplace
Work Its Original Design

উপরের পুস্তকগুলির PDF সংস্করণ বিনামূল্যে চার্চের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন: **apcwo.org/books** এই পুস্তকগুলির মধ্যে অনেকগুলি অন্যান্য ভাষাতেও উপলব্ধ। আপনার বিনামূল্যে পুস্তকটি লাভ করার জন্য, এই ইমেইল ঠিকানায় লিখুন: **bookrequest@apcwo.org**
* শুধুমাত্র PDF সংস্করণ উপলব্ধ।

এ ছাড়াও, বিনামূল্যে অডিও ও ভিডিও-তে প্রচার শোনার জন্য, প্রচারের টীকা, এবং আরও অন্যান্য উপাদান লাভ করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন:
apcwo.org/sermons

একটি সপ্তাহান্তিক স্কুলে অংশগ্রহণ করুন

বেঙ্গালুরু শহরে আয়োজিত সপ্তাহান্তিক স্কুলের উদ্দেশ্য হল বিশ্বাসীদের জীবন ও পরিচর্যার নির্দিষ্ট দিকে তৈরি করা ও প্রশিক্ষিত করা। এই ক্লাসগুলি সুবিধা অনুযায়ী রবিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৬টা পর্যন্ত আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই সপ্তাহান্তর স্কুল অন্যান্য মণ্ডলী ও ডিনোমিনেশনের প্রত্যেক বিশ্বাসীদের জন্য উপলব্ধ করা হয়েছে, বিশেষ করে যারা প্রশিক্ষিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। নিচে কয়েকটি সপ্তাহান্তিক স্কুলের তালিকা দেওয়া হল যা বর্তমানে আয়োজিত করা হচ্ছে।

ভাববাণী পরিচর্যার সপ্তাহান্তিক স্কুল
আরোগ্যদান ও মন্দ আত্মা থেকে মুক্ত করার সপ্তাহান্তিক স্কুল
আত্মার বরদান সপ্তাহান্তিক স্কুল
প্রার্থনা ও মধ্যস্ততার সপ্তাহান্তিক স্কুল
অন্তরের সম্পূর্ণতা লাভের সপ্তাহান্তিক স্কুল
জীবনশৈলী দ্বারা সুসমাচার প্রচারের সপ্তাহান্তিক স্কুল
কর্মক্ষেত্রে ঈশ্বর সপ্তাহান্তিক স্কুল
আরবান মিশন ও মণ্ডলী স্থাপনের সপ্তাহান্তিক স্কুল
খ্রিস্টিয়ান আপলোজেটিক্স সপ্তাহান্তিক স্কুল

বর্তমানে সময়সূচীর জন্য ও অনলাইন রেজিস্টার করার জন্য এই ওয়েবসাইট দেখুন: **apcwo.org/weekendschool**

খ্রীষ্টিয় নেতাদের জন্য একটি সম্মেলন আয়োজন করুন

All Peoples Church পালকদের জন্য, স্থানীয় মণ্ডলীর নেতাদের জন্য, খ্রীষ্টিয় সংস্থার নেতাদের জন্য এবং অন্যান্য ব্যক্তি, যারা খ্রীষ্টিয় পরিচর্যার সাথে যুক্ত আছে, তাদের জন্য আত্মায় অভিষিক্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করে। অভিষিক্ত শিক্ষা, আত্মা দ্বারা পরিচালিত পরিচর্যা ছাড়াও, আমাদের দলের লোকেরা অংশগ্রহণকারীদের সাথে ব্যক্তিগত ভাবে আলোচনা ও কথোপকথন করে। প্রত্যেকটা খ্রীষ্টিয় নেতাদের সম্মেলন সাধারণত ২-৩ দিনের জন্য আয়োজন করা হয় এবং একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর লক্ষ্য করে। অংশগ্রহণকারীরা প্রশিক্ষিত হয় এবং শক্তিযুক্ত হয়ে, পরিচর্যার জন্য আরও কার্যকারী হয়ে সম্মলন থেকে বেরিয়ে আসে। খ্রীষ্টিয় নেতাদের সম্মেলন সাধারণত কোন একটা স্থানীয় মণ্ডলীর দ্বারা, খ্রীষ্টিয় সংস্থার দ্বারা, অথবা কোন মিশন সংস্থার দ্বারা আয়জিত হয়। যে সংস্থা অথবা মণ্ডলী এই সভাটির আয়োজন করে, তারাই সমস্ত খরচ বহন করে ও সকল অংশগ্রহণকারীদের আমন্ত্রণ জানায়। All Peoples Church তাদের পরিচর্যাকারী দলকে প্রেরণ করবে যাতে তারা খ্রীষ্টিয় নেতাদের সম্মেলনের অংশগ্রহণকারীদের পরিচর্যা করতে পারে।

যে বিষয়গুলি আমাদের পরিচর্যাকারী দল শিক্ষা দেয়ঃ

- **Revivals, Visitations and Moves of God**
- **Presence and Glory**
- **Kingdom Builders (ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণকারী)**
- **Level Ground**
- **The House of God**
- **Apostolic and Prophetic Ministry**
- **Ministering Healing and Deliverance**
- **Gifts of the Spirit**
- **Marriage and Family**
- **Equipping The Saints and marketplace Transformation**

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য এবং খ্রীষ্টিয় নেতাদের সম্মেলনের বিষয়গুলির তালিকার জন্য, **apcwo.org/CLC** ওয়েবসাইট দেখুন।

একটা খ্রীষ্টিয় নেতাদের সম্মেলন আয়োজন করতে গেলে, আমাদের ইমেইল করুনঃ contact@apcwo.org

All Peoples Church এর সম্বন্ধে একটা ভূমিকা

All Peoples Church (APC) তে, আমাদের দর্শন হল বেঙ্গালুরু শহরে একটা লবন ও জ্যোতির ন্যায় হতে এবং সমুদয় ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে একটা রব হতে।

APC তে, পবিত্র আত্মার অভিষেক ও প্রকাশ সহকারে সম্পূর্ণ এবং আপোসহীন ঈশ্বরের বাক্য উপস্থাপনা করার জন্য সমর্পিত। আমরা বিশ্বাস করি যে ভালো সঙ্গীত, সৃজনশীল উপস্থাপনা, অসাধারণ এপোলোজেটিক্স, সমসাময়িক পরিচর্যার পদ্ধতি, আধুনিক প্রযুক্তি, ইত্যাদি, কোন কিছুই পবিত্র আত্মার বরদান, আশ্চর্য কাজ, চিহ্ন সহকারে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করাকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না (১ করিন্থীয় ২:৪,৫; ইব্রীয় ২:৩,৪)। আমাদের কেন্দ্র স্থান হল যীশু, আমাদের বিষয়বস্তু হল ঈশ্বরের বাক্য, আমাদের পদ্ধতি হল পবিত্র আত্মার শক্তি, আমাদের আকাঙ্ক্ষা হল মানুষেরা, এবং আমাদের লক্ষ্য হল খ্রীষ্টের মতো পরিপক্কতা।

বেঙ্গালুরুতে আমাদের প্রধান কার্যালয় থাকা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে All Peoples Church এর অনেক মণ্ডলী স্থাপিত আছে। All Peoples Church এর মণ্ডলীর তালিকা এবং যোগাযোগ নম্বর পেতে গেলে, আমাদের ওয়েবসাইটে **www.apcwo.org/locations** দেখুন, অথবা **contact@apcwo.org** এ ই-মেইল পাঠান।

আপনি কি সেই ঈশ্বরকে জানেন যিনি আপনাকে প্রেম করেন?

প্রায় ২০০০ বছর আগে, ঈশ্বর মানব রূপ ধারন করে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাঁর নাম হল যীশু। তিনি একটা নিষ্পাপ জীবন যাপন করেছিলেন। যেহেতু যীশু মানব রূপে ঈশ্বর ছিলেন, তিনি যা কিছু বলেছে ও করেছেন, তার দ্বারা তিনি ঈশ্বরকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। যে কথাগুলি তিনি বলেছিলেন, সেইগুলি ঈশ্বরের কথা। তিনি যে কাজগুলি সাধন করেছিলেন, সেইগুলি ঈশ্বরের কাজ। এই পৃথিবীতে যীশু অনেক আশ্চর্য কাজ সাধন করেছিলেন। তিনি অসুস্থদের ও পীড়িতদের সুস্থ করেছিলেন। তিনি অন্ধ মানুষদের দৃষ্টিদান করেছিলেন, যারা শুনতে পেত না, তিনি তাদের শ্রবণ শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, খঞ্জদের চলতে সাহায্য করেছিলেন এবং প্রত্যেক ধরণের অসুস্থতা ও ব্যাধি সুস্থ করেছিলেন। আশ্চর্য ভাবে কয়েকটি রুটি দিয়ে তিনি অনেক ক্ষুধিত ব্যক্তিদের খাদ্য যোগান দিয়েছিলেন, ঝড় থামিয়েছিলেন এবং অনেক আশ্চর্য কাজ করেছিলেন।

এই সকল কিছু আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে ঈশ্বর উত্তম, যিনি চান যে লোকেরা যেন সুস্থ হয়, সম্পূর্ণ হয়, স্বাস্থ্যকর হয় এবং খুশী থাকে। ঈশ্বর তার লোকেদের প্রয়োজন মেটাতে চান।

তাহলে কেনই বা ঈশ্বর একটা মানব রূপ ধারণ করে আমাদের এই পৃথিবীতে এসেছিলেন? যীশু কেন এসেছিলেন?

আমরা সকলে পাপ করেছি এবং সেই সকল কাজ করেছি যা আমাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কাছে অগ্রহণীয়। পাপের পরিণাম আছে। পাপ হল ঈশ্বর এবং আমাদের মাঝে একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর। পাপ আমাদের ঈশ্বর থেকে পৃথক করে রেখেছে। এটা আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে জানতে ও তাঁর সাথে একটা অর্থপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে বাঁধা দেয়। সুতরাং, আমাদের অনেকেই এই শূন্য স্থানটি অন্যান্য বিষয় দিয়ে পূর্ণ করার চেষ্টা করি।

পাপের আরও একটা পরিণাম হল ঈশ্বরের থেকে অনন্তকালের জন্য পৃথক হয়ে যাওয়া। ঈশ্বরের আদালতে, পাপের বেতন মৃত্যু। মৃত্যু হল নরকে যাওয়ার দ্বারা ঈশ্বরের থেকে চিরকালের জন্য পৃথক হয়ে যাওয়া।

কিন্তু, আমাদের জন্য একটা সুসংবাদ আছে যে আমরা পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারি এবং ঈশ্বরের সাথে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি। বাইবেল বলে, **"কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন" (রোমীয় ৬:২৩)** যীশু তাঁর ক্রুশিয় মৃত্যু দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর পাপের মূল্য পরিশোধ করে দিলেন। তারপর, তিন দিন পর তিনি আবার বেঁচে উঠলেন, তিনি নিজেকে জীবিত অবস্থায়ে অনেক মানুষের কাছে দেখা দিলেন এবং তারপর তিনি স্বর্গে চলে গেলেন।

ঈশ্বর প্রেমের ও দয়ার ঈশ্বর। তিনি চান না যে একটা মানুষও নরকে শাস্তি না পাক। এবং সেই কারণে, তিনি এসেছিলেন, যাতে তিনি সমুদয় মানবজাতির জন্য পাপ থেকে ও পাপের পরিণাম থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা পথ প্রস্তুত করতে পারেন। তিনি পাপীদের উদ্ধার করতে এসেছিলেন – আপনার এবং আমার মতো মানুষদের পাপ থেকে ও অনন্তকালীন মৃত্যু থেকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন।

পাপের এই ক্ষমাকে বিনামূল্যে গ্রহণ করতে গেলে, বাইবেল আমাদের বলে যে আমাদের একটা কাজ করতে হবে – প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশের উপর কী করেছিলেন তা স্বীকার করা এবং তাঁকেই সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে বিশ্বাস করা।

"...যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে তাঁহার নামের গুণে পাপমোচন প্রাপ্ত হয়" (প্রেরিত ১০:৪৩)।

"কারণ তুমি যদি 'মুখে' যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং 'হৃদয়ে' বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তবে পরিত্রাণ পাইবে" (রোমীয় ১০:৯)।

আপনি যদি প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনিও আপনার পাপের ক্ষমা লাভ করতে পারেন ও শুচিকৃত হতে পারেন।

নিম্নলিখিত একটা সহজ প্রার্থনা লেখা আছে যা আপনাকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার তিনি ক্রুশের উপর কী করেছেন, সেটা সম্বন্ধীয় একটা সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। এই প্রার্থনাটি যীশুর বিষয়ে আপনার অঙ্গীকারকে ব্যক্ত করতে ও পাপ থেকে ক্ষমা ও শুচিকরণ লাভ করতে সাহায্য করবে। এই প্রার্থনাটি একটা রূপরেখা। এই প্রার্থনাটি আপনি আপনার নিজের ভাষাতেও করতে পারেন।

প্রিয় প্রভু যীশু, আজ আমি বুঝতে পেরেছি যে তুমি আমার জন্য ক্রুশের উপর কী সাধন করেছো। তুমি আমার জন্য মারা গিয়েছিলে, তুমি তোমার বহুমূল্য রক্ত আমার জন্য ঝরিয়েছিলে এবং আমার পাপের মূল্য মিটিয়ে দিয়েছিলে, যাতে আমি ক্ষমা লাভ করতে পারি। বাইবেল আমাকে বলে যে যে কেউ তোমার উপর বিশ্বাস করবে, সে তার পাপের ক্ষমা লাভ করবে।

আজ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করার এবং তুমি আমার জন্য কী করেছো, তা গ্রহণ করার একটা সিদ্ধান্ত নিই, এবং বিশ্বাস করি যে তুমি আমার জন্য ক্রুশে মারা গিয়েছিলে এবং আবার মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠেছিলে। আমি বিশ্বাস করি যে আমি আমার উত্তম কাজ দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করতে পারব না, অথবা অন্য কোন মানুষও আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। আমি আমার পাপের ক্ষমা অর্জন করতে পারি না।

আজ, আমি আমার হৃদয়ে বিশ্বাস করি এবং আমার মুখে স্বীকার করি যে তুমি আমার জন্য মারা গিয়েছিলে, তুমি আমার পাপের মূল্য মিটিয়েছিলে, তুমি মৃতগণদের মধ্যে থেকে বেঁচে উঠেছিলে, এবং তোমার উপর বিশ্বাস করার মধ্যে দিয়ে, আমি আমার পাপের ক্ষমা ও শুচিকরন লাভ করি।

যীশু তোমাকে ধন্যবাদ। আমাকে সাহায্য কর যেন আমি তোমাকে প্রেম করতে পারি, তোমাকে আরও জানতে পারি এবং তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারি। আমেন।

DOWNLOAD THE FREE APP!

Search for
"All Peoples Church Bangalore"
in the App or Google play stores.

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

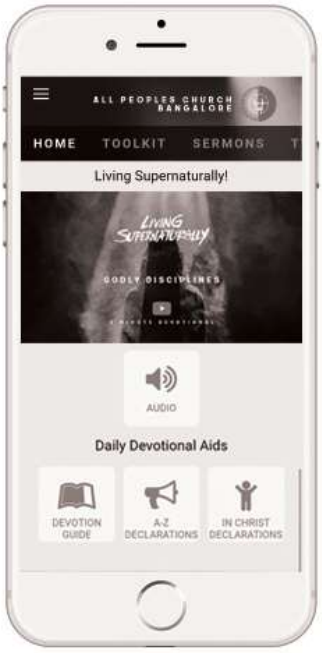

A daily 5-minute video devotional.
A daily Bible reading and prayer guide.
5-minute Sermon summary.
Toolkit with Scriptures on various topics to build faith and information to share the Gospel.
Resources with sermons, sermon notes, TV programs, books, music and more.

IF YOU LOVE IT, TELL OTHERS ABOUT IT!

বিল্ড টু ইম্প্যাক্ট: এই দর্শনের অংশীদার হন

বিল্ড

APC WORLD OUTREACH & EQUIPPING CENTER বেঙ্গালুরুতে একটি বিশ্বমানের স্টেট-অফ-দা-আর্ট প্রশিক্ষণ সেন্টার ও মিশনের ঘাঁটি হতে চলেছে যা সমগ্র দেশ জুড়ে খ্রীষ্টের দেহকে সেবা করবে।

ইম্প্যাক্ট

আধুনিক প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম ব্যবহার করার দ্বারা আমরা আত্মায় অভিষিক্ত, বাইবেল ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করবো যা নতুন প্রজন্মের খ্রীষ্টিয় নেতাদের প্রশিক্ষিত করবে, প্রেরণ করবে ও সহযোগিতা করবে, উভয় স্থানীয় ভাবে ও বিশ্বব্যাপী ভাবে। এই স্থানে থাকবে একটি বাইবেল কলেজ যেখানে রেসিডেনশিয়াল ও নন-রেসিডেনশিয়াল শিক্ষার্থীরা প্রশিক্ষণ লাভ করবে, লাইভ ও অফ-লাইন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে এবং একটি মেডিয়া সেন্টার উপস্থিত থাকবে এই বিশ্বে লোকেদের কাছে পৌঁছে যাওয়ার জন্য। এই স্থানে একটি আরাধনা গৃহ, শিশুদের ও যুবক-যুবতীদের জন্য একটি কেন্দ্র ও ২৪*৭ প্রার্থনার একটি কেন্দ্র উপস্থিত থাকবে।

প্রভু আপনাকে যেমন ভাবে পরিচালনা করেন ও সক্ষম করেন, আমরা আপনাকে আমন্ত্রণ জানাই যেকোনো পরিমাণের আর্থিক সাহায্য করতে ও আমাদের এই দর্শনের সাথে অংশীদারিত্ব করতে ও এই বিল্ড টু ইম্প্যাক্ট সেন্টারটি নির্মাণ করতে সাহায্য করতে। বেঙ্গালুরুতে APC WORLD OUTREACH & EQUIPPING CENTER জন্য আর্থিক অবদানের জন্য এবং এই চলমান বিল্ড টু ইম্প্যাক্ট প্রোজেক্টের জন্য, নিচে দেওয়া তথ্য ব্যবহার করুন:

Wire Transfer	**Cheques**
Account: **All Peoples Church Building Fund AC** Account No: 520101021447450 IFSC Code: CORP0000656 Bank Name: Corporation Bank Branch Name: R.T Nagar Branch, Bangalore	In favor of: **All Peoples Church Building Fund AC** Cheques can be mailed to: All Peoples Church, #319, 2nd Floor, 7th Main, 2nd Block HRBR Layout, Kalyan Nagar, Bangalore 560043, Karnataka, India

যেকোনো ভারতীয় ব্যাংক থেকে আপনার অবদান আমরা স্বাগত জানাই। বিদেশী অর্থ সাহায্য লাভ করার সুব্যবস্থা আমাদের কাছে উপলব্ধ নেই। যেকোনো প্রশ্নের জন্য, আমাদের এই ঠিকানায় ইমেইল করুন: buildtoimpact@apcwo.org

প্রোজেক্টের অগ্রগতি সম্পর্কে জানার জন্য ও অন্যান্য তথ্য জানার জন্য দয়া করে এই ওয়েবসাইটে যান:

apcwo.org/buildtoimpact

All Peoples Church & Bible College
apcbiblecollege.org

All Peoples Church বাইবেল কলেজ এবং পরিচর্যা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (APC-BC), যা বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত, আত্মায় পরিপূর্ণ, অভিষিক্ত এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে অলৌকিক ভাবে পরিচর্যা করার ক্ষমতা প্রদান করার মধ্যে দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়, এবং তার সাথে নিরাময় ঈশ্বরের বাক্য শেখানো হয়। আমরা পরিচর্যার জন্য একটা ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ভাবে গঠন করাতে বিশ্বাস করি, যেখানে আমরা একটি ঐশ্বরিক চরিত্রে, ঈশ্বরের বাক্যে গভীরে প্রবেশ করা, এবং আশ্চর্য কাজ ও চিহ্ন কাজ দ্বারা পরিচর্যা করায় জোর দিই - যা প্রভুর সাথে একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক থেকে উত্থাপিত হয়।

APC-BC তে, নিরাময় বাক্য শেখানোর সাথে সাথে আমরা ঈশ্বরের প্রেমকে কাজে প্রকাশিত করার উপর গুরুত্ব দিই, পবিত্র আত্মার অভিষেক ও উপস্থিতি এবং ঈশ্বরের কাজের অলৌকিক কাজের উপর গুরুত্ব দিই। অনেক যুবক যুবতীরা প্রশিক্ষিত হয়ে ঈশ্বরের আহ্বান পূর্ণ করার জন্য প্রেরিত হয়েছে।

নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলি আমরা প্রদান করিঃ

- এক বছরের Certificate in Theology and Christian Ministry (C.Th.)
- দুই বছরের Diploma in Theology and Christian Ministry (D.Th.)
- তিন বছরের Bachelor in Theology and Christian Ministry (B.Th.)

সপ্তাহের পাঁচ দিন ক্লাস নেওয়া হয়, **সোমবার থেকে শুক্রবার, সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত।** কর্মজীবী লোকেরা, গৃহবধূরা এই কোর্সগুলি করতে পারে, এবং দুপুর ১টার পর তাদের প্রতিদিনের কাজকর্ম করতে পারে। আলাদা হস্টেলের ব্যবস্থা আছে সেই সকল শিক্ষার্থীদের জন্য, যারা সেই স্থানে থেকে এই কোর্সগুলি করতে চায়। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিচর্যার জন্য অংশগ্রহণ করে, বিশেষ সেমিনারে, প্রার্থনা ও আরাধনার সময়ে অংশগ্রহণ করে প্রতিদিন দুপুর ২ টো থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। দুপুরের অধিবেশনগুলি তাদের জন্য অনিবার্য নয়, যারা অন্যান্য কাজ করে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের কোন না কোন স্থানীয় মণ্ডলীতে সেবাকাজের জন্য উৎসাহিত করা হয়।

কলেজের সম্বন্ধে, পাঠ্যক্রমের সম্বন্ধে, যোগ্যতা, মূল্য সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত ভাবে জানতে গেলে **apcbiblecollege.org** ওয়েবসাইটে যান।

APC-BC is accredited by the Nations Association for Theological Accreditation (NATA).

প্রত্যেক বিশ্বাসীদেরকে আশীর্বাদ করা হয়েছে যীশুর মহান নামটিকে ডাকার, ঘোষণা করার ও ব্যবহার করার সৌভাগ্য দিয়ে। যীশুর শিষ্যেরা ও প্রথম শতাব্দীর বিশ্বাসীরা সেই কর্তৃত্বকে উপলব্ধি করতে পেরেছিল যেটা যীশুর নামকে ব্যবহার করার মধ্যে দিয়ে তাদের কাছে উপলব্ধ ছিল, এবং তারা সেই পথে চলেছিল।

এই পুস্তকটি বিশ্বাসীদেরকে যীশুর নামের শক্তিকে পুনরায় আবিষ্কার করতে সাহায্য করে এবং প্রতিদিনের জীবনে সেই নামের শক্তিতে চলাফেরা করতে শেখায়। আমরা কর্তৃত্ব ও আধিপত্য সহকারে, সিদ্ধ ও নিখুঁত শান্তিতে এবং ঈশ্বরের সকল যোগানের মধ্যে দিয়ে গমন করি যখন আমরা যীশুর নামের শক্তিতে গমন করতে শিখি।

আশিস রাইচুর

All Peoples Church & World Outreach
#319, 2nd Floor, 7th Main, HRBR Layout,
2nd Block, Kalyan Nagar, Bangalore 560043
Karnataka, INDIA

Phone: +91-80-25452617
Email: contact@apcwo.org
Website: apcwo.org